শুভবিবাহ।

লিকাতা।

২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে

শ্রীঅমূল্যনারায়ণ রায় এম্, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১২

মূল্য ৳০ বার আনা মাত্র।

কলিকাতা,

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ "দিনময়ী প্রেসে"

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

শুভবিবাহ।

বালিকাবয়সে শ্বশুরশাশুড়ী ও স্বামীর সহিত বিদেশে গিয়াছিলাম, ২৫বৎসর পরে দেশে আসিয়াছি। আমার শ্বশুর ধন-উপার্জ্জনের চেষ্টায় পদব্রজে সুদূর পঞ্জাবে চলিয়া যান। সে অনেক দিনের কথা, বোধ হয় ৪৫ বৎসর হইবে, তখন রেলপথ হয় নাই। তিনি সেই দেশেই বাড়ী করিয়াছিলেন ১৫ বৎসর পরে একবার দেশে আসিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া স্ত্রী-পুত্র পুত্রবধূ লইয়া ফিরিয়া যান। আর তাঁহাকে দেশে আসিতে হয় নাই—আমার শ্বশুর বা শাশুড়ী কেহই আর নাই।

আমার শ্বশুরবাড়ী পল্লিগ্রামে;—শুনিয়াছি জ্ঞাতিরা আমাদের অংশের ভিটাটুকু ফেলিয়া-রাখিয়া যে যাহার ইচ্ছামত আপন আপন ঘরদ্বার প্রস্তুত করিয়া-লইয়া বসবাস করিতেছেন। সেখানে দাঁড়াবার স্থান পাইব কি না সন্দেহে দিদির অতিথি হইয়া আজ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। দিদিকে পত্রের দ্বারায় সংবাদ দিয়াছিলাম, তাঁহার গাড়ি ও সরকার আমাদের জন্ত হাবড়াষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। আমার এক সন্তান;— গবর্মেণ্ট-আপিসে কাজ করে, দুইশত টাকা বেতন পায়, বয়স ২৩।২৪, আজও বিবাহ হয় নাই। ইচ্ছা আছে, এইবার, বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিব। সেই উদ্দেশ্যেই দেশে আসিয়াছি। দিদি পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যশালিনী। পুত্রগুলি সুশিক্ষিত,

উপার্জ্জনশীল। যখন বিদেশে যাই, আমার বয়স তখন ১২।১৩বৎসর, দিদি আমার চেয়ে ১৪।১৫ বছরের বড়। তখন তাঁহার ৪।৫টি সন্তান। ভগ্নীপতির সামান্য আয়ে কোনমতে দিনযাপন হইত। ক্রমে ক্রমে দিদির ছেলেগুলির মধ্যে কেহ মুচ্ছুদ্দী, কেহ ডাক্তার, কেহ ডেপুটি, কেহ উকিল, হইয়া ভাঙাঘর অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে। দাসদাসী, পাচকব্রাহ্মণ, মাষ্টার, সরকার,পণ্ডিত, পুত্র, পুত্রবধূ মেয়ে, জামাই, নাতি, নাত্নী, নাত্‌জামাই, নাত্‌বৌ প্রভৃতিতে দিদির অট্টালিকা পরিপূর্ণ। দিদির ফটকে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র দরওয়ান "আরে খিড়্‌কিদরজায় যাও" বলিয়া পথ রোধ করিল। তখন গাড়ি ফিরাইয়া খিড়কিতে হাজির করিয়া সহিস কড়া নাড়িতে লাগিল—"ও ঝি, দরজা খোল, ও ঝি, দরজা খোল।" কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। সরকার ফটকে নামিয়া গিয়াছিল, কাহারও সাড়া না পাইয়া কোচ্‌ম্যানের উপদেশে সহিস ফটকের দিকে দৌড়িয়া গেল। ফিরিয়া-আসিয়া বলিল, "চাবি খুলিতে বলা হইয়াছে।" কতক্ষণ বসিয়া আছি, কোথাও কেহ নাই, মধ্যে মধ্যে সহিস কড়া নাড়িতেছে ও "ঝি, ও ঝি" করিতেছে। বিধবা স্ত্রীলোক, রেলের গাড়িতে তিনদিন প্রায় অনাহারে গিয়াছে, বসিয়া বসিয়া গাড়ির গরমে শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। ছেলে বলিল—"মা, কমলপুরে গেলে হ'ত, জ্ঞাতিরা কি স্থান দিত না! এ বড়মানুষের বাড়ী, আমার বড় বাধ-বাধ ঠেক্‌ছে।" আমি বলিলাম—"এখন আর কি হবে, তুই চুপ কর্ বাছা।" এমনসময় খিড়কির দরজার পাশের একটা জান্‌লা খুলিয়া-গিয়া একখানা সুন্দর মুখ দেখা গেল। "কে রে, কে এসেছে, ওঃ

মাসীমারা বুঝি এসেছেন—ও ঝি, দরজা খুলে দে।” আশা হইল, এবার দরজা খুলিবে। ছেলে বলিল—“খিড়কিতে একজন দরওয়ান কেন রাখেন না মা? বিশেষত আজ আমরা আসিব, তা ত জানেন।” বলিতে বলিতে কটাস্ করিয়া চাবিখোলার শব্দ হইয়া দরজা খুলিল। এক অপ্রসন্নমুখী বৃদ্ধা দাসী গাড়ির কাছে আসিয়া আমাকে বলিল—“নেমে আস”, কোচমানকে বলিল—“জিনিষপত্র সব দপ্তরখানায় নিয়ে রাখ গা।” বলিয়া ঝি আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া-গিয়া আবার চাবি বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ি জিনিষপত্র, ছেলে, সব বাহিরে রহিল—বুঝিলাম, গাড়ি চলিয়া গেল। যেখানে আমি দাঁড়াইয়াছি সেটি খিড়কির বাগান। বাগানের মধ্যে একটি ঘাটবাঁধান পুকুর, ঘাটে অনেকগুলি বৌঝি স্নান করিতেছে দেখিলাম। কতকগুলি ছুটিয়া-আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। চেনা মুখ কাহারও নহে। আমি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। ঝি গম্ভীরমুখে বলিল—“চল না গো, ঘরে চল না, কতক্ষণ দঁড়িয়ে থাক্‌বা, পোঁটলা নিয়া আমার হাত ভাঙে যাবার জো হল।” একটি ছোট পুঁটলি ঝিএর হাতে দিয়াছিলাম। ভাবিতেছিলাম, “ছেলেকে কিছু বলা হইল না, তোরঙ্গা বাক্সে টাকাকড়ি-গহনাপত্র আছে।” ঝিয়ের কথায় চমক ভাঙ্গিল, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দালানে উঠিয়া দেখিলাম, একটি বিধবা রমণী তুলসীগাছে জল দিয়া সূর্য্যপ্রণাম করিতেছে। তাহার পরণে শাদা গরদ, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, মাথায় নির্ম্মাল্যের ফুল। বুঝিলাম, সদ্য পূজা শেষ করিয়া উঠিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “দিদি কোথায়”—সেই রমণী আমার কাছে আসিয়া আমাকে

প্রণাম করিয়া বলিল, "আসুন মাসিমা, মা এই ঘরে পূজা করছেন, আসুন।" মুখখানি কিছু পরিচিত—বলিলাম, "তুমি কি রাণী?" "হঁ্যা মাসিমা, ছেলেবেলা আপনার সঙ্গে কত খেলা করেছি—মামার বাড়ী গিয়ে দাদার কাছে যখনি মার খেতুম, আপনি তখনি আমাকে আগ্‌লে রাখ্‌তেন।" সে কথা আমার বেশ মনে পড়ে। একটি পরিচিত মুখ পাইয়া বড় আরাম বোধ করিলাম।

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, দিদি পূজার আসনে বসিয়া আছেন। সম্মুখে রূপার কোষাকুশি, পুষ্পপাত্র, রৌপ্যাসনে শ্বেত মহাদেব। দিদির হাতে মোটা-মোটা অনেকগুলি সোনার চুড়ি, বালা, তাগা, গলায় হার, কোমরে মোটা গোট। দিদি ইঙ্গিতে বসিতে বলিলেন,—বধূরা ২।৩খানি আসন লইয়া আসিল, আমি বলিলাম, "আসন থাক্ মা, অম্‌নিই বসিতেছি"—বসিলাম। ভাবিতেছি, ছেলের কি রকমে পরিচয়াদি হইল, কে জানে! মাস্‌তুত ভাইরা যদি সাদরে গ্রহণ না করে, ছেলে অভিমানে ফুলিবে। দিদির পূজা সাঙ্গ হইল, দিদি উঠিয়া আসিলেন। প্রণাম করিতেছি দিদি বলিলেন—"গাড়ির কাপড়ে আমায় ছুঁস্‌নে।" আমি আর তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিতে পাইলাম না। যেন দিশাহারা হইয়াছি—যেমন আগ্রহে দিদির কাছে ছুটিয়া আসিতেছিলাম, যেন তাহাতে সহসা বাধা পাইয়াছি। কই, দিদির ত তেমন আগ্রহ দেখিতেছি না। আমার বৈধব্য-বেশ দেখিয়া দিদি একটু কাঁদিলেন, চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"তুই ত আমার বোনের মতন নস্, আমার পেটের সন্তানের মতন, বুকের দুধ দিয়ে তোকেও মানুষ করেছি, তোর এ দশাও আমাকে

দেখ্তে হ'ল। তা এসেছিস্, বেশ করেছিস্, যা হবার হয়ে গেছে, এখন ছেলেটির বিয়েথা দে, দিয়ে সংসারী হ। কল্‌কাতায় একখানি যেমন-তেমন কুঁড়ে করে' বাস কর্, আর বিদেশে যাস্ নি।"

আমি। দিদি, কল্‌কাতায় যে বাস কর্‌ব, খাব কি? বিদেশে হ'ল ছেলের কাজ, সে যদি এখানে না রইল, বারমাস বিদেশে রইল, তবে কাকে নিয়ে সংসারী হব। তবে ছেলের ইচ্ছা পৈতৃক ভিটেটুকু বজায় রাখে—তাই দেশে একটু ঘর-দ্বার কর্‌বার ইচ্ছা আছে।

দিদি। মরণ, দেশে ঘর করে' মিছে কেন পয়সা নষ্ট কর্‌বি, কল্‌কাতায় কর্, বিদেশে কি চিরকাল থাকা ভাল দেখায়। আমার চন্দ্রকান্ত এই যে ডাক্তার, সূর্য্যকান্ত ডিপুটি, বারমাসই বিদেশে থাকে, পূজার সময় সবগুলি জুড় হয়—তা বলে' আমি কি দেশ ছেড়ে যেতে পারি।

আমি। বল্‌তে নেই দিদি, বেঁচেবর্ত্তে থাক্,—তোমার হ'ল পাঁচটি, দুটি বা এখানে, দুটি বা বিদেশে, তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা। আমি কি নিয়ে থাক্‌বো।

দিদি। তা বোন্ যা বল, তোমার আর বিদেশে থাকা ভাল দেখায় না। আমার কালীকান্তের এখানে খুব নামডাক, মস্ত-বড় হোসের মুচ্ছুদ্দি, সে কি আর তোর ছেলের একটু চাকরী করে' দিতে পার্‌বে না। তার সদাগরী আপিসেই কত লোক খাটছে।

আমি। তা দিদি, এই ত তোমাদের কাছে এসেছি, যা ভাল বিবেচনা হয়, তোমরা কর্‌বে, তার আর কি। এখন এই চাবিটা

যদি কাউকে দিয়ে ছেলের কাছে পাঠিয়ে দাও, সে স্নান করে' কাপড় বের কর্‌তে পাবে না।

দিদি। তোর ছেলে কি আর আমার বাড়ী একখানা কাপড় পাবে না যে, বাসী কাপড় ছাড়ে? বিন্দি, ও বিন্দি, যা সরকারকে বলে আয় আমার বোন্‌পোকে একখানা ভাল ঢাকাই কাপড় বার করে' দিগ্‌, আর কলের ঘর দেখিয়ে দিতে বলিস্‌।

আমি। দিদি, আর এই চাবিটেও নিয়ে যেতে বল, তার জামাটামা সবই বন্ধ আছে ত।

দিদি। থাক্‌ থাক্‌, চাবি থাক্‌, ওরে জামা বার করে' দিতেও বলিস্‌। জানিস্‌ ভুব্‌নি আমাদের ঘরে জামাকাপড় সকল-রকম মজুত রাখ্‌তে হয়। দিনরাত কুটুমসাক্ষাৎ যাওয়া-আসা কর্‌ছেই। আইবুড় ভাত, সাধ, ছেলের বে, মেয়ের বে, নানান কাজে বারমাস কাপড়চোপড় দরকার। ছেলেরা আমার যা রোজকার করে, মেয়ে পার কর্‌তে আর লোকলৌকতা কর্‌তে তার অর্দ্ধেক যায়। কালীকান্ত হ'ল সদাগরী আপিসের বড়বাবু, লালপেড়ে শাড়ী দিয়ে ত আইবুড় ভাত সার্‌তে পারে না। ঢাকাই আর বেনারসী বই কথাটি কইবার জো নেই।

আমি। দিদি, আমার ছোট তোরঙ্গটা কাউকে এনে দিতে বল না, আমি স্নান করে' ফেলি, কাপড় বার কর্‌ব।

দিদি। তুই অমন পর হয়েছিস কেন লো? পুঁটি, দে ত আমার ভাল গরদখানা এনে, ভুব্‌নি কাপড় ছাড়ুক—দে আমার গামছাখানা দে—

পুঁটি। ঠাকুরমার আপনার বোন্‌ কিনা, তাই—নইলে

ঠাকুরমা এমন নন, সাতজন্মে নিজের গামছা কাকেও ছুঁতে দেন না।

দিদি। ওলো, কত ভাগ্যি করলে তবে বোনের দেখা পাওয়া যায়, কথায় বলে যে, রাজায় রাজায় দেখা হয় ত বোনে বোনে দেখা হয় না।

আমি। দিদি, ছেলেটার যদি স্নান হ'য়ে থাকে, তবে তাকে একটু সরবৎ যদি পাঠিয়ে দাও।

দিদি। কি, সরবৎ? তাই ত সরবৎ, তা দে ত রে, সরবৎ দেনা। সরবৎ কি লা?

আমি। অন্য কিছুর সরবৎ নয়, মিছরি যদি ভিজোন থাকে, তাই দাও, না থাকে ত দোবরাচিনি ভিজিয়ে দিতে বল।

দিদি। ওঃ, তাই বল্, মিছরির পানা! হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ—ভুবনি, তুই একেবারে খোট্টা হ'য়ে গেছিস্, মিছরির পানাকে কি বল্লি সবেৎ না কি। হাঃ হাঃ!

বিন্দি। কি মাঠাকরুণ, কি গা, কি হয়েছে?

দিদি। এই তোর মাসিমা লো, মিছরির পানাকে বলে সরবৎ। আমি ও খোট্টাখোট্টা কথা বুঝ্তে পারি নি, বলি সে আবার কি সামগ্রী যে, আমার ঘরে নাই। জানিস্ ভুবনি রোজ আমার পাঁচসের করে' মিছরির খরচ—কেউ পানা খাচ্ছেন, কেউ মাখম দিয়ে খাচ্ছেন, কেউ দুধে খাচ্ছেন, ছেলেগুলোর হাতে এক-ডেলা করে' আছেই; মিছরির পানার ভাবনা কি। বিন্দি, আমার বোন্পোর নাওয়া হ'লে মিছরি-ভিজে দিস্।

এমনসময়, "স্কুলের বেলা হ'ল, ভাত দাও, ভাত দাও" বলিতে বলিতে ৮।১০ বৎসরের বালক হইতে ২০।২৫ বৎসরের

যুবক পর্য্যন্ত এদিক্ ওদিক্ হইতে দালানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দিদি তাহাদের কাহাকেও "তোর মাসিমাকে প্রণাম কর্", কাহাকেও তোর "ছোট-ঠাকুরমাকে প্রণাম কর্, কাহাকেও ছোটদিদিমাকে প্রণাম কর্ বলিতে "লাগিলেন। তাহারা সকলে একে একে প্রণাম করিল। দিদি তখন "এই আমার ন ছেলে শ্যামকান্ত, এইটি আমার ছোট ছেলে হরকান্ত, এর বে হয় নি' ঢের বড় বড় ঘরে সম্বন্ধ আস্‌ছে, তা ওর এখন একৃজামিনের পড়া, তাই আমি বলেছি পাস না হ'লে বে দেব না। এইটি বড় নাতি, বরানগরে ঘোষেদের বাড়ী এই ৩ বছর বে হয়েছে, তারা খুব বড়মানুষ, তত্ত্ব যে করে বাড়ী পুরে যায়। ওটি মেজ মেয়ের ছেলে, খুব লেখাপড়া শিখেছে" ইত্যাদি সকলের পরিচয় দিলেন। এমনসময় আস্তেব্যস্তে একটি চাকরের প্রবেশ—"ওগো বাবু আস্‌ছেন, ভাত দাও ভাত দাও।" যত বৌঝি এতক্ষণ আমাকে ঘিরিয়া ছিল, শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ বলিল—ও "মা, পান সাজা হয় নি যে!" কেহ কহিল—"বৌ, শীঘ্র যাও, বাবার ফল ছাড়ান হয় নি।" নিমেষের মধ্যে কে কোথায় সরিয়া গেল। এমনসময় দিদির বড় ছেলে কালীকান্ত আসিলেন, আসিয়া "মা, বেলা হয়েছে, ভাত দাও, ইনি মাসিমা বুঝি," নত হইয়া প্রণাম করিয়া "তা পথে কোন কষ্ট হয় নি ত, গণেশ কোথায়, জলটল খাওয়া হয়েছে ত" বলিতে বলিতে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি দোতলায় উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন— "রাজা, রাজা, আজ আমি আপিস থেকে অম্‌নি ঢাকায় যাব। তুই আমার চায়নিজের মতন কাপড়চোপড় সব গুছিয়ে নিয়ে

ষ্টেশনে যাস্।" দিদিও দোতলায় চলিয়া গেলেন। রাণী একখানি শাদা পাথরের রেকাবিতে নানাবিধ ফল লইয়া এবং একটি ঘোমটা-দেওয়া বধূ একখানি রূপার রেকাবিতে মিষ্টান্ন ও রূপার বাটীতে দুগ্ধ লইয়া দোতলায় যাইতেছিল—যাইতে যাইতে রাণী বলিল, "বসুন মাসিমা, আমি আস্‌ছি, এই সময়, স্কুল-আপিসের বেলায় আমাদের বড় ঝঞ্ঝাট পড়ে, দাদার খাওয়া হ'লেই আমরা এ বেলার মত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। কানু, তুই ভাই ছোট ছেলেদের খাইয়ে দে। বড় বৌ, তুমি ভাই শ্যামকান্ত-হরকান্তদের খাওয়াটা দেখো।" রাণী দিদির জ্যেষ্ঠা কন্যা, নিঃসন্তান ও বিধবা, অধিক সময় পিত্রালয়েই বাস করে, ভ্রাতাদের লইয়াই তাহার ঘরসংসার, তাহাদের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী। দেখিলাম, রূপার থালায় ভাত লইয়া ব্রাহ্মণ দোতলায় গেল। বুঝিলাম কালীকান্তের—দেখিলাম-বড় ছেলেরা একটি ঘরে ভাত খাইতে বসিয়াছে। তাহারা বড় বড় পীড়িতে বসিয়া কাঁশার থালায় ভাত খাইতেছে, বড় বৌ তাহাদের সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছে, আমাকে দেখিয়া তাহাদের হাসিগল্প থামিয়া গেল, বড় বৌ একটু ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। সকলকে একটু সঙ্কুচিত দেখিয়া আমি পাশের ঘরে গেলাম। সে ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা আহার করিতেছে, কানু একপাশে দাঁড়াইয়া বকাবকি করিতেছে, ব্রাহ্মণ পরিবেষণ করিতেছে, তাহাদের ভোজনপাত্র কলার পাতা—মাটীতে যে যাহার ইচ্ছামত কেহ আধশোয়া ভাবে, কেহ পা ছড়াইয়া, কেহ উপুড় হইয়া ভাত খাইতেছে। পরিবেষণটা এই রকম—

পাচক। হাত সরাও না বাবু, ভাত দিই।

একটি বালক। (দুই হাত কলাপাতায় রাখিয়া) দাও না।

পাচক। দেখ দেখি, গরম ভাত কি হাতের উপর দিব, হাত সরাও না।

বালক। তুমি দা—আ—আ—আ—ও—না।

পাচক। কি জ্বালা, থাক তুমি, আমি যামিনীবাবুকে দিই।

যামিনীবাবু কাৎ হইয়া শুইয়া মাছভাজা খাইতেছিলেন, যেমন ভাত দিতে গেল, অম্‌নি উচ্ছিষ্ট হাতখানা বাড়াইয়া দিল। পাচক "বাপ রে" বলিয়া সরিয়া আর একটির পাতে ভাত দিল। সে বালকটি "আমি আর ভাত খাব না, লুচি খাব, তুমি কেন আমার পাতে ভাত দিলে" বলিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

কাহু। বামনঠাকুর, তুমি যা দেবার তা দিয়ে যাও, ওরা খেতে হয় খাগ্, না খেতে হয় না খাগ্। স্কুলের বেলা হয়েছে, আস্‌ছে নদাদা, কান ছিঁড়ে দেবে এখন।

ইতিমধ্যে বালকেরা আমাকে দেখিতে পাইয়া আর গোলযোগ করিল না, শিষ্টশান্ত হইয়া ভাত খাইতে লাগিল। কাহু আমার সহিত দুইএকটি কথা কহিতে লাগিল। পাচক কহিল, "আর বাবুদের কি চাই গো"—কেহ উত্তর দিল না।

পাচক। ওগো রাধুবাবু, তুমি আজ খাবে না?

রাধুবাবু। আমি বাবার পাতে খাব।

পাচক। রাধুবাবু সেয়ানা আছে। বাবুমশায়ের পাতে ভাল ভাল খাবার আছে কিনা জানে, তাই এখানে খাবে না।"

বড় বড় ছেলেদের আহার শেষ হইল। শ্যামকান্ত আসিয়া "কিরে, তোদের খাওয়া হয়েছে?" সকলে একবাক্যে "হ্যাঁ হয়েছে"

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনো তাহাদের সম্পূর্ণ আহার হয় নাই। কেহ চিংড়িমাছের মাথাটা চিবাইতেছে, কাহারও হাতে একগ্রাস ভাত, কেহ লুচিতে কামড় দিতেছে, কেহ দুধের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে চলিয়াছে, পেটময় দুধ গড়াইতেছে। রাণী আসিয়া ডাকিল, "মাসিমা, দাদা আপনাকে ডাক্‌ছেন।" আমি তাহার সহিত দোতলায় গেলাম, কালীকান্তের আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, তিনি রূপার ডাবরটিতে হাত ধুইয়া ফল খাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পাশে একটি ছোট ডাবর ও রূপার ঘটীতে জল ও একখানি গামছাও রহিয়াছে। সম্মুখে দিদি, সেই বিন্দিদাসী পিছনে পাখাহাতে দাঁড়াইয়া, আশপাশে মেয়েরা এবং কালীকান্তের পুত্রবধূ। তাহাদের প্রত্যেকেরই কোলে একটি করিয়া শিশু। কালীকান্ত বলিলেন—"মাসিমা, আজ আপনার সঙ্গে ভাল করে' দেখাসাক্ষাৎ হ'ল না, আমায় এখনি আপিসে বাহির হ'তে হবে, সেখান থেকে অম্‌নি অম্‌নি ঢাকায় চলে' যাব, তিনচারদিন পরেই ফির্‌বো। তা মাসিমা, কতদিনের জন্য এসেছ গা?" আমি বলিলাম—"গণেশের ছমাসের ছুটি, তা তা হ'লে ছমাস আমিও আছি।" শুনিয়া কালীকান্ত বলিলেন, মা, গণেশের জলটল খাওয়া হয়েছে ত?"

দিদি। হ্যাঁ, তা—তা—হয়েছে বই কি—ও রাণি, জলখাবার দিয়েছিস্‌।

রাণী। আমি ত সব গুছিয়ে রেখে এসেছি, দেখি গিয়ে পাঠান হ'ল কি না।

কালীকান্ত। ওরে বিজয়কে ডেকে দেত।

বলিতে বলিতে তিনি উঠিলেন। রাধু ছিল পাশে দাঁড়াইয়া,

কতক্ষণে বাবা উঠিবে, বাবা উঠিতেই ছেলে একেবারে চিলের মত ছোঁ মারিয়া বাবার উচ্ছিষ্টের উপর পড়িল ; আর একটি তাহারি সমবয়স্ক বালক, সেও অপেক্ষা করিতেছিল, যথাসময়ে ছোঁ মারিতে ভুলিল না। তখন এক হাতে চুলোচুলি, এক হাতে আহার চলিতে লাগিল। রাণী কিছু অপ্রতিভভাবে বলিল, "ছেলেগুলো যেন বাঁদর, কি করে দেখ—যেন খেতে পায় না।" আচমনশেষে কালীকান্ত হাতমুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "ছোটমাসি, আমিও ছেলেবেলা বড় দুরন্ত ছিলাম না? তোমাকেও ২।৪ঘা যে না মেরেছি, তা নয়—কিন্তু মেরে মেরে রাণীর হাড় ভেঙে দিতুম। মনে পড়ে ছোটমাসি, সেই আমরা যখন পূজার সময় মামার বাড়ী যেতুম, আঃ, কি আমোদই হ'ত!

দিদি। তা এখনও যাস্ না কেন? দাদা দুঃখে হোক্, সুখে হোক্, পালপার্ব্বণগুলি সব বজায় রেখেছে, পূজার সময় বাপের ভিটেতে না গেলে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বেশিদিন থাকতে পাই নে, ছেলেরা সব সেই সময় বাড়ী আসে।

আমি। দিদি, তুমি কেন পূজা কর না?

দিদি। কই, তা আর হয় কই, ছেলেদের মত হয় কই! তবে মানসিক করে' ব্রত নিয়েছিলুম, ৪বছর মা অন্নপূর্ণাকে এনেছি, আমার উদযাপন হ'য়ে গেছে, এবার রাণীর নামে সঙ্কল্প করে, হবে, তার উদযাপন হ'লে বড় বৌমার নামে হবে, এমনি করে' পর পর সবার নামে সঙ্কল্প করে' অন্নপূর্ণাপূজাটি বজায় রাখ্‌বো।

কালীকান্ত। ওহো, মা, তোমার বুঝি এই মৎলব! আমি

বলি, চার বৎসর হ'লেই হ'য়ে গেল বুঝি, বটে, এ একেবারে মৌরসী পাট্টা নিয়ে ঠাকুরুণ এসেছেন।

দিদি। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) অমন কথা বল্‌তে নেই, অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়েছেন, দশজনকে দিয়ে খাবি নে। অন্নের জন্য যে কষ্ট পেয়েছি বাবা, তোরা কিছু কিছু তো জানিস্‌। ভুবন ত দেখেছে, এই ভিটেতে টুটুকু ভাঙা ঘর ছিল। বাপের বাড়ী গিয়ে হাতপা মেলে বাঁচ্‌তুম। আঁবের সময় যেতুম, আর প্রায় পূজার পর আস্‌তুম। এদানী বড় আর ততদিন একটানা থাকা হ'ত না, ছেলেদের পড়া, তবু দাদা আঁবের সময় গরমীর ছুটীতে একবার আর পূজার সময় একবার নিয়ে যেতেনই। এখনো ওরা সবাই যায়। কালীকান্তর যাওয়া হয় না। বিজয় আসিয়া বলিল, "দাদা ডাকছেন।"

কালীকান্ত। হ্যাঁ, দেখ তোমার ছোট পিসিমা এসেছেন, গণেশ এসেছে, তুমি ত আজ কাল কলেজে যাচ্ছ না, তুমি সর্ব্বদা তার সঙ্গে থাকবে, একত্রে আহার করবে, কল্‌কাতার সব দেখাবে, শাদা ঘোড়ার গাড়ীখানা তোমাদের ব্যবহারের জন্য রাখ্‌বে, অন্য কাজে খাটাবে না—দেখ যেন কোন বিষয়ে তার কোন কষ্ট না হয়। বিজয় "যে আজ্ঞে" বলিয়া আমাকে প্রণাম করিল। বিজয় দাদার বড় ছেলে, বড় পিসির বাড়ী থাকিয়া পড়া শুনা করে। কালীকান্ত চলিয়া গেলেন। একে একে ছেলেরা স্কুলে আপিসে যাইতে লাগিল। কেহ হ্যাট্‌ কোট্‌ পরিয়াছে, কেহ বা কোট্‌প্যাণ্ট্‌ পরিয়াছে, কিন্তু মাথা খালি, কেহ বা ধুতির উপর কোট্‌ পরিয়াছে, কেহ ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়াছে, কেহ চাপ্‌কান পরিয়াছে। তখন রাণী আমাকে

বলিল, "চলুন মাসী মা, ঢের বেলা হয়েছে, স্নান করুন।" রাণী তেল গামছা কাপড় দিল, স্নান আহ্নিকের স্থান দেখাইয়া দিল, দিয়া তাহার মাতা হইতে কন্যা বধূ প্রভৃতি সকলকে জল খাইতে দিল। কেহ ফল, কেহ লুচি, কেহ মিষ্টান্ন, কেহ দুগ্ধ যাহার যাহা বরাদ্দ দেওয়া হইল। আমাকেও প্রচুর ফল ও মিষ্টান্ন দেওয়া হইল। আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, "এত বেলায় এ সকল আর খাব না, তা'হলে ভাত খেতে পার্‌বো না।"

দিদি। খা খা, ভাত এখন কোথায়, সেই যার নাম তিনটা, আমার পাঁচটার সংসার এত সকালে ভাত কোথা।

রাণী। বৌমা, তুমি ছেলেদের থালায় থালায় কুচো ছেলেদের খাইয়ে দাও ত মা। তখন কালীকান্তের পুত্রবধূ সুন্দরী ফুট্‌ফুটে কচি মেয়ে কুচো ছেলেগুলির অনুসন্ধান করিতে উঠিল। সে একে বৌমানুষ, ঘোমটায় মুখ ঢাকা; ননদিনী ও ছোট দেবরদের যাহাকে পায় কুচো ধরিতে বলে। তাহারা দাস দাসীদের বলে—ক্রমে একে একে কুচো ধরা পড়িতে লাগিল। কুচো অর্থে ২ বৎসর হইতে ৫।৬ বৎসরের বালক-বালিকা তাহাদের কাহারও মাথায় টুপি আর সারা অঙ্গের কোথাও কিছু নাই। যখন ধৃত হইয়া মাতৃ সন্নিধানে আনীত হইল তার মা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর জামা জুতো মোজা কই?" সে ক্ষণেক মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উত্তর দিল—একটী দাসী আর একটার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া দিল। "এই নাও গো সেজদিদি তোমার মেয়ে, রকমখানা দেখ একবার" মেয়েটার মাথায় টুপি হইতে পায়ে জুতা পর্য্যন্ত যেখানে যা আছে সমস্তই আছে—

কেবল সমস্তই ভিজা। শোনা গেল তিনি জলের কলের নীচে মাথা পাতিয়া বসিয়া জল খেলা করিতেছিলেন। তাহার মা আসিয়া প্রথমে তাহাকে কয়েকটা চড় দিল, পরে ভিজা কাপড় খুলিয়া গা মুছাইয়া ঘাড় ধরিয়া লইয়া গিয়া সেই উচ্ছিষ্ট থালার একটায় বসাইয়া দিল। সে মেয়ে তখন হাঁ করিয়া বিপরীত স্বর তুলিয়াছে। আর একটী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল, কি সমাচার, না দাদা মেরেছে। আর একটী পরিধানের ধুতি হাতে করিয়া পঞ্চম স্বর তুলিয়া আসিল "কাপড় খুলে গেছে" কেহ বা সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া আসিল। তাহাদের মাতারা মর্ মর্ বলিতেছে, চড় কিল মারিতেছে, পিসি মাসীরা সান্ত্বনা করিয়া কোলে তুলিয়া লইতেছে, একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার।

দিদি। তোদের ত বড় স্পর্দ্ধা দেখ্ছি, অমন সব চাঁদপনা ছেলে মেয়ে মর্ মর্ করিস। ষাট ষাট্ ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস।

২।৩টী মেয়ে একত্রে। বাপ্রে এমন সব বেয়াড়া ছেলে নিয়ে কি কেউ পারে, এই সাজিয়ে গুজিয়ে দিলুম, সব নষ্ট করে এনেছে।

একটী দাসী একটী ছোট ছেলের হাত ধরিয়া আসিতেছে ও বলিতেছে—"ওগো এই দেখ রামবাবু সেই মোড়ের উপর খাবারের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদ্ছিল, ভাগ্যি আমি মুড়ি কিন্তে গেছলুম তাই দেখতে পেলুম, না হলে আজ গাড়ী চাপাই পড়তো কি কি হতো কে জানে।" ততক্ষণে রামবাবুর মা কাণমলা কিল চড় দিতেছে ও বলিতেছে যে, আর রাস্তায় যাবি—বল্ আর যাবিনে? ছেলে হাঁ করিয়া চক্ষু বুজিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

দিদি। যা যা, আর ছেলে শাসাতে হবে না। কাণ ঝালাপালা করে দিলে। এই নে, রামচন্দ্র এই নে, শশা খা— বলিয়া নিজের ভুক্ত শশা হইতে একখানা শশা ছুঁড়িয়া দিলেন। ছেলে শশা পাইয়া চক্ষু মুছিয়া একখানা কলা চাহিল।

দিদি। "যা যা, ভাত গিলিয়ে দিগে যা, পেটে ভাত পড়্লেই সব শান্ত হবে।" কুচো ছেলে ধরার পালা এ বেলার মত সায় হইল, সকলে ভাত খাইতে গেল।

আমি। দিদি, এই সব ছোট ছোট ছেলেদের কেন দু একজন দাসীর জিম্মা করে দাও না, তা হলে এখানে একজন ওখেনে একজন ক'রে ছটকে বেড়ায় না। ওরা খেল্বে দাসী চাকরে একটু আগ্লাবে, তোমার ত দাসদাসীর অভাব নাই।

দিদি। দাসীগুলো যে বজ্জাত, কথা শোনে না, দাসদাসী ত বিস্তর রয়েছে, সব ঝিউড়ীদের আলাদা একটা করে, সব বৌয়েদের একটা করে, বড় বৌমার দুটো দাসী, সংসারে চার জন দাসী; বাইরে ছয় জন চাকর, দেউড়ীতে তিনজন দরওয়ান, দাসদাসীর অভাব কি, তা বোন্ আমি কাউকে দুঃখু দিইনে।

আমি। দাসদাসী আছে ব'লেই বলছি, ছোট ছোট ছেলেগুলি একেলা একেলা ঘোরে, নিতান্ত শিশু, অবুঝ বলে অকর্ম্ম করে, আর প্রতিদিন এমন চোরের মার খায় ওতে যে ওদের স্বভাব ক্রমে মন্দ হয়ে উঠবে।

দিদি। ঈষ্—স্বভাব মন্দ আর হতে হয় না। আমার বাড়ীর এমন শাসন না—দেখেছিস্ তো আমার ছেলেগুলি, এ কল্কাতা সহরে আজকের বাজারে এমন হীরের টুক্রো ছেলে কার আছে বল্দেখি।

আমি। (বৃথা তর্ক বুঝিয়া রাণীকে বলিলাম) মা, তুমি জল খেলে না?

রাণী। এই যে খাব এখন, আমার আহ্নিকের একটু বাকি আছে।

আমি। তুমি সবাইকে খাওয়ালে মা, নিজের এখনো আহ্নিক শেষ হয়নি?

রাণী। আমার জন্যে ভাবনা কি, বিধবা মানুষ, যখন হয় একবার খাওয়া।

দিদি। ওর জ্বালায় কি আমার একটু সুখ আছে—ওর জন্যে আমার বুকের ভিতর সদাই মোমবাতির আলো জ্বল্‌ছে—এমন দশা হয়ে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্যাগী হয়েছে।

আমি। যাও মা আহ্নিক করগে।

রাণী পূজায় বসিল—এমন সময় বিজয় আসিয়া বলিল, "ছোট পিসি মা দাদার তোরঙ্গের চাবিটা দিন ত, দাদা স্নান করতে যাচ্ছেন।" আমি তাহাকে চাবি দিলাম। বাছার এখনো স্নান হয় নাই, বেলা বারটা হবে, আমার জল খাওয়া পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। আজ জীবনের প্রথম দিন, যেদিন গণেশের স্নানাহারের পূর্ব্বে আমি তৃপ্ত হইয়া বসিয়া আছি।

দিদি। ওরে গণেশকে ভাত দিতে বল্‌না।

বিজয়। তাঁর এখনো স্নান হয় নাই।

দিদি। কেন এত বেলা পর্য্যন্ত বসে আছে কেন? আমার ছেলেরা সবাই ভোরে স্নান করে, ভোরে নাইলে শরীর ভাল থাকে।

বিজয়। ছোট পিসিমার কাছে তোরঙ্গের চাবি, কাপড়

বাহির করতে পারেন নাই, ব'সে ব'সে গল্প করছিলেন, স্নান হয় নাই—এখন . আমি জানতে পেরে চাবি চাইতে এসেছি।

বিন্দি। সে কি আমি ত বিন্দিকে কোন্ সকালে বলেছি, সরকারকে কাপড় দিতে বলে আসতে? হ্যাঁলো বিন্দি, বলিস্‌নি বুঝি?

বিন্দি। ওমা কেমন কথা কও গা? আমি ত তখনি যায়ে সরকার মশায়কে কয়ে এলাম যে, মায়ের বুনপোরি ঢ্যাকাই কাপড় দাও, তিনি কইল ঢ্যাকাই কাপড় নাই, আমি কইনু তা হবেক না, আপুনি দকান থেকে আনা করায়ে দাও। সরকার কইল বাবুরি পুছ্ করি।

বিজয় চলিয়া গিয়াছে, রাণী আসিয়া একটী সন্দেশ খাইয়া একটু জল খাইল—শুনিল যে গণেশের স্নানাহার হয় নাই।

রাণী। বিন্দি তোকে কখন বলেছি যে, গণেশের স্নান হল কিনা দেখে এই জলখাবারটী দিয়ে আয়, তা সে যেখানকার সেখানে আছে—তো হতে কি কোন কাজ হবে না?

বিন্দি। না আমা হতে কোন কাজ হবেক কেনে, তোমরা সব এত বড় হলে কোথা থেকেক গা? এত বড়টা করলেক কেটা? এই বিন্দি না হলি আর হত না।

রাণী। যা যা, তোর মুখখানি খুব আছে তা জানি, এখন থাম্, যা দেখ্ গণেশের স্নান হয়ে থাকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়। এইখানে জল খাবে।

বিন্দি গজ্ গজ্ করিয়া বকিতে বকিতে চলিল।

তখন রাণী দুইখানি পিঁড়ি পাতিয়া ঠাঁই করিল ও ফল ও

মিষ্টান্ন সজ্জিত একখানি পাথর পিঁড়ির সম্মুখে রাখিল। বিজয় গণেশকে সঙ্গে করিয়া আসিল।

আমি। গণেশ, এই তোমার দিদি, যার নাম রাণী। গণেশ প্রণাম করিল।

রাণী। (গণেশের হাত ধরিয়া) এস ভাই জল খাবে এস, নানা ঝঞ্ঝাটে বেলা হয়ে গেল, কিছু মনে করো না, ছেলেবেলা আমরা সবাই একত্রে মানুষ হয়েছি, মাসীমাও যেন আমাদের ভাই বোন্‌দেরই একজন। তোমাকে আজ দেখে কি আহ্লাদ হল যে, আহা রূপ দেখ, যেন মহাদেব, বেঁচে থাক ভাই। বিন্দি বামন ঠাকুরকে বল্ ভাত দিতে যাগ। দিদি আসলেন, গণেশ তখন একটু আধটু ফল খাইতেছে ও কিছু বিজয়কে খাইতে অনুরোধ করিতেছে।

দিদি। ও সব তুমি খাও, রাণী, বিজয়কে আর একখানা পাথর দেনা—ভুবন তোর ছেলের নাম গণেশ রেখেছিস্ কেন? কার্ত্তিক রাখ্‌তে হয়—আহা বাছার কি রূপ, যেন ময়ুর চড়া কার্ত্তিক, বেঁচে থাক্।

রাণী। বিজয় তোমাকে ফল দেব কি?

বিজয়। কেন দিদি আমাকে কেন, আমি কি রোজ খাই, আমি সকালে চা খেয়েছি—এখন ভাত দাও।

গণেশ। আমিই কি রোজ এ সব খাই? আমিও সকালে চা খাই—দু একখানা টোষ্ট রুটি আর ডিম মধ্যে মধ্যে খাই।

দিদি। এখন্‌কার ছেলেদের ঐসব যে কি মিষ্টি তা বল্‌তে পারিনে। ফলফুলুরি খাবে, তা না। তবে কি না সবাই

পাবে কোথা? যে মাগ্‌গী ফল—ঐ একটী কমলালেবু ২ পয়সা, ঐ পেঁপেটি ৵০ সন দারুণ মাগ্‌গী!

বিজয়। বুঝেছ পিাস মা, দাদা মুরগির ডিম খান্, তা বুঝেছ?

দিদি। উঃ হুঃ হুঃ ছিঃ ছিঃ! একেবারে যে মোছলমানের ব্যাটা, মাগো, তোরা হ'লি কি? জাত জন্ম আর রইল না।

বিন্দি। এ বাড়ীত্তি ওসব হবেক না বাবা, এ পুণ্যের সংসার, ওসব ম্লেচ্ছপানা এখানে হবার যোটী নেই।

দিদি। বিজয় রুটীওয়ালা বামনকে বলিস্, রোজ একখানা কোরে রুটী দেবে আর হাঁসের ডিম এনে দিতে সরকারকে বলে দেব এখন।

গণেশ। না না, আমার জন্য ব্যস্ত হবার কিছুমাত্র আবশুক নেই, প্রাতে একটু চা পেলেই যথেষ্ট, বিজয় তুমি ত চা খাও? তবে আর কি সেই সঙ্গে আমারও হবে।

বিজয়। (হাসিতে হাসিতে মৃদুস্বরে) ভয় কি দাদা? বাহিরে আমাদের সব আসে, কিছুই বাদ যায় না। আমি কাল থেকে আপনার জন্য বন্দোবস্ত করে দিব।

দিদি। বিজে কি বলছিস্‌রে? তুইও তো একটা ম্লেচ্ছ, ঐ সব ছাই পাঁশ খাস্।

বিজয়। খায় সবাই, ধরা পড়েছে বিজে। কেন না সে স্বীকার করে কিনা, মিথ্যা বলে না, খেয়ে বলে না যে খাই নাই।

দিদি। বামন ঠাকুর বড় মুড়োটা আমার বোন্‌পোকে দাও।

গণেশ। আমাকে আর কিছু দেবেন না, এই সব যথেষ্ট আছে, আমি এত খেতে পারবো না।

বামন ঠাকুর। বড় মুড়োটা বড় দাদাবাবুকে যে দিয়েছি—একটি চিঙড়ী মাছের মুড়ো আছে আন্‌বো?

গণেশ। না না, আর কিছু চাইনে।

বিজয়। পিসে মশাই কবে আসবেন্ পিসি মা?

আমি। সত্যি দিদি, সকলকে দেখছি, জামাইবাবুকে দেখছিনে যে?

দিদি। মিন্‌সের কথা আর বলিস্‌নে, রাত দিন মস্করা নিয়েই আছেন। মর্‌তে গেছেন, শ্রীক্ষেত্রে গেছেন—নতুন রেল খুলেছে কি না, তাই পাড়ার কে কে গেল, তিনিও ছুট্‌লেন। আমায় আবার বলেন কি না যে তুমিও চল। আমার যাওয়া কি গা সহজ কথা? আমার খরচ কত। গাড়ী রিজাভ হবে, সরকার লোকজন যাবে, পাড়ার মেয়েরা কতজন যেতে চাইবে, তাদের নিয়ে যেতে হবে, সেখান থেকে পেসাদ আন্‌তে হবে, পেসাদ সব কুটুম বাড়ী দিতে হবে, জগন্নাথের থালাই চাই ১০০ খানা, রেকাব চাই ২০০ খানা, চুড়ি চাই এক ঝাঁকা—আমি কাকে ফেলে কাকে দেব, যাকে না দেব, সেই বল্‌বে যে ওদের গিন্নি শ্রীক্ষেত্রে গেল, একটু পেসাদ দিলে না। আমার বাপের বাড়ীই দশ ঘরকে দিতে হবে। সেবার সাগরে গেলুম, (বল্‌তে নেই) হাজার টাকার কেবল বাসনই এনেছিলুম, তাতেই কি কুলোয়? এত লোক্‌কে পেসাদ দিয়েছিলুম যে, তাতে এত কাপড় পেয়েছিলুম একটা ঘর ভোরে গেছ্‌লো, কুটুমরা সবাই চেলি গরদ তসর দিছ্‌লো।

বিজয়। তবে ত হাতে হাতেই বাসনের শোধ উঠে গিয়েছিল—তুমি পিসি মা জগন্নাথের বাসন কত চাও বল না—আমি

এইখান থেকেই এনে দিচ্ছি—দাও টাকা দাও। তোমার সে দেশ থেকে বয়ে আন্‌বার দরকার কি? যাবে তীর্থ কর্‌তে এত সংসারের ভাবনা ভাবো কেন? সেখানে গিয়ে ঘর-সংসার, আত্মপর, ধনী-দরিদ্র জাতিভেদ ভুলে যাবে, মনকে পবিত্র কর্‌বে, বুঝ্‌বে, যে জগন্নাথের কাছে তুমি, আমি, ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র সবাই সমান, তবে ত পুণ্য হবে। সেখানে গিয়েও যদি বাসন আর কোসন কুটুম আর সাক্ষাৎ কর, তবে তোমার না যাওয়াই উচিত।

দিদি। তা মান্ রাখতে হবে ত। ভগবান যখন দিয়েছেন, মানুষকে দু'হাত তুলে দেব না?

বিজয়। সে ত মনে করলেই দিতে পার? তীর্থ করে এলুম বলে ঢাক বাজিয়ে লোক জানিয়ে দেবার দরকার কি?

আমি। দিদি শ্রীক্ষেত্রেও ত তুমি একবার গিয়েছিলে?

দিদি। হ্যাঁ বলতে নেই—একবার নয় দুবার দর্শন হয়েছে, আর একটিবার হলেই ইহজন্মের কাজ হয়।

আমি। তুমি সবার ছোঁয়া পেসাদ খেলে?

দিদি। না বোন্, আমি সকলকে বারণ করে দিয়েছিলুম, যে, আমার মুখে কেহ পেসাদ দিতে এস না। দিতে এলে ত না বলবার যো নেই, তাই আগে থাকৃতে বারণ করে রেখেছিলুম—ভয়ে আর কেহ আমার মুখে দিতে আসে নাই।

রাণী। মাসীমা, সেখানে গেলে মন এমন পবিত্র হয় যে ঘৃণা চলে যায়। আমি মাসীমা সকলের হাতে খেয়েছি। তাঁর স্থানে গিয়েও যদি এঁটোর বিচার কর্‌বো তবে আর এ জন্মের কাজ হল কি? আহা পেসাদ মুখে দিতে যে আমোদ, শরীর

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। সকলে এক পাত্রে খাচ্ছি, তুমি আমার মুখে দিলে আমি তোমার মুখে দিলুম, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভেদ নাই, এই ত সেখানকার আমোদ—সবাই বিশ্বজননীর সন্তান, আপনার ভাই বোন্।

বিজয়। দিদির মনটা ভাল কি না? তাই শ্রীক্ষেত্রের যথার্থ সুখলাভ করে এসেছেন।

তাহাদের আহার শেষ হইল গণেশ দিদিকে প্রণাম করিল, দিদি "বেঁচে থাক রাজা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহারা বাহিরে চলিয়া গেল।

দিদি। বিজের যেমন বুদ্ধিশুদ্ধি তেমনি লেখাপড়ায় বেশ—বাপের বংশধর বেঁচে থাকুক, কিন্তু বড় জেটা হয়েছে, আর ঐ সব ছাই ভস্ম খেতে শিখে সাহেবি মেজাজ হয়েছে, ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ছেদ্ধা নেই।

বিন্দি। তোমার ভাইপো, কিছুতো কবার যো নাই—নইলে আমি কইয়ে দেতাম, ও সব এ বাড়ীতে হবেকনি। কোন্ দিন উওর সাথে বাড়ীর ছেলেগুলিও খেতে শিখ্‌বে।

দিদি। তুই চুপ কর, তোর সব তাতে কথা কওয়া কেন? ওলো নবদুর্গা, ওলো সুহাসিনী, তোরা এই তুপাতে বোস্‌না লো। বেলা ১টা হোয়ে গেল, এই বেলা খেয়ে নে, তোদের কোলে কচি ছেলে, যা নিয়ে যা ওঘরে গিয়ে খা।

আমি। গণেশের খাওয়া বড় অপরিষ্কার, ওপাতে আর কারো বসে কাজ নাই, অপরিষ্কার থালায় খেতে ওদের ঘৃণা করিবে।

দিদি। মেয়েমানুষ, পাতের হাতের কুড়িয়ে খেয়ে মানুষ

হবে—তাতে আবার ঘৃণা কি। আশীর্ব্বাদ কর হাতের নোয়া গাছটা বজায় থাক্, পাঁচ পাতের কুড়িয়েই খায়। ও নতুন ঝি, শক্ড়ি পেড়ে দেবা, ও বেলার কুটনো হবে।

তখন শক্ড়ি লওয়া হইলে কুটনোর সাজ সেখানে বিস্তার করা হইল। তিন চারি খানি বঁটী পাতিয়া কয়েক জন বসিল। কেহ আলু ছাড়ায়—কেহ বেগুন কোটে—কেহ শাক বাছে—হাতে কাজ মুখে গল্প।

রাণী। বৌ, এতগুলা চাল্‌তা রয়েছে, এ যে শুকিয়ে যাচ্ছে—অম্বল কর্‌তে দাও নাই কেন ?

বৌ। (মৃদুস্বরে) কি কর্‌ব ঠাকুর ঝি, চাল্‌তা ভাই কেউ কুটে দিতে চায় না—আমার অবসর হয় না, ছেলেটা কয়দিন বালসেছে—তাই পড়ে আছে।

রাণী। কাদু তুই কুটে দিতে পারিস্ নে ?

কাদু। রক্ষা কর দিদি, বেগুণ যত কুট্‌তে বল কুট্‌বো—চাল্‌তা কি মোচা ও সব আমার দ্বারায় হবে না।

এইরূপে তরকারী কোটা চলিতেছে, উঠানে ৪।৫ জন ঝি জড় হইয়াছে, রাশিকৃত বাসন, এঁটো কলার পাত, মাছের আঁশ, উনানের ছাই স্তুপাকৃতি হইয়াছে। ঝিদিগের কলরবে কান পাতা যায় না। কেহ ঘস্ ঘস্ করিয়া কড়া মাজিতেছে ও বকিতেছে, বাবা এত করে কড়া পোড়ান, আমি মাজ্‌তেও পার্‌বো না, এ চাকরিও কর্‌বো না—গতর থাকলে ঢের চাকরি মিলবে। কালই চলে যাব। কেহ ফটাস্ ফটাস্ করিয়া কাপড় কাচিতেছে ও বলিতেছে, বেলা একটা বেজে গেল, এখনো বাসীমুখে জল দিতে পেলাম না,। এখন চাকরিতে কাজ নাই, গড় করি বাবা ইত্যাদি।

এদিকে তরকারী কোটা, পান সাজা, বৈকালে জলযোগের লুচি বেলা প্রভৃতি শেষ হইতে দুইটা বাজিয়া গেল। তখন বধূরা মেয়েরা কেহ শিশুকে দুধ খাওয়াইতে, কেহ ঘুমপাড়াইতে গেল। কেহ পুনরায় ছেলের সন্ধান পাইয়া ঠেঙ্গাইতে লাগিল, কাহাকেও নিজের সহিত ভাত খাওয়াইতে আমন্ত্রণ করিয়া কান্না থামাইল, কেহ নিজেদের জন্য ঠাঁই করিতে গেল, কেহ জলের ঘটি, ঘি, দুধ নুন, লেবু ইত্যাদির যোগাড়ে ব্যস্ত হইল। কেহ ছেলেদের জলখাবার গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। সমস্ত গুছাইয়া তবে ভাত খাইবে, ভাত খাইয়া কেহ কেহ ২।৩ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে পাইবে, কেহ তাহাও পাইবে না। দিদি, আমি ও রাণী এবং বড় বৌ-মা :এক ঘরে বসিলাম। আয়োজন প্রচুর, ভাত, তরকারী, লুচি, দই, সন্দেশ, ঘন দুগ্ধ, কলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি। দিদি, এ যে আমার তিন বেলার খাবার। সেখানে আমি আর গণেশ। এক তরকারী ভাত রাঁধি, কিছু ভাতে টাতে দিই, তাই কে খায়। গণেশ আবার সব দিন মাছ খায় না, আর সব দিন পাওয়াও যায় না। মাংস রোজ পাওয়া যায়, কিন্তু মাছ রোজ পাওয়া যায় না।

দিদি। আহ্নিক করিস্ কখন ?

আমি। আমি খুব ভোরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে, গঙ্গাজল পরশ করে আহ্নিক করে রান্না চড়াই। মা আর গো বইত নয়, তাই এদানী বামন ছাড়িয়ে দিয়েছি।

দিদি। তুই রাত্রে কি খাস ?

আমি। লুচি খাই। গরম গরম ভাজি, মায়ে পোয়ে

খাই। গণেশ বড় মাছ মাংস ভক্ত নয়, যদি কোন দিন খেতে চায়, বিকেলে রেঁধে আগুনের উপর বসিয়ে রাখি। তার পর কাপড় চোপড় ছেড়ে খাবার করি।

দিদি। তবে সকালে ঐ ডিম গুলো খায় কেন?

আমি। আগে ও সব খেতো না। একজন নতুন ব্যারিষ্টার বিলেত থেকে এসেছে, তার বাসা আমাদের বাসার কাছে। আমার ছেলের অনেক পঞ্জাবীর সঙ্গে ভাব-সাব আছে, তার মক্কেল টক্কেল জুটিয়ে দেয়, রোজ সেইখানে চা খেতে যায়, রাত্রেও কোনোদিন খানা-টানা খায়, সেই তার সঙ্গে মিশে হালে খেতে শিখেছে।

দিদি। দেখিস্ যেন মদ খেতে শেখে না, দেখ্‌তে পারিনে বিলেত গিয়ে সাহেব হওয়া। আপনারা গোল্লায় গিয়ে আসে, আবার এখানে এসে পরের ছেলে মজায়। আমার ন ছেলেটা উকীল হয়েছে, আর যত ব্যারিষ্টারের সঙ্গে ভাব। ঐ সব খেতে শিখেছে, লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। আর ছোটটা বিলেত যাব বলে নেচে বেড়াচ্চে, বলে, বি, এ, টা পাশ হইলেই একদিন পালিয়ে যাব। জানিনে বোন্, কপালে কি আছে, বোন্! বলে কি "মা যদি আমার বিয়ে দিবি, ইংরাজি জানা মেয়ে যদি দিস্ তবে কোর্‌ব, নউলে তুই যে বড় বৌ মেজ বৌয়ের মত গরু ধরে বিয়ে দিবি, তা কর্‌ছিনে। আমি বলি ইংরাজি-ওয়ালা মেয়ে আমি কোথা পাব। তা ব'লে তবে আমি বিলেত যাব, আর বিবি বিয়ে ক'রে আন্‌বো, শুনে বোন্ গা শিউরে উঠে,। এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে মর্‌তে পার্‌লে বাঁচি। আরে বোল্‌বো কি ভাই তোকে দুঃখের কথা, ভাইঝি গুনো, ভাগ্নী গুনোকে ধরে ধরে

পড়ায়। সেজ বৌ-মাকে ইংরাজি শেখায়। আমি আগে বক্‌তুম, এখন কিছু বলি না। কর্ত্তা বলেন যে, অত হিঁদুয়ানী হিঁদুয়ানী কোরে মোরো না, ওদের মতে ওদের চল্‌তে যদি না দাও তবে একেবারে যখন দড়ি ছিঁড়্‌বে তখন কি কর্‌বে? একটী ইংরিজি লেখা পড়া মেয়ে খুঁজ্‌ছি, তা পাচ্ছিনে। এই সকল ভেবে ভেবেই আমার শরীর আধখানা হয়ে গেছে।

আমি। তা দিদি ছেলেরা হ'ল বিদ্বান, বৌ মূর্খ হ'লে মনে ধর্‌বে কেন? তুমি বুঝি মেয়েদের স্কুলে পাঠাও না?

দিদি। না বোন্, ছি—মেয়েগুলো স্কুলে যাওয়া আমারা দু' চক্ষের বিষ। এখনকার যে দিন কাল পড়েছে একটু পড়া শুনা জানা না থাক্‌লে বিয়ে হবার যো নেই, তাই বাড়ীতে পণ্ডিত রেখে দিয়েছি, লেখাপড়া করে। ক'নে দেখ্‌তে এসেই মিন্‌সের পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করে, যেমন আপনারা সাহেব হচ্ছে, তেমনি ঘরের মেয়ে ছেলেদের মেম কর্‌তে চায়।

আমি। তোমার জামাইরা কি সবাই বিদ্বান্।

দিদি। ওমা তা আবার নয়, কল্‌কাত্তার সব সেরা ছেলে খুঁজে খুঁজে জামাই নাত্‌জামাই করেছি, এক এক জন ৪।৫টা করে পাশ।

আমি। তবে দিদি, মেয়ে বিদ্বান্ না হ'লে তাদের মনে ধর্‌বে কেন?

দিদি। তা ব'লে বোন্, মেয়েছেলেদের পড়ার জন্ত আর পয়সা খরচ কর্‌তে পারিনে, সে পয়সায় তাদের বিয়ের সময় দু'খানা গয়না বেশি দিলে বড় মানুষের ঘরে বিয়ে হবে।

আমি। এখনকার বর যদি লেখা পড়া জানা মেয়ে পসন্দই

করে, তবে মেয়েকে লেখা পড়া শেখালে ত কম খরচে হতেও তো পারে।

দিদি। সে গুড়ে বালিরে ভাই। তুমিও যেমন, পয়সার কাছে কেউ নয়। আজ কালের বাজারে মেয়ে রূপসীই হোন্ আর গুণবতীই হোন্, বাপ একছালা টাকা না ঢাল্‌তে পার্‌লে তার আর পারাপার নেই। থাক্ থাক্ দশদিন থাক্, সব জান্‌বি।

এমন সময় 'মা ঠাক্‌রুণরা কোথায় গো, নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছি', শুনিয়া সকলেই আগ্রহভরে উঠানের দিকে চাহিলাম। দাসীদের কলরব থামিয়া গেল, দেখিলাম একটী দাসীর কোলে অলঙ্কারে ও জরীর পোষাকে সজ্জিত একটী দুই তিন বৎসরের বালক। একটী বালিকার বয়স অনুমান তের চৌদ্দ, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। একটী অবগুণ্ঠনবতী বধূ ঝম্‌ঝম্ করিতে করিতে দাসীর পশ্চাতে আসিতেছে।

একজন দাসী। কোথা থেকে আস্‌ছ গা।—

দাসী। ওগো ভবানীপুরের দাসেদের বাড়ী থেকে আস্‌ছি, বড় বাবুর মেজ মেয়ের বিয়ে।

দিদি। ওহো! আমার মেজ দেওরপোর মেয়ের বে, এস এস এই ঘরে এস।

একজন কয়েকখানি আসন আনিয়া তাহাদের বসিতে দিল।

দিদি। কোথায় বিয়ে হ'ল?

বালিকা। আমাদেরই কাছাকাছি ঘোষেদের বাড়ী।

দিদি। কি দিতে হবে?

বালিকা। এক শ ভরি সোণা আর নগদ আড়াই হাজার টাকা, (পরে বধূর উপদেশে) খাট, বিছানা, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরার আঙ্‌টী, ফুলশয্যার রূপার বাসন এই সব।

দিদি। ছেলেটী কি করে?

বালিকা। এইবার, বি, এ, দিবে।

দিদি। বাপ মা আছে?

বালিকা। আছে, বাপ উকীল।

দিদি। তা ভাল, বিয়ে কবে?

দাসী। এই ২৯ শে বিয়ে, ২৭ শে, গায়ে হলুদ। মা ঠাকুরুণ আপনাদের সবাইকে যেতে বলে দিয়েছেন। আপনাদের কাজ, কদিনই সেখানে গিয়ে থাকৃতে হবে, মা ঠাকুরুণ বিস্তর বিস্তর করে বলে দিয়েছেন, মা ঠাকরুণের জ্বর হয়েছে, তাই তিনি আস্‌তে পারলেন না, আপনারা অতি অবিশ্য করে যাবেন।

দিদি। হ্যাঁ যাবে বই কি, বৌ ঝি সব যাবে।

দাসী। আপনি যাবেন না? আপনাকে অনেক করে বলে দিয়েছেন, কাল বেলা দশটার মধ্যে গায়ে হলুদ আপনি গিয়ে হলুদ দিবেন।

দিদি। আমার জ্বর হয়, কিছু খেতে পারিনে, আমি নাইবা গেলুম তার আর কি, আমার বোন্ এসেছে বিদেশ থেকে, আমার কি নড়্‌বার যো আছে।

বালিকা। তাঁরও নেমন্তন্ন, ঠাকুর মা যে ঢের করে আপনাকে বলে দিয়েছেন, আপনি না গেলে কাজ কর্ম্ম করবে কে? ঠাকুরমায়ের জ্বর, আর সবে কাল রাত্তিরে কথা ঠিক

হল আর দিন নেই, কাল ভোরেই গায়ে হলুদ, তাই মাও নিমন্ত্রণ করতে বাহির হতে পারলেন না। মেজ কাকী ও আমি এসেছি। বেশি কাউকে বলাও হবে না, কেবল খুব আপনার যাঁরা তাঁদেরই দু চার ঘর বলা হচ্ছে।

দাসী। বলবে কোথা থেকে মা, তাঁদের দিতেই বাবুর সব যাবে, তা কুটুম সাক্ষাৎ আনবেই বা কোথা থেকে, আর লোক জনাকেই বা দিবে কি। এই ও বছর বড়টীর দিলেন, এই মেজটীর হচ্ছে, আবার আর একটি ঘরে তৈরী, দিলেই হয়। তা মা, বাবুর কি আহার নিদ্রা আছে, যা রোজগার করছেন, মেয়ে পার করতেই যাচ্ছে, ছেলের কি যে হবে, তা ভগবান্ জানেন।

দিদি। ছেলের শ্বশুর ছেলের খোঁজ নেবে, এখন মেয়ের বিয়েতে যেমন দিচ্ছে, তখন ছেলের বিয়েতে তেম্নি গুণে নেবে। ছেলেটী না, বি, এ, পড়্ছে।

দাসী। হ্যাঁ, মা ঠাকরুণ বলেন যে, ছেলের বিয়ে দাও। দাদাবাবু বলেন যে, আমি এখন বিয়ে দিব না—আর ছেলের বিয়েতে এক পয়সা নেব না। যাই মা, এই প্রথম তোমার বাড়ী এসেছি, এখনো চার পাঁচ বাড়ী যেতে হবে। আপনারা তাহলে কাল সকালে এখান থেকে গাড়ী করে যাবেন। পেন্নাম হই, আসি।

দিদি। ওরে জল খাবার দে, জল খাবার দে।

বালিকা। আমরা ভাত খেয়েই আস্ছি, আর ঘুরতে হবে, আমরা খেতে পারব না।

দিদি। তা কি হয়, তা হবে না, একটু মিষ্টি মুখ কর।

দে এইখানেই খাবার দে। তিনটী পাত্রে মিষ্টান্ন আসিল, দাসীকেও বাহিরে দালানে দেওয়া হইল।

বধূ। (বালিকার প্রতি মৃদুস্বরে) এত কি হবে, এক পাত্র হ'তে আমরা একটু একটু তুলে নিয়ে খাই।

দিদি। তা হবে না ভাল করে খাও।

বালিকা। আমরা খেতে পার্‌বো না।

দিদি। কেন লো বড় মানুষের স্ত্রী বলে কি এত গুমর। বালিকা ও বধূ কিছু খাইল—ছেলেও ছাড়িল না, রসগোল্লা হাতে করিয়া প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া মুখে পুরিল। রস গড়াইয়া হাতে ও জরীর পোষাকে পড়িল ঝি "হাঁ হাঁ পোষাক গেল" করিয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কাশী উঠিল কাশীতে কাশাতে দুধ তুলিয়া পোষাক ভাসাইয়া দিল। ঝি তখন বকিতে বকিতে পোষাক খুলিয়া দিল। ছেলের মা ছেলেকে এক চড় বসাইয়া দিল। ভেলভেটের ইজের কারচোপের কাজ করা কোট, জরীর টুপি খুলিয়া যথা-সাধ্য পরিষ্কার ও শিশুর কচি নধর দেহখানি অনাবৃত করিয়া সকলে প্রস্থান করিল। ঝিএর খাবার দালানেই পড়িয়া রহিল।

আমাদের আহার শেষ হইয়াছে, কাপড় ছাড়িয়া সকলে একটী ঘরে জমায়েৎ হইলাম। কেহ আঁচল পাতিয়া শুইল, কেহ পা ছড়াইয়া বসিল, কেহ চুল বাঁধিতে লাগিল কেহ বাঁধিয়া দিতে লাগিল। কেহ অপেক্ষা করিতে লাগিল, উহার বাঁধা হইলে সে বাঁধিবে। দিদি পাকাচুল তুলাইতে তুলাইতে বলিলেন—দেখে-ছিস্ রাণী বৌএর শিকলি চুড়ির গড়ন দেখেছিস্ চ্যাপা চ্যাপা—

রাণী। কিন্তু মা বেলওয়ারি কগাছির চমৎকার গড়ন।

আমি। দিদি, বাড়ীর বৌ কেন নিমন্ত্রণ করিতে আসিল?

দিদি আজ কাল ঐ রকমই নিয়ম হয়েছে। রাণী আমার মেজ যায়ের আক্কেল দেখেছিস্, একটা পুঁটে বৌ দিয়ে কি না আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমিত যাব না, তুই কাল সেজ বৌমাকে নিয়ে যাস্। কালই চলে আসিস্।

রাণী। মেজ কাকীর যে জ্বর হয়েছে মা, তাই জন্য আস্তে পারেন নাই—দেখ্‌লে না কত করে বলে দিয়েছেন।

দিদি। বড় বৌকে তো পাঠাতে পার্‌তো, বেটার বড় চাকরী হয়েছে কি না তাই বড় গুমর হয়েছে।

রাণী। না মা, মেজ কাকী তেমন মানুষই নন—বিশেষ আমাদের কত ভালবাসেন—কি করবেন দায়ে পড়েছেন। তা মা তুমি যাবে না কেন, ওত তোমার কুটুমবাড়ী নয় এবাড়ী ও সে বাড়ী আমাদের তো একই বল্‌তে হবে। আমিই বা কেমন করে কাল নিমন্ত্রিতের মত যাব আর চলে আস্‌বো—তাই ভাব্‌ছি।

দিদি। তা দেখি সে তখন যা হয় কাল হবে।

আমি। দিদি, গণেশের একটী বিয়ের সম্বন্ধ কর না। মেয়েটী সুশ্রী হয় একটু লেখাওড়াও জানে, আর ভদ্রঘরের মেয়ে হয়। তোমার জানা শুনা মেয়ে হ'লেই ভাল হয় শিষ্ট শান্ত হবে। আমার সব গহনাই আছে সেই সব থেকে কতক রং করিয়ে কতক ভেঙ্গেচুরে গড়িয়েই দিলেই হবে।

দিদি। মরণ, তুই কেন গহনা দিতে যাবি, তারাই সব গহনা দিবে, তুই কেবল বালা যোড়াটী দিবি। তারা মেয়েকে গা সাজিয়ে গহনা দেবে, আর নগদ টাকা যা দেবে তাতেই বিয়ের

খরচ হবে, তোর কিছু লাগ্‌বে না। তোর চাকুরে ছেলে ও গুণে পাঁচহাজার আন্‌বে, তবে কি না আমার পরামর্শ শোন্, কল্‌কাতায় একখানি বাড়ী কর্—কল্‌কাতার পয়সাওয়ালা লোকে বিদেশে মেয়ে দিতে চায় না।

আমি। আমি এই ২৫ বৎসর দেশে ছিলুম না, এর মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হয়েছে, যে আমি যা দেখ্‌ছি সবই নতুন লাগ্‌ছে। আমার বৌকে সাজাবার ভার ত আমার, তারা কন্যাদান কর্‌বে, পার্‌লে দুচারখানা দেবে, পার্‌লে নোলক মাকড়ি আর মল দিয়ে দান কর্‌বে—সোণা রূপা কিছু দিতে হয়, তাই ঐ নিয়ম ছিল। আর ছেলেকে নগদ টাকা কেন দেবে। দিতে পারে খাট বিছানা রূপার বাসন দান দিবে, না পারে কাঁসা পিতলের দান দিবে। কি জানি আজকালের কি নিয়ম হয়েছে আবার দেখ, সে কালে ত বাড়ীর বৌ কখনো কারো বাড়ী নিমন্ত্রণ কর্‌তে যেতো না, গিন্নি যাওয়া তো দূরের কথা। মেয়েদের নিমন্ত্রণ কর্‌তে ছোট মেয়েরা যেত তারপর কাজের দিন বাড়ী বাড়ী পাল্কি গিয়ে তাদের নিয়ে আস্‌তো দিয়ে আস্‌তো।

দিদি। সে সব এখন উঠে গেছে, এখন বাড়ীর গিন্নি, বড় বড় বৌ ঝি এরাই নিমন্ত্রণ কর্‌তে বেরোয় তারপর নেমন্তন্নেরা আপনারা গাড়ী পাল্কী করে আনে, যজ্ঞি বাড়ী থেকে যাবার আস্‌বার ভাড়া দিয়ে দেয়।

আমি। এক হিসেবে সুবিধা বটে যে যার সুবিধা মত সময়ে আসে, আর চলে যায়—পাল্কি ধরে টানাটানি কর্‌তে হয় না। কিন্তু এ দিকে তেমনি কর্ম্মকর্ত্তার গাড়ি পাল্কি নগদ টাকা দিতে হয়। ভাড়া দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বিজয় আসিয়া

বলিল, পিসি মা, দাদা আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন একবার উঠে আসুন।

আমি। দিদিকে তুমি, তুমি বলে কথা কও আর আমাকে যে বড় আপনি বলছ?

বিজয়। হ্যাঁ হ্যাঁ আজ নতুন তা তা—

বিজয়ের সহিত বাহির বাড়ীর দিকের একটী ঘরে গিয়া গণেশের দেখা পাইলাম।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই—গণেশ এখনও আমার কাছে শোয়, তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে গল্প করিতে করিতে ও বাতাস করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি। বাতাস করিতে করিতে এক একবার পাখাখানা তাহার মুখের উপর পড়িয়া যায়, সে আস্তে আস্তে আমার হাত হইতে পাখাটি লইয়া আমাকে বাতাস করে; তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া আমি আবার তাহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লই। আজ সে আমার কাছে শোয় নাই—আমি দিদির কাছে শুইয়াছি, অনভ্যাস—কাজেই ভাল ঘুম হয় নাই। ভোরে তন্দ্রা আসিয়াছে—এমন সময় নহবতের বাঁশীর স্বরে জাগিয়া উঠিলাম। দিদির বাড়ীর নিকটে একটি কালীর মন্দির আছে, সেখানে চারিপ্রহরে নহবৎ বাজে। মঙ্গল আরতি, পূজা, ভোগ, সন্ধ্যা, আরতি, শীতল, প্রভৃতির শাঁখঘণ্টার বাদ্য সর্ব্বদাই দিদির বাড়ী হইতে শুনা যায়। এমন কি ধূপ ধূনা ও ফুলের গন্ধটি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। পাল পার্ব্বণে যাত্রা গান ও সমারোহ হয়, তাও দিদিরা দেখিতে শুনিতে পান। বিখ্যাত চাটুর্য্যেদের কালী, পূজা অর্চ্চনা ও উৎসব প্রভৃতির খরচ পত্রের জন্য বিস্তর টাকা আয়ের সম্পত্তি দেবোত্তর

আছে। দেবী অনেক দিনের প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু যিনি এখনকার কর্ত্তা, তিনি বড় ভক্ত। তাঁর আমলে অতিথি সেবা, যাত্রা গান প্রভৃতি সমারোহ বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি খুব ধনী, তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত, আজকাল বিষয় কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়াছেন; তিনি প্রতিদিন প্রাতে আর সন্ধ্যায় কালী মন্দিরের রকে, তিন চার ঘণ্টা বসিয়া থাকেন, সেইখানেই সন্ধ্যা বন্দনাদি করেন, গান শোনেন। তিনি যখন "মাগো কালী" বলিয়া যোড়হাতে প্রণাম করেন তখন তাঁহার গদগদ ভাব দেখিয়া চোখে জল আসে।—

দিদি। (জাগিয়া উঠিয়া হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) কালী কালী, তারা তারা, দুর্গা দুর্গা, হরি পার কর।—কইরে ভুবন, কই দিদি, আয় কাছে আয়। রাত্রে সারারাত তোর সঙ্গে গল্প ক'রবো ব'লে তোকে নিয়ে কাছে ক'রে শুলুম, কথা কইতে কইতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি ভাই তা জান্‌তেও, পারিনি। সারাদিন খাটুনি, ছেলেপিলের ধকল, তাই যেমন রাত্রে শুই অমনি ঘুম আসে। এখনো ফর্সা হয়নি, আয় কাছে আয়।

তখন একটী পাখীর অস্ফুট স্বর শোনা যাইতেছিল, মৃদু মৃদু শীতল বাতাস বহিতেছিল; আমি কাছে সরিয়া গেলাম, দিদি সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—

দিদি। এমন কপাল করেছিলি দাদা, সংসারের কিছু ভোগে এল না। আহা কি নরম তোর গা ঠিক তেমনি আছে। ছেলেবেলা তুই ননির পুতুলের মত ছিলি, শক্র ফিরে চাইতো, ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধের সময় সাত গাঁয়ের পণ্ডিত জড় হয়েছিলেন; যিনি তোকে দেখেছিলেন তিনি বলেছিলেন—এমন

সুলক্ষণা কন্যা কখনো দেখিনি। তোর এমন দশা হ'তে, আমাদের দেশের টোলের বড় পণ্ডিত মশাই বলেছিলেন যে—কলিকালে শাস্ত্র মিথ্যা, নইলে ভুবনেশ্বরীর মতন সুলক্ষণা মেয়ে বিধবা হয়? তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল প'ড়তে লাগ্‌লো।

আমি। আমি যে বড় পণ্ডিত মশাইয়ের জন্য নিত্য নিয়মিত সকালে তুলসী পাতা ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ ক'রে গিয়ে দিয়ে আস্‌তুম। তিনি প্রতিদিন আশীর্ব্বাদ করতেন—মহাদেবের মত পতিলাভ কর।

দিদি। তিনি মাশয় ব্যক্তি, তাঁর আশীর্ব্বাদ ত সফল হয়েছিল বোন্—রূপে গুণে এমন সোয়ামী কি কেউ পায়, তা তোমার কপালে রইল না তা কি হবে। ছেলেও হয়েছে তেমনি সোনার চাঁদ—প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি বেঁচে থাক্, সকল দুঃখু নিবারণ হোক, মনের আগুন নিভন্ত থাক্।

(আমার হাত ধরিয়া টিপিতে টিপিতে) কি নরম হাত—কে ব'লবে যে এ হাতে হাতা বেড়ি ধ'রে কাজ করে। দেখ্ দাদা, তোদের ভাবনায় আমার চার কালটাই দুঃখে কাট্‌লো। ছেলেবেলা পয়সার কষ্ট, ছেলেগুলিকে পেট ভ'রে খেতে দিতে পারিনি, তার পর যদি বা সুসন্তান গর্ব্ভে ধ'রে সে কষ্ট দূর হ'লো, তা মেয়েগুলোর জন্যে বুড়ো বয়সে জ্বলে মলুম।

আমি। কেন দিদি, তোমার জামাইরা ত সবাই বিদ্বান, আর খুব বড় ঘরে না মেয়েদের বিয়ে দিয়েছ?

দিদি। আর বোন্ অশুভক্ষণে তাদের গর্ব্ভে ধরেছি—বড় ঘরে দিলেই বা কি হ'বে আর বিদ্বান্ দেখে দিলেই বা কি হ'বে

কপালের ভিতর যা লেখা আছে তাইত হ'বে। মেয়েটার দশা ত ঐ দেখ্‌ছিস্‌. পেটে একটা মেয়েও নেই যে, তাই নিয়ে নাড়া চাড়া ক'রে প্রাণ ধারণ ক'রবে। মেয়েমেয়ে শুধু,—অমন বড় মানুষের বাড়ী বিয়ে দিলুম—হতভাগা জামাই এমনি মাতাল, সর্ব্বস্ব উড়িয়েছে, ইন্দ্রপুরীর মত বাড়ী ঘুচিয়ে এখন আমাদের একখানা ভাড়াটে বাড়ীতে রয়েছে, সদু তাকে গায়ের গহনা বিক্রি ক'রে ক'রে খাওয়ায়,—তাই কি এখনো চৈতন্ত হয়েছে—এখনো মাঝে মাঝে তিন চার দিন ধ'রে কোন্‌ চুলোয় গিয়ে যে ম'য়ে থাকে কেউ খোঁজ পায় না। মেয়েটার স্বামীভক্তি দেখ্‌লে অবাক্‌ হ'বি—এক দিন এখানে রাত কাটায় না—তার কষ্ট হবে। হতভাগার মনে কি একটু দয়াও হয় না। কপালে ছিল তাই ঐ একটি ছেলে হ'য়েছে, ছেলেটি এইখানেই থাকে, পড়াশুনা করে। সদু বলে, মা ও এইখানেই থাক্‌, সেখানকার হাওয়া যেন না পায়। ভগবান সকল দুঃখু দেন না, তাই বুঝি ছেলে হ'য়েছে সোণার চাঁদ—বাপের রকম দেখে শুনে বাছা হাসে না, মুখ তুলে কারো সঙ্গে কথা কয় না; এই কচি বয়সে সদাই মলিন মুখ। আমি বিয়ের জন্তে যদি বড় পেড়াপেড়ি করি তবে বলে—তোমার সব কথা শুনবো দিদিমা, ঐটী ছাড়া—ঘর নেই বাড়ী নেই, পরের মেয়ে এনে অসুখী ক'রবো কেন? যদি কখনো মাকে সুখী ক'র্‌তে পারি তবে ও সব বিষয় ভাব্‌বো। অলপ্পেয়ে জামাইটা ম'রে যায় ত আপদ যায়!

আমি। আহা থাক্‌ থাক হাতের নোয়া গাছটা থাক্‌ তবু।

দিদি। ভুবন, তুই জানিস্ না যে সে কি পোড়া, নইলে মা হ'য়ে কেউ মেয়ে বিধবা হোক্, এমন কথা মুখে আনতে পারে! বড় জ্বালায় বলিয়ে দিদি! মেজর ঐ রকম পোড়া—সেজর দশা শোন্—সেজ জামাই মস্ত ডাক্তার। গাড়ীঘোড়া সুখ ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। আপনি মস্ত সাহেব, কিন্তু আমার মেয়ের জামাটি গায়ে দেবার হুকুম নেই, গাড়ী চড়বার হুকুম নেই, কালে ভদ্রে যদি আমার কাছে আসবে ত এক ঘেরাটোপ মোড়া পাল্কি ক'রে দুই দরওয়ান দুই দাসী দিয়ে পাঠাবে। তারা যমদূতের মত ব'সে থাকবে—"চল চল" ক'রে হাড় জালিয়ে খাবে—একটা যে মনের কথা কইবে তার পর্য্যন্ত যো নেই, কত্তার কাছে যাবে, দাসীরা সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে আছে। মরুক, আমি না হয় চোখে না দেখলুম, সুখে আছে শুনলেই ত সুখী হই, তা সুখ কোথায়—গলায় বড় বড় মুক্তার মালা পরলেই ত সুখ হয় না, মেয়ে মানুষের আসল ভাল হ'লে তবে ত সুখ! তা জামাই মেয়ের দিকে ফিরেও দেখে না—শুনতে পাই নাকি মেম বে ক'রেছে, তার ছেলেপিলেও আছে, রাত্রে সেইখানেই খাওয়া দাওয়া, রাত ১।২টার সময় বাড়ী আসে, বাইরেই শোয় সকালে একবার ভাত খেতে বাড়ীর ভিতর আসে তা সে মা গিয়ে ভাত খাওয়ার কাছে বসে, কাযেই বিধু সেখানে যেতেও পায় না। আর যাবেই বা কি ক'রতে? মুখ তুলে ত কথাও কইবে না। শুনেছি যায়েরা একদিন একদিন বাহিয়ে বিধুকে শুতে পাঠিয়ে দেয়—তারা সবাই যুক্তি ক'রে বাহিরের ঘরে ব'সে থাকে, দেওর এসে বিধুকে রেখে চ'লে আসে, তা কোনদিন বাছাকে শুতে বলে

বলে কোন দিন তাও বলে না। মনের দুঃখের সে আর এদানী যায়ও না। কত ব'লবো বোন্ আবার কাদুর শাশুড়ি এমন বৌ-কাঁট্‌কি, বৌটাকে পেট ভ'রে খেতে দেয় না—এমন শুচি বাই যে রোজ কাদুকে দিয়ে বিছানা মশারি পর্য্যন্ত কাচাবে, কড়িকাঠ শুদ্ধ ধোয়াবে—দাসীদের কাজ মনে ধ'রবে না—জল ঘেঁটে ঘেঁটে মেয়েটার হাতে হাজা ধ'রে গেল। জামাইটি ভাল মানুষ, কিন্তু বড় মুখচোরা, মাকে কিছু বলে না। মাগী না ম'লে আর সুখ নেই; পাঁচ ছেলের মা হ'লো, এখনো শ্বশুরবাড়ী যেতে হ'লে ডাক ছেড়ে কাঁদবে। আমি কত্তার কাছে বকুনি খেয়ে মরি—বলেন, কেমন বড় ঘরে কুটুম করগে!—আপনি আপনি পয়সার কষ্ট পেয়েছিলুম তা বলি যে মেয়েদের ধন দেখে দিই সুখে থাকবে—এখন দেখছি সুখ কপালে না থাকলে হয় না—মানুষের সাধ্যিতে কিছু হয় না। কোলের মেয়ে দুটোর গৃহস্থ ঘরে বিয়ে দিয়েছি, চার চার বার ঠেকে আর বড় ঘরে যাইনি ভাই, তা এ জামাই দুটী বশতাপন্ন, কুটুমও ভাল। কালীকান্তর নাম ডাক শুনে কত বড় বড় ঘরে সম্বন্ধ এসেছিল তা কত্তা একেবারে খড়্গহস্ত—ঘটকীরা যদি বড় ঘরেরই সম্বন্ধের কথা আর বলে, অমনি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেন। তাঁর এমনি মনে জ্ঞান হ'য়েছে যে বড় ঘরে সুখ নেই। আমি বরং বলি—কেন, সবাইকেই কি মন্দ হ'তেই হবে? তিনি বলেন, হোক্ না হোক্ আমার আর খোঁজ ক'রবার দরকার কি? কত্তা আর কিছুতে কথা কন্ না—কিন্তু আজ কাল মেয়েছেলের বিয়ে নিজের মতে দেন কারো কথা শোনেন না।

রাণী। মা আজ উঠবে না? বেলা হয়ে হয়েছে যে।

আবার মেজকাকীমার বাড়ী যেতে হবে—১০টার মধ্যে গায়ে হলুদ, তুমি গিয়ে হলুদ দিবে—ওঠো—আহ্নিক পূজো সেরে নাও।

দিদি। হ্যাঁ উঠি—এই ভুবনের সঙ্গে কথা কইছি; তোর স্নান হ'য়েছে?

রাণী। হ্যাঁ মা—আমার পূজো আহ্নিক সব সারা হ'য়ে গেছে। আমি রাত তিনটের সময় উঠেছি, মেজকাকীমার অসুখ—সকাল সকাল সেখানে যাওয়া উচিত। বৌয়েরা ছেলে মানুষ—ছেলে পিলে নিয়ে নাটা পাটা খাবে। মাসীমা ওঠো—মা, মাসিমা যাবেন ত?

দিদি। হ্যাঁ যাবে বই কি! সে আমার পরের বাড়ী নয়। জানিস্ ভুবন, আমার যা বেশ মানুষ, পর ভাবে না। তাদেরও এই ভিটে, তা এতে সংকুলান হবে না ব'লে তারা বেরিয়ে গিয়ে বাড়ী ক'রেছে—মস্ত বাড়ী—তার ছেলেগুলিও এক একজন এক একটি রত্ন। অহঙ্কার নেই, কেবল মেজাজটা সাহেবি রকমের। চল্‌না দেখ্‌বি, বাড়ীঘর সব কেমন সাহেবি ধরণে সাজান। তোকে চুপি চুপি বলি কাউকে বলিস্‌নি—শুনেছি বৌয়েরা পশ্চিমে কি পাহাড়ে যখন হাওয়া টাওয়া খেতে যায় তখন নাকি জুতো মোজা পায়ে দেয়!

রাণী। মা ওঠো না গা, গল্প এর পর হবে।

দিদি। হ্যাঁ মা উঠি—আজ আর জপ টপ কিছুই হয় নাই—কতদিন পরে ভুবনকে পেয়েছি, পেটের কথা কয়ে বাঁচলুম। মা বোন্ নইলে ব্যথা বোঝে কে বাছা? মা ত আর হবে না. যা বোনেরা যতদিন আছে।

আমি। দিদি, তুমি স্নান করগে যাও আমি একবার গণেশকে দেখে আসি।

দিদি। যা যা, আহা ঐ তোর সর্ব্বস্ব-ধন, ঐ তোর তপ জপ—যা—যা।

গণেশের ঘরে গিয়া দেখি যে গণেশ ঘরে নাই, বিছানায় মশারি এখনো ফেলা রহিয়াছে—মশারিটা নেটের কিন্তু ময়লা, দরজাটা ফাঁক হইয়া আছে, ভিতরে ৫।৭টা মশা ঢুকিয়া রহিয়াছে। দেখি দক্ষিণের ছোট বারান্দাটিতে একখানি চেয়ারে গণেশ বসিয়া গোঁপ পাকাইতেছে, পাশে একটি টিপাইতে চায়ের পেয়ালা। আমি বুঝিলাম গণেশ বিলক্ষণ অন্যমনস্ক—জানি, যখন অন্যমনস্ক হয় তখনি সে তাহার নবীন গোঁপ যোড়াটির উপর আক্রমণ করে। আমি আস্তে আস্তে তাহার চৌকির পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মস্তক চুম্বন করিলাম।

গণেশ। মা—

আমি। বাবা—

গণেশ। রাত্রে তোমার ঘুম হ'য়েছিল ?

আমি। না বাবা, তোমাকে ফেলে কি আমার ঘুম হয়!

গণেশ। আমার কাল সারারাত ঘুম হয়নি। ব'স মা—বোস' আর একখানা চৌকি আনি।

গণেশ তাড়াতাড়ি উঠিল।

আমি। আরে থাম্ থাম্, আমার জন্য চৌকি আন্‌তে হ'বে না, আমি এই যে মাটিতে ব'স্‌চি।

গণেশ। তবে আমিও তোমার কাছে বসি।

গণেশ আসিয়া আমার কোলের কাছে বসিল। বাগানে অসংখ্য চামেলী ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার সুগন্ধ ঝির্‌ঝিরে বাতাসে বহিয়া আসিয়া বারান্দা ভরিয়া রহিয়াছে।

গণেশ। কাল মা সারারাত এই বারান্দায় ব'সে কাটিয়েছি, কিন্তু তখন এমন বাতাসও ছিল না, এমন ফুলের গন্ধও ছিল না, দে না মা—একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দেনা।

আমি। (পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) কেন, কাল ঘুমস্‌নি কেন? মশা ঢুকেছিল বলে বুঝি? মশারির দরজা হাঁ করে রেখেছিস, পাঁচ গণ্ডা মশা ঢুকেছে তা ঘুম হবে কি?

গণেশ। না মা, মশার জন্যে নয়; বোধ হয় তুমি কাছে শোওনি তাই ঘুম হয়নি। শোবামাত্রেই ত আর মশা ঢোকেনি।

আমি। আজ যেন আমি তোর কাছে শুইনি ব'লে তোর ঘুম হ'ল না—কাল যখন বৌ আস্‌বে তখন বৌকে একেলা রেখে তুই কি আমার কাছে ঘুমুতে আস্‌বি নাকি?

গণেশ। (হাসিয়া) বুঝছ না, সে যে বৌ, তখন বৌয়ের কাছে শুয়েই ঘুম আস্‌বে।

আমি। তোর কেবল এখান থেকে পালাবার পন্থা—চা প'ড়ে রয়েছে খাস্‌নি যে? চাটুকু খা।

গণেশ। চা, হ্যাঁ পড়ে রয়েছে তাইত—তুমি এসে প'ড়লে আর বাকিটা খেতে ভুলে গেছি—খেয়েছি খানিকটা—থাক্‌ আর খাব না। হ্যাঁ মা, সেই যে ছেলেবেলা একদিন তুমি কোথা গিয়েছিলে, আর রাত্রে আস্‌নি—সেই আমার ঘুম হয়নি, বাবা কত ঠাট্টা ক'রলেন।

আমি। সেদিন আমি সেই তোর ঠাকুর মারসঙ্গে পূজার সময়

কালীবাড়ীতে যাত্রা শুন্‌তে গিয়েছিলুম—তুইও গেছ্‌লি, তা উনি তোকে নিয়ে রাত ১২টার সময় চ'লে এলেন, সারারাত জাগলে তোর অসুখ ক'র্‌বে ব'লে তাঁরও যাত্রা শোনা হ'ল না, আমাতে আর তোর ঠাকুরমাতে সারারাত রইলুম। আর ভোরের বেলা যেই আমি এসে দাঁড়িয়েছি—আর, "সারারাত আমার ঘুম হয়নি" ব'লে হাউ হাউ ক'রে ছেলের যে যে কান্না! আমি আবার তখন কাছে শুই—শুয়ে দুধ দিই, তবে কান্না থামে—তখন ছেলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে বস্‌লো।

গণেশ। তখন আমার বয়স কত মা?

আমি। তা বিলক্ষণ, ১১ বছর বয়স।

গণেশ। আর কখনো সে দেশে যাওয়া হয় নাই মা?

আমি। কেন হবে না! কিন্তু আমি আর যেতে পেলুম কই! তার পরের বছর পূজার সময় তিনি গেলেন—তোমার ঠাকুর মা সেই যে শয্যাগ্রহণ কর্‌লেন, আর ত উঠ্‌লেন না—বছরের ভিতর তিনিও গেলেন—আমাদের সোনার সংসার ছারখার হ'য়ে গেল! তোমারও খুব অসুখ হ'য়েছিল—এত বড় ঝড় যে আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল, আমার কিন্তু একদিন চোখের জল ফেলবার অবসর ছিল না; কি ক'রে তোমাদের বাঁচাব তাই ভাবতুম। তোমার ঠাকুরমাকে রাখ্‌তে পারলুম না, তিনি ছেলের কাছে চ'লে গেলেন—ঠাকুরদাদা কতদিন ছিলেন। তোমার মুখ চেয়েই আমরা দিন যাপন ক'রতুম, আর কোন আনন্দ উৎসব কি নিমন্ত্রণাদিতে যোগ দিতুম কি? আমার যেমন শ্বশুর তেমনি শাশুড়ি তেমনি স্বামী, সকলেই সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন; একাধিক্রমে ১৫ বছর খুব সুখে কাটিয়ে-

ছিলুম বাপ—তা এত সুখ সহিবে কেন—পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ সংসারের নিয়ম, আমার অদৃষ্টেই বা কেবল সুখই ঘটবে কেন! এখন সব জ্বালা ভুলে তোকে নিয়ে আছি—জানিনে অদৃষ্টে আরও কি আছে।

বিজয় ও হরকান্ত আসিল, তাহারা পরিষ্কার কাপড় পরিয়াছে, গলায় চাদর, হাতে ছড়ি, মস্‌ মস্‌ করিয়া আসিয়া বিজয় বলিল—

গণেশদা, বেশ যাহোক্—আমি না তোমাকে শীঘ্র স্নান ক'রে নিতে ব'লে গেলুম মিউনিসিপাল মারকেটে বাজার ক'র্‌তে যাব—আচ্ছা যাহোক্।

গণেশ। (সলজ্জভাবে হাসিয়া) এই যে মা এলেন কিনা তাই একটু গল্প ক'র্‌ছিলুম; স্নান ক'র্‌তে আমার পাঁচ মিনিট সময় লাগ্‌বে।

বিজয়। চা'টাও যে প'ড়ে র'য়েছে দেখছি—তা খাবে কি, ওটা আজ অখাদ্য হ'য়েছে। হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছিরেকে হাজার বার ব'লে রেখেছি যে চা ফুরোবার ২।১ দিন আগে আমাকে বলিস্‌ আমি চা এনে দিব—বেটা ঠিক আজ সকালে চা দেবার সময় এসে ব'লছে—"চা ত নেই কি হবে?" ইচ্ছা হ'ল এক চড় বসিয়ে দিই—ভোরের বেলা সাম্‌লে গেলুম, বল্লুম, আমি জানিনে কি হবে, তুই শীঘ্র আমার সাম্‌নে থেকে স'রে যা। দেখি না হতভাগাটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে। তারপর ফের ধমক দিতে এই অপরূপ চা তৈরি ক'রে দিয়ে গেল। যেমন তেত তেমনি ধোঁয়া গন্ধ—গণেশদা তোমার পিত্ত জ্ব'লে গেছে তা বুঝতে পার্‌ছি—তা হোক্ আমরা কল্‌কাতার ছেলে, আমরা

শীঘ্রই তোমাকে বশ ক'রে নেব, সে ভরসা আমাদের আছে। এখন ওটো শীঘ্র, এত বেলায় কি ভাল মাংস পাওয়া যাবে— তোমার জন্তে আজ সব মাটী হ'ল দেখছি!

আমি। (গণেশের চাবি লইয়া) গণেশ, আমি তোর কাপড় বার ক'রে দিচ্ছি, তুই তেল মাখ্।

বিজয়। পিসিমা, গণেশ কি এখনো তোমার দুধের গোপাল আছে না কি? তোমার কাপড় বাহির ক'র্‌তে হবে না, উনি নিজেই সব ক'র্‌বেন এখন।

রাণী। (আসিয়া) মাসীমা বেলা হ'য়ে গেল শীঘ্র স্নান ক'র্‌তে যান—আহ্নিক পূজা সার্‌তে হবে—

আমি। বিজয়, তোমরা কখন ফিরবে?

বিজয়। আমাদের ঢের বেলা হবে, আমরা বাজার ক'রে গঙ্গার ধার বেড়িয়ে বাড়ী ফিরবো। দিদি, আজ আমাদের বিকেলের দিকের জল খাবার রাত্রের ভাতটাত কিছু কর্‌তে দিয়ো না—আমরা আজ নিজেরা বাহিরে রেঁধে বেড়ে খাব। তোমার জগন্নাথের পাণ্ডাঠাকুরের রান্না খেয়ে খেয়ে আমাদের জিভ অসাড় হ'য়ে গেছে।

রাণী। বাঁচা গেল তোরা খাবিনে—আমরা আজ ভবানীপুরে যাব—বৌগুলিকে জ্বালিয়ে মার্‌তিস্। আমরা এখন ক' দিনই সেখানে থাকবো।

গণেশ। (করুণনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া) মা, তুমিও কি সেখানে থাকবে?

আমি। না বাবা।

বিজয়। যদি থাকেন—তোমার কি? তুমি ত জলে

পড়নি। পিসিমা, তুমি সচ্ছন্দে সেখানে থাক্‌গে, আমরা তোমার গোপালকে ভুলিয়ে রাখবো এখন, কাঁদবে না।

হরকান্ত। বিজয়দা, আজ আমাদের প্রগ্র্যামটা কি?

বিজয়। এখন বাজারে যাওয়া—মাছ মাংস তরকারী চা রুটি প্রভৃতি কেনা—লেমনেড্‌ আদি খাওয়া—তারপর একটু ঘুরে বাড়ী এসে ভাত খেয়ে রাঁধতে লেগে যাওয়া যাবে। বিকেলে চপ্‌ আর কট্‌লেট ভেজে জলযোগ করা যাবে—রাত্রে পোলাও, রামপাখীর কারি, ইলিস মাছ ভাজা, চাট্‌নি; এই সব হবে।

হরকান্ত। আর কেউ আস্‌বে?

বিজয়। পিসিমার ছোট জামাই দুইটিকে ব'লেছি, তারা বেশ ভদ্রলোক, গণেশদার সঙ্গে আলাপ হ'লে খুসি হবেন এখন —না, আজ আর কিছু হবে না—চল গণেশদা, তোমার আর স্নান ক'রতে হবে না—এত বেলায় কি আর মাংস পাওয়া যাবে? সব নষ্ট ক'র্‌লে দেখছি।

গণেশ। (তোয়ালে হাতে লইয়া) পাঁচ মিনিট মাত্র সময়, ঘড়ি ধ'রে থাক।

গণেশ ছুটিয়া চলিয়া গেল, মৃদুস্বরে আমাকে বলিয়া গেল—"রাত্রে থাকিস্‌নে মা।" আমিও স্নান করিতে গেলাম। স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া দেখিলাম রাণী আমার জন্য জলযোগের আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে। আমি এবং রাণী কিছু জল-যোগ করিলাম, দিদি, সাজসজ্জা করিতে গেলেন।

আমি। রাণী, দিদিকে কিছু খাওয়ালে না যে?

রাণী। মা যে গায়ে হলুদ ছোঁয়াবেন—জল খেয়ে কি হলুদ দিতে আছে?

আমি। তাও সত্যি—আমি ওসব ভুলে গেছি। আজ দশ বৎসর কোন নিমন্ত্রণে যাই নাই, তবে এদানি দুপুর বেলা আলাপী বন্ধুদের বাড়ী কখনো কখনো বেড়াতে যেতুম। তা তাঁরাই বেশী আসতেন।

দিদি আসিলেন—একখানি গরদের শাড়ী পরিয়াছেন, অলঙ্কারের মধ্যে নাকে একঠি নথ এবং গলায় এক ছড়া বড় বড় মুক্তার মালা অতিরিক্ত পরিয়াছেন—বাকি আটপৌরি সবগুলি আছে। কাদু ও প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে—সে তাহার ছেলেটি লইয়া যাইবে; তাহার আর আর সন্তানদের সবাইকে বাড়ীতে থাকিতে হইবে জানিতে পারিয়া তাহারা "ওরে আমি যাব রে" বলিয়া আছাড় পিছাড় করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বড় মেয়েটি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কাদুর কাছে গিয়া বলিল, "মা আমি যাব।" কাদু বলিল, "তুই ও বেলায় মামীমার সঙ্গে যাস্।" তা কি সে শোনে—তবু কাঁদিতে লাগিল, কাদু এক চড় বসাইয়া দিল, সে মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দাসীরা ও বধূরা যত সান্তনা করিতে, কোলে লইতে চেষ্টা করে, তাহারা ততই ধূলায় গড়াগড়ি দেয়।

দিদি। নিয়ে চল্‌না ওদের।

কাদু। একখানা গাড়িতে ক'জন ধ'রবে? ভবানীপুর ত হেথা নয়।

দিদি। একখানা সেকেন্ কেলাসের গাড়ি আন্‌তে বল, তাহলে ঢের হবে। কেঁদে ম'ল যে।

কানু। মরুক—গাড়ি এসে গেছে, তা ছাড়া আমি ওদের নিয়ে যাব না—মা তুমি ওদের আদর দিও না, মরুক না কেঁদে। দিন রাত্রির বিরক্ত ক'রছে—একদণ্ড কারো বাড়ী যাবো তাও সুস্থির হ'য়ে দুট কথা কইতে পাব না। তাই কি ঝি চাকরের কাছে থাক্‌বে? কোথাও গেলে আরও আমাকে জড়াবে। ইনি চোদ্দবার খাবেন, উনি ঘুমুবেন, উনি ব'লবেন বাড়ি চল—এসব বেয়াড়া ছেলে মাসিমা, এদের নিয়ে কি লোকালয়ে যাবার যো আছে।

আমি। ওরা ছেলে মানুষ ওদের দোষ কি, যেমন শেখাবে তেমনি শিখবে। তুমি যদি একেবারেই ওদের একরকম নিমন্ত্রণে না নিয়ে যাও তাহলে কি ওরা যেতে চায়? একদিন নিয়ে যাবে হয় ত, আবার একদিন তোমার খেয়াল হ'বে নিয়ে যেতে চাইবে না। ওরা ভাবে বায়না ক'র্‌লেই যেতে পাব।

কানু। আমার দোষ নয় মাসীমা, সে দোষ আমার শাশুড়ীর—ছেলে যদি একটু কাঁদলো অমনি "ছেলে কাঁদাচ্ছে" ব'লে অজস্র ব'কে যাবেন, ছেলেরাও মজা পায়। কোথাও যদি যাব, অমনি আগাগোড়া সবগুলিকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিবেন, আমি সেখানে ঐ জন্যে নিমন্ত্রণ যেতে চাইনে—তাই কি নিস্তার আছে? যেতেও হবে, এক গা গহনাও প'রতে হবে, ছেলে গুলোকেও নিয়ে যেতে হবে, হীরে, মুক্ত সোণায় তাদের গাজিয়ে দিবেন—আর যদি ভেঙ্গে যায় কি হারিয়ে যায় ত আমার লাঞ্ছনার একশেষ হবে। তিনি গুরুজন, গুরুনিন্দায় অধোগতি হয়, কিন্তু ব'লবো কি, আমাকে এমন বলা বলেন যে কাঁদিয়ে

ছাড়েন। একটু বিচার ক'রে দেখেন না যে আমি এত সোণা রূপা হীরে মুক্ত সাম্লাই কেমন করে। নিজেইত গহনা কাপড় প'রে ঘোমটা দিয়ে জড় ভরত হয়ে যাই, ওদের কি করে সাম্লাব? দেখুন না বারমাস এক একটার গায়ে না হবে ত হাজার টাকার সোণা পরানো আছে। আপনার জামাই বারণ করেন যে অত গহনা পরিয়ে রেখো না, কোন্ দিন গহনার জন্য ছেলে শুদ্ধ যাবে—তা'কি তিনি শোনেন?

দিদি। আচ্ছা না নিস্ না নিবি, তুইত যাবি, গয়না টয়না প'রে আয়।

কাহু। এই ত আমার হ'য়ে গেছে চল না—আমি ঘরের মেয়ে ঘরে যাব, গহনা আবার কি প'রবো—?

দিদি। ছু এক ছড়া মুক্ত গলায় দিয়ে আয়, পাঁচজন আসবে, অমনি যাবি কি?

কাহু। আজ আর নয় মা। আমার আছে সবাই জানে, তখন বিয়ের দিন যদি যাই ত পরবো। দিদি, চলত ভাই, আমরা না গেলে বাঁদরদের কিচি মিচি থামবে না। বিন্দি ওদের দেখিস্।

বিন্দি। ওমা, আমি যাব না বুঝি?

কাহু। তুই গেলে ওদের দেখবে কে? তুই আজ থাক্।

রাণী। বিন্দি, তুই তখন বিয়ের দিন যাস্, দিদি। আজ কাহুর ছেলেদের শান্ত ক'রে রাখ্, আহা তা নইলে ওর যাওয়া হয় না।

বিন্দি অপ্রসন্ন মুখে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল, আমরা গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীখানা ছোট—চারি জনেই ঠাসিয়া

গেল। কাছুর কোলের ছেলে ৪।৫ মাসের, তাহার জন্য ঘটীতে করিয়া খানিকটা দুধ, ও বাটী ঝিনুক কাঁথা লইয়া এক দাসী চলিয়াছে।

দাসী। আমি কোথা ব'সবো?

কাছু। তুই পিছনে ব'স্।

দাসী। আমি যেতে চাইনে, পিছনে কি মানুষে ব'সে ৬ কোশ পথ যেতে পারে? মনিবের এমনি বিচারই বটে!

রাণী। আয় আয় তুই আমার পায়ে কাছে ব'স্। আয় আয়।

দাসী। ওখেনেই বা বসি কি করে?

বলিয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে আসিয়া আমাদের পায়ের কাছে বসিল—আমরা পা রাখিতে স্থান পাই না, ঠেসাঠেসিতে গরমে ছেলে কাঁদিতে লাগিল।

দিদি। কাছু, দুধ দে, দুধ দে।

ছেলের গরম লাগিয়াছে, সে দুধ ধরিবে কেন? সে আরও কাঁদিতে লাগিল।

দিদি। গাড়ী চল্‌লে থাম্‌বে। ওরে গাড়য়ানকে হাঁকাতে বল্‌না।

গাড়োয়ান। কোথা যেতে হবে?

দিদি। ওলো আহ্লাদি, দরওয়ানকে ডাকিসনি?

দাসী। আমি কি জানি? দরওয়ান সঙ্গে যাবে কি চাকর সঙ্গে যাবে, আমি কি জানি—আপনি ম'রছি—

দিদি। মরণ, রেগেই আছেন। যা না, দেউড়ি থেকে একজন দরওয়ান ডেকে নিয়ে আয় না।

দাসী। আপুনি ত বল্লেন মা, ঠাসেতে আমার যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌তেছে, আমি আবার বার হই কেমন ক’রে ?

দিদি। যা তোর যেতে হবে না! তুই যা ছেলেদের দেখিস্, বিন্দিকে পাঠিয়ে দিগে, আর একজন দরওয়ান পাঠিয়ে দিগে। গিয়ে জাবকুটো ক’রে গিল্‌বেন, হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন, তা যেন আমার মাথা কিনবেন! যা তোর যেতে হবে না!

দাসী। না মা, আমি কি যাব না ব’লছি ? তোমাদেরই কষ্ট হ’চ্ছে তাই ব’লছি। রাখ মা রাখ, আমার কোলে পা রাখ। গাড়োয়ান অ গাড়োয়ান যাও ত দাদা, দেউড়ি থেকে একজন দরওয়ান ডেকে আন ত ?

গাড়োয়ান। ভাল সোয়ারী পেয়েছি, ভবানীপুর যেতে বার গণ্ডা পয়সা ভাড়া পাব, এক ঘণ্টা ত এখানেই সোয়ারী ওঠাতেই গেল—এখন আবার দরওয়ানের তল্লাসে যাই।

দিদির একটি নাত্‌নী ছুটিয়া আসিয়া খিড়কির দরজা হইতে বলিল, “ঠাকুরমা, মা জিজ্ঞাসা ক’রলে—আর কেউ আমরা যাব কি ?”

দিদি। হ্যাঁ যাবি বই কি! আজ অর্দ্ধেক যাস্ আর বিয়ের দিন অর্দ্ধেক যাবি। আজ যারা যাবে বিয়ের দিন তারা থাকবে —ওরা যাবে।

নাত্‌নী। আজ কে কে যাবে তুমি বল, তা নইলে সবাই বিয়ের দিন যাব ব’লে ব’সে থাকবে।

দিদি। যা যা, ভাল যন্ত্রণা, পিছু ডাক্‌তে এল। বড় বৌমা যাকে ব’লবে সেই আজ যাবে।

দাসী। খুদি মাসিমা, একজন দরওয়ানকে পাঠায়ে দাও

না গা, আমার কোলে মাঠাকরুণের পা রয়েছে আমি উঠতে পারতেছি না। হেই মা, দাও মা, দরওয়ান ডেকে দাও মা।

ইতিমধ্যে গাড়োয়ান দরওয়ান ডাকিয়া লইয়া বকিতে বকিতে আসিল। 'বার আনায় হবে না দরওয়ানজী, পান সিকি লেব', এত দেরী সোয়ারী তুলতে—বাপরে!

দরওয়ান। আরে ভাই লিবি লিবি তাতে কি—পানসিকি লে দেড় টাকা লে, পয়সার জন্য ভাওনা কি, সোয়ারীত পৌঁছা। কি দিদি ডাকিয়েছেন?

এক বুড়া দরওয়ান গাড়ীর কাছে আসিল। দিদি একটু ঘোমটা টানিয়া দিলেন।

রাণী। জমাদার, একজন দরওয়ান সঙ্গে দাও না।

জমাদার। কোথা যেতে হোবে দিদি?

রাণী। ভবানীপুরে মেজকাকীমার বাড়ী।

জমাদার। সেথানে তো সাদী আছে, তবে ত পোষাক ওষাক প'রে যেতে হোবে? আচ্ছা আমি দরওয়ান পেঠিয়ে দিচ্ছি।

জমাদার গেল। কাদুর ছেলে কাঁদে আবার চুপ করে, আবার কাঁদে।

কাদু। দেখুন মাসিমা, এই একটার যন্ত্রণা দেখুন, আবার যদি আর কটাকে আনতুম ত আমার কি হ'তো? একটা দেড় বছরের, একটা তিন বছরের, একটা পাঁচ বছরের, বড় মেয়েটা ছয় বছরের—যা সেইটের একটু জ্ঞান হয়েছে, আর সব গুলোইত কচি।

দরওয়ান আসিল; এতক্ষণে গাড়ী চলিতে লাগিল।

আমি। দিদি, ঘরের গাড়ীতে গেলে ত হ'ত ?

দিদি। ঘরের গাড়ী আর কই। ছেলেরা স্কুল আপিসে যাবে—হ্যাঁরে, বড় ভুল হ'য়ে গেছে—কালীকান্ত এখানে নেই, তার আপিসের গাড়ীখানা আছেরে।

রাণী। না, মা সে গাড়ী পাবার যো নেই, আমি বুঝি খোঁজ করিনি মনে ক'রছো ? জাননা কোচমানগুলো কি দুষ্ট, বাবু বাড়ী নেই. অমনি খিঙ্গি হ'য়েছে—বলে দিলে ঘোড়ার পায়ে ব্যথা হয়েছে—কোচমান শশুর বাড়ী গেছে। আমি খানিক বকাবকি করলুম, তারপর চুপ ক'রে গেলুম—বিজয় শুনলে মারতে ধরতে যাবে !

মস্ত একটা বাগানের মধ্যে গাড়ী ঢুকিল। লাল সুরকীর রাস্তাটা খুব চওড়া, দুই পাশে বকুল গাছের সারি, ফুলে ফুলে তলাটি বিছাইয়া রহিয়াছে, ফটকের ভিতর ঢুকিয়াই দেখি দুইপাশে দুইটি পুকুর, জল তক্ তক্ করিতেছে ও কতক গুলি হাঁস ভাসিতেছে। শাদা ধব্‌ধবে প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী ফটক হইতে দেখা যায়। গাড়ী বারান্দা ছাড়াইয়া খিড়কির দুয়ারে গাড়ী দাঁড়াইল। নহবৎ বাজিতেছে, গোলাপী রংএর কাপড় পরা দুচার জন দাস দাসী বাগানে ঘুরিতেছে। বড় বড় মোটা মোটা সোণার চেন হার গলায় নীল লাল সবুজ রংএর রেশমের কোট অথবা পাঞ্জাবী গায়ে ফরসা ধুতি পরা ছোট ছোট ছেলেরা ও জরী দিয়া খোঁপা-বাঁধা, নোলক নাকে, কানে এয়ারিং, পায়ে মল, ঘাগ্‌রার মত করিয়া নানা রংএর কাপড় পরা, কোমরে লাল সবুজ অথবা কালো রংএর এক একটা ফিতা বাঁধা—৫।৭।১০ বছরের মেয়েরাও ২।৪ জন বাগানে ঘুরিতেছিল। এমন সময়

শাঁক বাজিয়া উঠিল, অমনি সকলে "এইবার গায়ে হলুদ হবে" বলিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। আমাদের গাড়ী দাঁড়াইতেই— "ঐ জেঠাইমা এসেছেন, বাঁচা গেল, এস এস।" বলিয়া দিদির যায়ের বড় ছেলে নীরদকান্ত (কনের বাপ) আসিয়া কাহুর কোল হইতে ছেলে লইল।

নীরদ। শীঘ্র নাম' জেঠাইমা, আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় আছে, এর মধ্যে হলুদ দিতে হবে, তারপর বারবেলা প'ড়বে—মা ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন।

একটি বৌ ছুটিয়া আসিয়া একে একে সকলের হাত ধরিয়া নামাইয়া প্রণাম করিল।

নীরদ। ও সব থাক্ প্রণাম ট্রণাম পরে হবে—জেঠাইমা, হলুদটা ছুঁইয়ে নাও।

দিদি। (যাইতে যাইতে) গায়ে হলুদ এসেছে?

বৌ। (মৃদুস্বরে) হলুদ কাজললতা মাছ গামছা মাদুর আর লালপেড়ে শাড়ী এসেছে, আর এখনও কিছু আসেনি, ঘটক বল্লেন যে সে সব পরে আসছে। সবাই জড় হ'য়েছে, মেয়ে মাদুরে ব'সে আছে, কেবল আপনাদের অপেক্ষায় হলুদ দেওয়া হয়নি—ঐ যে, ঐ ঘরে মেয়ে।

নীরদ। কাদি একটা বঁচ্‌কি এনেছিস্ বেশ করেছিস, দুধের ঘটী বাটী ঝিনুক এসব কেন? সংসারে কি কচি ছেলে কারো নেই, যা হয়েছে তোর? দিদি, এত বেলায় নিমন্ত্রণ খেতে এলে—আচ্ছা আচ্ছা আড়ি—জেনে রাখ' আড়ি!

বৌ। (মৃদুস্বরে) বাঁচলুম ভাই বড় ঠাকুরঝি এলে—কি ক'রে কি যে হ'বে তাই ভেবে মরছি, নাও ভাই তোমার ভাঁড়ার

বুঝে, হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি। নঠাকুরঝির এবারকার খোকাটিত দিব্যি হয়েছে”—বলিয়া নীরদের কোল হইতে বৌ ছেলে কোলে লইল।

এটি রান্নাবাড়ী—দুদিকে একতলা ঘর, এক দিকে বড় বাড়ী একদিকে প্রাচীর- প্রাচীরের দিকে খিড়কি দরজা। মধ্যে মস্ত বড় উঠান, উঠানে দুইটা বড় বড় মাছ পড়িয়া আছে, আরও অনেকগুলি মাছ কোটা হইতেছে, ৫।৬ খানা বঁটি পাতিয়া ঝি গুলা বসিয়া কলরব করিতেছে ও মাছ কুটিতেছে। ২।৩টি বালক এক এক গাছা বাঁখারি হাতে করিয়া কাক চিল তাড়াইতেছে। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া উড়িতেছে ও ছ্যাঁক ছোঁক করিয়া রান্নার শব্দ শোনা যাইতেছে—মাছ ভাজার গন্ধ বাহির হইয়াছে।

একজন বামন। ওগো মাছ দিয়ে এস না, খোলা যে কামাই যায়।

একজন দাসী। কোটা হবে তবে ত দেব। বামুন যেন ঘোড়ায় চেপে এসেছে—মাছ কুটতে হ’ত ত জানতে পারতে।

বামন। বাবুদের কাছে গিয়ে জবাব দিস্, তখন জানতে পারবি ঘোড়ায় চেপে এসেছি কি হাতী চেপে এসেছি।

দাসী। আঃ মোলো, কেরে দুর্ম্মুখ বামুন তুই মুই করে— যাই দেখি বড় বাবুর কাছে।

দাসীর হাতে সোণার তাগা, গলায় সোণার হার।

অন্ত দাসী। এখন মাছগুলো দাও ভাই রাগ ক’রো না, ওরা ছোট লোক তাই ছোট লোকের মত কথা কয়; আর

বকাবকিতে কাজ নেই, মনিবের কায ক্ষেতি হবে।—দিচ্ছি গো মাছ দিচ্ছি।

একটি বড় ঘরে ক'নে নূতন মাহুর পাতিয়া বসিয়াছে, একখানি লাল পেড়ে ঢাকাই শাড়ী মাত্র পরা, চুলগুলি এলো খোঁপা বাঁধা। চারিদিকে ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে বৌ ঝি তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একজন শাঁখ বাজাইতেছে, একজনের হাতে সোনার বাটীতে তেল হলুদ ও সোণার কাজল-লতা; একজন একটি পাত্রে কতকগুলি সন্দেশ ও অন্য পাত্রে কতক-গুলি বোঁটাশুদ্ধ পান ও আস্ত সুপারি হাতে করিয়া আছে। একটি জানালায় একজন বিধবা স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন; যৌবনে তিনি যে সুন্দরী ছিলেন তাহা বোঝা যায়; রং গৌরবর্ণ লম্বা, রোগা, এখনো গড়নটি পরিপাটী মোলায়েম, বেশ প্রশান্ত মুর্ত্তিখানি। আমাদের দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া "এই যে দিদি, এস, এস, অন্নপূর্ণা এসেছেন, এখন সব কাজ সুপ্রতুল হ'বে, এতক্ষণে যে বাড়ী ব'লে মনে হচ্ছে—(প্রণাম করিয়া) হলুদটা ছুঁইয়ে নাও ভাই, তারপর বলছি সব। (আমাকে দেখিয়া) এই যে ছোট দিদি, কত ভাগ্যি আমার ভাই, তোমার দেখা পেলুম—দিদির বোন্ যে তা দেখেই চেনা যায়, মুখের বেশ আদল আসে, তবে দিদির চেয়ে রং ঢের ফরসা আর অমন মোটাও নন। ব'স ভাই ব'স। হলুদটা হ'য়ে গেলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কথা বার্ত্তা কই।"

দিদি, কাদু, ক'নের দিদিমা, ক'নের কাকী ও ক'নের বড় বোন, এই পাঁচ জনে হলুদ হাতে লইয়া একত্রে ক'নের কপালে তিনবার হলুদ ছোঁয়াইবামাত্র শাঁখ বাজিয়া উঠিল,

হুলুধ্বনি হইতে লাগিল, জোরে ঢাক ঢোল জগঝম্প ও নহবৎ বাজিয়া উঠিল; হলুদের পর চন্দন ও সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া ক'নের হাতে কাজল-লতাখানি দেওয়া হইল। বাজনার বিষম শব্দে রাণীর কোলে কাদুর ঘুমন্ত ছেলে জাগিয়া উঠিয়া আর এক বাজনা সুরু করিয়া দিল।

রাণী। আহ্লাদি, ঝুঁচকিটা আর জুটের ঘটী ঐ জানালায় রেখে ছেলে নিয়ে একটু বাহিরে হাওয়ায় দাঁড়াগে—ভিড়ে ছেলে ভয় পেয়েছে, বড্ড কাঁদছে।

আহ্লাদি। রোস না গায়ে হলুদ দেখি।

রাণী। ঐত হলুদ হয়ে গেল আর কি দেখবি বল্—নে যা না, ছেলে যে ককিয়ে রইলো।

আহ্লাদি। কোথায় ঘটি রাখি কে চুরি ক'রবে তখন আহ্লাদির দোষ হ'বে।

রাণী। চুরি যায় আমার যাবে, রাখ্ ঘটী ঐ জানালায়—নে ছেলে নিয়ে বাহিরে ফাঁকে যা—ভাল আপদ!

আহ্লাদি ঠিক করিয়া ঘটী রাখিয়া ছেলে লইয়া বাহিরে গেল।

দিদির মা। মেজ বৌমা, সব এয়োদের হাতে পান সুপারি আর মিষ্টি দাও। কাদু, দাও সবাইকে সিঁদুর পরিয়ে দাও।

এয়োস্ত্রীরা পরস্পরে পরস্পরকে সিঁদুর পরাইয়া সম্বন্ধ অনুসারে প্রণাম করিতে লাগিল। ক'নের মা আসিয়া ক'নেকে তুলিয়া লইয়া এক গেলাস সরবৎ খাইতে দিল; আর সকলকে জল খাইবার জন্ম বার বার ডাকিতে লাগিল।

দিদি। ও মেজবৌ এই দেখ্ আমার ছোট বোন্, সেই যে

বিদেশে ওরা থাকে। একটি গুঁড়ো হরি দিয়েছেন তাই নিয়ে নিবৃত্তি হ'য়ে আছে। ছেলের বিয়ে দিতে দেশে এসেছে! তুই কি ওকে কখনো দেখিস্‌নি ?

মেজ বৌ। একবার যেন দেখেছি, তখন্‌ খুব ছোট ছিলেন। ও নীরু, নীরু শোন্‌—

নীরু। কি মা—

মেজ বৌ। হ্যাঁরে, তোর ছোট মাসীমার ছেলের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিস্‌—

নীরু। (আমাকে প্রণাম করিয়া) আমি ত তাঁর নাম জানি না, মা। জেঠাইমা, তাঁর নাম কি গা ?

দিদি। তার নাম গণেশ।

নীরু। গণেশচন্দ্র, গণেশচন্দ্র কি ?

আমি। তাকে আমরা গণেশ বলে ডাকি, তার আসল নাম ললিতকুমার; ছেলে বেলা বড্ড মোটা ছিল তাই আমার শ্বশুর আদর ক'রে গণেশ গণেশ ডাকতেন।

দিদি। দেখেছ নাম খারাপ করা—বেশ নামটি ললিত কুমার। ওরা মিত্তির। ললিত কুমার মিত্তির বলে পত্র দিয়ো। মেজ বৌ কেমন আছিস্‌—জ্বর সেরেছে ? তোর কি আক্কেল, আমাকে নিতে গেলিনে!

মেজ বৌ। রাগ ক'রোনা দিদি, কাল জ্বরে অচৈতন্ত হ'য়ে ছিলুম, এই সবে ভোর বেলা জ্বর ছেড়েছে—উঠে এসে জানলাটিতে ব'সে আছি—ভাবছি কখন তোমরা আস্‌বে। এ তোমার বাড়ী তোমার ঘর তোমার দোর তোমার ছেলে তোমার বৌ তোমার নাত্নী, তুমি আগে তারপর আমি, আমি আবার

তোমাকে নিতে যাব কি দিদি? তুমি কার উপর অভিমান ক'রবে বল। চল দিদি জল খাবে, জল খেয়ে সব দেখো শুনো।

দিদি। তোর বোনেরা আসেনি?

নীরুর মা। এখনো কেউ আসেনি, তারা আসবে—বড় বৌমার বোনেরা আসবে—আমার ভাজ আসবে—ছোট বৌ আস্‌বে। আর বড় বেশী কেউ আজ আস্‌বে না, তাড়াতাড়ি ঠিক হ'ল, আয়োজন করবার অবসর পাওয়া গেল না; সবাইকে বিয়ের দিন বলা হ'বে, সেই দিন ঢের মেয়ে জড় হ'বে, আলাপী বন্ধু সবাই আসবে। কাল আবার বোয়েরা নিমন্ত্রণ ক'রতে যাবে; কতক চিঠি দিয়েও নিমন্ত্রণ হবে।

নীরুর স্ত্রী। ওমা চল মা, তোমার জন্যে একটু সাবু ক'রে রেখেছি এই বেলা খেয়ে নাও—এর পর গায়ে হলুদের সামগ্রী এসে প'ড়লে ভারি ভিড় হ'বে আর তোমার খাওয়া হবে না—আজ চারদিন উপবাসী—রয়েছে যে মা। জেঠাইমা আপনি চলুন এই বেলা কিছু মুখে দিয়ে নিন, ভাত খেতে ঢের বেলা হ'বে।

দিদি। আমাদের আবার বেলার ভয় কি মা—জাননা আমাদের জল খেতে ১২ টা বাজে, ভাত খেতে ৩ টে—আজ না হয় ৫টা হবে। তার জন্যে কি, তবে মেজ বৌ এই বেলা কিছু মুখে দিক। চল মেজ বৌ, আয় ভুবন, ঘর দোর সব দেখবি আয়।

আমরা একটি ঘরে জল খাইতে গেলাম। এই ঘরের এক পাশে ভাঁড়ার ঘর আর এক পাশে আর একটি ঘর—সে ঘরে

যত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এয়োস্ত্রী বৌ ঝিদের জল খাবার দেওয়া হইয়াছে। সারি সারি কুশাসন পাতা, সারি সারি কলাপাতায় ফল মিষ্টান্ন। তাহারা খাইতে বসিলে নীরুর মা বলিলেন, "গরম গরম লুচি কচুরি ভাজা হইতেছে বৌমা সকলকে কিছু কিছু দিতে বল।"

লুচি কচুরি পটল ও বেগুণ ভাজা দেওয়া হইল। এ ঘরে যত বিধবাদের জলযোগের আয়োজন হইয়াছে, কলাপাতায় ফল ও মিষ্টান্ন। আমি এবং রাণী খাইয়া আসিয়াছি বলিয়া আপত্তি করিলাম। দিদি তাঁহার মেজ যায়ের কাছেই এক পাতায় বসিলেন।

দিদি। আমি এই ঘরেই বসি—মেজ বৌ, তোর সাবু কই।

সাবু, কিছু বেদানা, পানফল, মুগের ডাল ভিজে, দুচারখানি আদার কুচি তাঁহাকে দিয়া গেল, দুই যায়ে কথা কহিতে কহিতে খাইতে লাগিলেন। আমি একটি জানালার ধারে বসিয়া উঠান ও ঘরের মধ্যে দুইই দেখিতে লাগিলাম; রাণী গৃহিণীপনায় নিযুক্ত হইল।

নীরু। (উঠানে দাঁড়াইয়া), দিদি, আমাদের ছুটি ভাতের কি হবে বল? ছুটি ভাত পেলে আমরা নিমন্ত্রণ ক'রতে সবাই বেরিয়ে পড়ি। ভাগ্যি আজ শনিবার পড়েছে—শনি রবি ছুটো দিন পাওয়া গেল

রাণী। এই যে পোলাওটা চড়েছে, নামলেই হয়—ঠাঁই ক'রতে ক'রতে পোলাও নাববে। দক্ষিণের ঘরের সবাইয়ের জল খাওয়া হ'ল বলে, হ'লেই ঠাঁই করে দিচ্ছি।

রাণী গোটা দুই দাসীকে আঁশ বঁটি হইতে উঠাইয়া আনিয়া দক্ষিণের ঘর পরিষ্কার করাইল। নিজে জল নুন সব দিল, ব্রাহ্মণকে তাড়া দিয়া রান্নাঘর হইতে ভাত বাহির করিল, এবং সকলকে আহারে বসাইয়া দিল। তাহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আহারের সময় প্রত্যেকের কাহার কি চাই জানিয়া আনাইয়া দিতে লাগিল। পুরুষ ১৫।১৬ জন হইবে আহার করিল, সকলেই রাণীর স্বসম্পর্কীয়। এমন সময় "গায়ে হলুদের সামগ্রী এল গো, শাঁক বাজাও," শুনিয়া একটি মেয়ে জোরে শাঁক বাজাইয়া দিল। দিদি ও নীরুর মা নীরুদের আহারের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যে ঘরে ক'নের গায়ে হলুদ হইয়াছিল সেই ঘরে জিনিস রাখান হইতে লাগিল।

নীরু। (আস্তে আস্তে রাণীকে) দিদি, একে একে লোক ঢুকলো তো কমগুলি নয়, ১০০ জন হ'বে। ১০০ জনের বিদায় ১০০৲ টাকা আর ঘটক সরকার প্রভৃতিদেরও কোন্ না ২৫৲ টাকা দিতে হ'বে—বাপ্‌রে গেছি যে।

রাণী। আবার ফুলশয্যায় তোমাকেও এমনি ক'রে সামগ্রী পত্র দিতে হ'বে। খুব সামগ্রী দিয়েছে দেখছি—সোণার বাটীতে হলুদ, সোণার কাজললতা—খুব দিয়েছে।

নীরু। আরে ওদিয়ে আমার কি লাভ বল? আমার কাছে থেকে নগদ টাকা নিয়ে এই সব দিয়েছেন—এর অধি- কাংশই আবার তাঁর ঘরে ফিরে যাবে। সকালে উঠে নগদ ২৫০০৲ হাজারের মধ্যে হাজার টাকা পাঠিয়ে দিই তবে হলুদ আসে। আমার বেহাই মশায়ের টাকা আছে বটে কিন্তু

ব্যবহারটা তেমন ভদ্রোচিত দেখছিনে। আমি ত এসম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছিলুম, পরশু দিন আবার মামা এসে পিড়াপিড়ি ক'রে ধরলেন, বল্লেন, ছেলেটি বড় ভাল, পয়সা কড়িও আছে, দিয়ে ফেল—তাতেই হ'য়ে পড়ল'। কিন্তু এই নগদ টাকা দিতে আমার বড় বিরক্ত বোধ হ'চ্ছে; আবার শুনছি খুব ঘটা ক'রে বর আস্‌বে—খরচ নাকি তিনি ঢের ক'রবেন, তবুও আমার এই গোটা কতক টাকা কেন যে নগদে নেওয়া তা বুঝিনে।

রাণী। আর খুঁৎ খুঁৎ করিস্‌নে ভাই, মা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল করুন, ভালয় ভালয় শুভকর্ম্ম নিষ্পন্ন হোক্‌।

নীরু। মাসিমা ছেলের বিয়ে দিতে এসেছেন না? আপনার ছেলের দর কত হেঁকেছেন মাসিমা? সস্তায় হ'লে আমি ২।১টি মেয়ে দেখে দিতে পারি।

আমি। দাও না বাছা ভাল মেয়ে একটি দেখে। টাকা কড়ি আমি কিছুই চাহিনে—আমাদের বিয়ে ত এমন টাকা কড়ি দিয়ে হয়নি, কিন্তু তবু বিয়ে ত হয়েছিল। তুমি বাছা ভাল মেয়ের সন্ধান ক'রো।

নীরু। দিদি, শ্যামদা'র মেয়ের সঙ্গে দিলে হয় না? মেয়ে ত নয় যেন পরী—শ্যামদা' যেমন ভদ্রলোক বৌদিদিও তেমনি লক্ষ্মী, মেয়েরাও তেম্‌নি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তবে মাসিমা, শ্যামদা'র পয়সা কড়ি নেই।

রাণী। আরে তুই ত সম্বন্ধ ক'রে চুক্‌লি ভাই, সে ঘরে যে হবে না—তারা মৌলিক—গণেশের যে কুল হ'বে—একটি ছেলে। মাসীমা সে মেয়ে দেখতে পাবে, আমাদেরই পাড়ায় বাড়ী, তার ঠাকুরমার সঙ্গে মায়ের সই পাতানো, তারা খিড়কি

দিয়ে সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ী আসে, আমরাও যাই। সইমার ছেলেদের দাদা বলি। তা সে যে হবার নয়, তোরাও যে ভাই মৌলিক, নইলে ঘরে ঘরে কায হ'ত; তোর সেজ মেয়েটির সঙ্গে, নীরু, এখনি হ'য়ে যেত। যাই আমি কুটুম বাড়ীর ঝিয়েদের বসাই। তুই ভাই চাকরদের খোজ তল্লাস নিস্, খাবার যায়গা টায়গা হ'ল কি না দেখ্‌গে, আমি লুচি টুচি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নীরু। হ্যাঁ, মহামান্ত মহামহিম রাজা পেঁচো, রাজা হরে, রাজা রামা, রাজা আমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয় দেখিগে আবার নইলে বেহাই মশায় ফোঁস্ ক'রে উঠবেন।

রাণী। আহা হোক্ না গরীব মানুষ, যত্ন ক'রে খাওয়াবিনে? ওদের খাইয়েই ত সুখ। বড় লোকেরা ত ঠোকরাবে খাবে ত ওরাই। ওদের খাওয়াতে আমি বড় ভালবাসি।

রাণীর সহিত আমরাও গায়ে হলুদের সামগ্রী দেখিতে গেলাম। সেখানে বিষম ভিড়। রাণী আমাকে একটু স্থান দিয়া সব ঝিয়েদের পা ধুইয়া আসিতে বলিল। একটা ঘরে শতরঞ্চ পাতিয়া তাহাদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে। জিনিস পত্র দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতেছেন।

নীরুর শাশুড়ী। দেখ বেয়ান, যেমন জিনিষ পত্র দিয়েছেন, ঘড়াটি তেমনি হয়নি।

দিদি। ঘড়াটা কিসের—পিতলের?

নীরুর শাশুড়ী। পিতলের একটাতে তেল দিয়েছেন, সেটা ডাগর আছে—আর ঐ যে দেখ না রূপার বাসনের সুটের ঘড়াটা, ঐটে বড় ছোট।

দিদি। কার্পেটখানাও ছোট। আমার নাতীকে যে

কার্পেট দিয়েছিল—একেবারে ঘরজোড়া কার্পেট। আর আমার মেজ মেয়ে সন্থর শ্বশুর যেমন জিনিস পত্তর দিয়েছিল—এত গায়ে হলুদ দেখেছি, তেমন কখনো দেখিনি।

নীরুর খাঃ। মেজ মেয়ের কাদের ঘরে বিয়ে দেছেন?

দিদি। সিমলের মিত্তিরদের বাড়ী।

নীরুর খাঃ। তাদের ত এখন আর কিছু নেই। তাদের এক ঘরর৷ আমাদের পাড়ায় বাড়ীভাড়া ক'রে আছে, তাদের কিছু নেই। কতদিন আপনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে?

দিদি। ভুবন, দেখি দেখি কি গহনা দিয়েছে দেখি—জড়োয়া ফুল চিরুণি আর হীরের চিক? বেশ দিয়েছে। একি রকম চিক্-লেক্‌সেস্ বুঝি? ক' হাঁড়ী ক্ষীর ক' হাঁড়ী দই দিয়েছে।

রাণী। ২০ হাঁড়ী ক্ষীর ১৫ হাঁড়ী দই। ২০ চেঙ্গারী সন্দেশ, ঘি ময়দা তরকারী ফল মেওয়া ক্ষীরের জিনিস যা যা এখনকার দেয় তা সব খুঁটিয়ে দিয়েছেন; গন্ধদ্রব্য, পাঁচএয়োর সাজ, রূপার আতরদান, গোলাপপাশ, চান ক'রবার জন্যে শাদা পাথরের জল চৌকী। এই দেখ মা কাপড় দেখ—এই বেনারসী একখানা, বোম্বাই একখানা, ঢাকাই একখানা, মান্দ্রাজী একখানা, আর রং করা চারখানা, রঙ্গীন ডুরে চারখানা—সবশুদ্ধ ক'নের এই ১২ খানা শাড়ী, ১২টা জ্যাকেট, ১২টা সেমিজ, ১২টা পেটিকোট, ১২টা বডি—খুব দিয়েছেন। এই যে পাঁচ এয়োর সাজ—বেনারসী একখানা ক'রে আর লালপেড়ে একখানা ক'রে, আর জলখাবারের রূপার বাসন, রূপার সিঁদুর চুপড়ি, এই যে গামলাগুলিও রূপার—এই গুলিইত এক একটা

ভাল গায়ে হলুদের সাজ। বৌ গেল কোথায়, এসে দেখুক না। (একটি বালককে) যা ত তোর মাকে ডেকে আন্ ত।

বালক। (ফিরিয়া আসিয়া) মা দিদিকে গয়না পরাচ্ছে, পরিয়ে আস্‌বে।

একজন কুটুম বাড়ীর দাসী, গলায় মোটা সোণার হার, হাতে তাগা, পরণে গরদ, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা আমাদের বৌমা কই? এইখানে একবার আনেন, সবাই দেখে চক্ষু সার্থক করুক। আমাদের কত আদরের বৌমা। মা ব'লে দিলেন, জিনিস পত্র সব তাঁরই মনে ধরেনি তা আপনাদের মনে ধ'রবে কি, আপনারা যেন অপরাধ না নেন্।"

নীরুর মা। সে কি বাছা, এমন কথা বল্‌তে আছে? এত দিয়েছেন তবু মনে ধ'রবে না? খুব মনে ধরেছে। বর ক'নে সুখে থাক্ ভোগ করুক্, এই তোমরা দশ জনে বল।

দিদি। হ্যাঁগা বাছা, একি তোমাদের প্রথম ছেলে? না না তা কেমন ক'রে হবে, আমরা যে মৌলিক, তাহলে যে কুল হ'ত।

দাসী। না মা, কর্ত্তার আর পক্ষের বড় বড় ছেলেরা আছে, বৌ আছে। বড় নাতিটিই বিয়ের যুগ্যি হয়েছে—এটি এ পক্ষের ছেলে। এ পক্ষের এই ছেলেটি আর চার মেয়ে। গিন্নিমা বড় সৌখীন, তাঁর ত এই সবে ধন নীলমণি—তিনি বলেছেন যে সাধ মিটিয়ে ভাল ভাল সামগ্রী দেব। গিন্নিমা বড় মিশুনে মানুষ—এই দেখবেন, কুটুম্বিতা হোক্ আগে, তাঁর পরিচয় পাবেন। সতীনপো-বৌদের নিয়েই এত আদর এত যত্ন করেন, যে দেখে সেই অবাক্ হয়ে থাকে।

দিদি। তুমি বুঝি অনেক দিন ওঁদের বাড়ী আছ ?

দাসী। আমি আগে তাঁর বাপের বাড়ী ছিলুম। গিন্নিমার অম্বলের ব্যারাম, তাই আমায় বল্লেন সরি মাসী তুই এসে আমার কাছে থাক্ নইলে আমার ছেলে পিলে মানুষ হয় না—তাই এই ক'বছর রয়েছি।

কনেকে লইয়া নীরুর স্ত্রী আসিল।

দাসী। এস এস আমাদের ঘরের লক্ষ্মী এস—দেখি দিদি-মণি ব'স দেখি, ভাল ক'রে দেখি। ওলো ও হরি ও শামী, এই দেখ্ ভাল ক'রে দেখ্। ছোটদাদাবাবুর বৌ কত খুঁজে খুঁজে করেছি। মা, ব'লবো কি, ঘটকিরা গিন্নিমাকে না হ'বে ত হাজার মেয়ে দেখিয়েছে—এবার এই মেয়ে দেখে আমি বলেছি যে, না তুমি দেখতে যেতে পাবে না আমি ঐ মেয়ে করবোই। কিন্তু দেখ্ শামী, ক'নের মা কি সুন্দরী, যেন ছবি-খানি, যেন উনিই ক'নে। ক'নেটি রূপসী বটে কিন্তু মার মত অত রং নয়, অমন গড়নও নয়।

শ্যামী। অ বৌদিদি, আমাদের দিকে চেয়ে দেখ—আমা-দের সঙ্গেই ঘর ক'রতে হবে। কথা কও; দাদাবাবুকে গিয়ে কি ব'লবো বলে ক'য়ে দাও।

সরি। মরণ! চুপ কর, রকম দেখ!

নীরুর মামী। হ্যাঁগা, কত্তার আর পক্ষের ছেলেরা না ভিন্ন ? তাদের বাড়ীও না ভিন্ন ?

সরি। সে আর ভিন্ন নয় মা, সে একই। বাড়ী দুখানা, মাঝে দোর, সর্ব্বদা যাওয়া আসা সকলই আছে; তবে কিনা কত্তামশায় বড় সেয়ানা মানুষ—কি জানি এর পর যদি না বনিবস্তা

না হয়—আপনি থাকতে থাকতে সবাইকে গুছিয়ে দিয়েছেন। কত্তাবাবুর আর পক্ষের ছেলেরা একেবারে মা অন্তপ্রাণ। এই সব গায়ে হলুদের সামগ্রী কি গিন্নিমার মনে ধরে? কত্তাবাবু এক আনলেন, তাঁর মনে ধরলো না—তিনি সে সব ঘরে রেখে নিজের কড়ি দিয়ে সব দোকর ক'রে আনালেন; বড় বাবুইত সে সব বাজার ক'রে দিলেন। গিন্নিমার মতন বৌপালুনি এ ভবানীপুরে আর নেই। ঐ যে বল্লুম সতীনপো-বৌদের নিয়ে কি করা, এত নিজের বৌ। মা ঠাকরুণের ত পাওনার দিকে নজর নেই, যে সব গয়না বৌয়ের জন্ত গড়িয়েছেন, এ সব তার কাছে কোথা লাগে।

নীরুর মা। রাণী, মা তুমি কুটুমবাড়ীর ঝিদের বসিয়ে দাও, পাতা হয়েছে।

রাণী প্রত্যেক ঝিয়ের কাছে গিয়া "এস মা উঠে এস, বেলা হয়ে গেছে খাবে এস" বলিয়া তুলিয়া লইয়া সকলকে আহারে বসাইল। ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতে লাগিল। পাতা সাজান ছিল। লুচি, কচুরি, পাঁপরভাজা, পটলভাজা, বেগুনভাজা, ছোকা, ছোলার ডাল, ও চাট্‌নি এইসব কলার পাতায়, আর খুরিতে খুরিতে মাছের কালিয়া, ক্ষীর, দই, মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছে। তাহারা খাইতেছে আর গিন্নিরা সকলে "কি চাই, আরও খাও, লুচি দাও", বলিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

এ দিকে নিমন্ত্রিতারা গাড়ী গাড়ী আসিতে লাগিলেন—সকলেই একবার করিয়া গায়ে হলুদের জিনিষ পত্র দেখিতে লাগিলেন। কালীকান্তের স্ত্রী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে প্রভৃতিতে

দুইখানী গাড়ী ঠাসিয়া আসিল। নীরুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সকলে কই ?"

কালীর স্ত্রী। সবাই এলে চলবে কেন কাকীমা—তারা সব বিয়ের দিন আসবে। ঘটার বিয়ে ব'লে তারা সব বর দেখতে আসবে ব'লে আজ আরও এল না।' যাদের কোলে কচি ছেলে তাদের আজ এনেছি। ঐ দেখ না কতগুলি।

নীরুর মা। আমি কাউকে যেতে দেব না—দুটো ঘরে ঢালা বিছানা ক'রে রেখেছি, তোমরা সব শোবে।

কালীর স্ত্রী। আমাদের ত ইচ্ছে ক'রে কাকীমা যে তোমার বাড়ী দশদিন কাটাই—কি ক'রবো, হাত পা বাঁধা যে।

একটি বৌ। মা কনের আইবুড়ভাত খাবার জায়গা হয়েছে, সবাইকে নিয়ে আসুন।

নীরুর মা। চল দিদি, চল বেয়ান, ব'সবে চল—কাদু আয় মা।

প্রত্যেকের হাত ধরিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে ঘণ্টা খানেক লাগিল। সধবা স্ত্রীলোকেরা ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ক'নেকে লইয়া আহারে বসিল। ঘরের এক কোনে একটি প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে—শাঁক বাজিয়া উঠিল, বাহিরেও বাজনা ও নহবৎ বাজিতে লাগিল।

দিদি। টুনি, আগে মাছ আর পরমান্ন মুখে দে।

টুনি তাহাই করিল। ব্যঞ্জন ও ক্ষীর দই পরমান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতির খুরি পঞ্চাশখানি হইবে সাজান' হইয়াছে। কলাপাতে প্রথমে ভাত দিয়া আহার আরম্ভ পরে পোলাও লুচি কচুরি ক্রমে ক্রমে পরিবেশন করা হইল। ক'নেকে রূপার থালা বাটী

গেলাস প্রভৃতিতে সমস্ত একেবারে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহাকে আর পরিবেশন করা হইবে না। যাহা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহাই প্রচুর—সে কত খাইবে! রান্নার সমালোচনা হইতে হইতে আহার চলিতে লাগিল।

দিদি। মেজবৌমা, খানিকটা ছ্যাঁচড়া আনতে বল ত। যজ্ঞির ছ্যাঁচড়া আমি বড্ড ভাল বাসি।

নীরুর খাঃ। হ্যাঁ দিদি, আমিও। দেখনা কতখানি খেয়েছি।

দিদি। আর একটু নাও। ও ঠাকুর এ পাতে এ পাতে—

নীরুর খাঃ। (হাত নাড়িয়া) না না আর নয়, এ সব ত খেতে হবে, এ সব তা হলে কোন্ পেটে ধ'রবে! শুধু ছ্যাঁচড়া খেয়েই কি পেট ভরাবো? নাত্নির বিয়েতে খালি মেঠাই মোণ্ডা খেতে হয়।

দিদি। তা বেয়ান তুমি খুব মেঠাই মোণ্ডা খাও, আমি ও সব ভাল বাসিনে। (পোলাওগুলি পাতের এক পাশে সরাইয়া) রাণি, খানকতক লুচি আনতে বল্‌ত, আমি আবার পোলাও খেতে পারিনে।

নীরুর মা। ঠাকুর, মুড়গুলো কি সবই বুটের ডালে দিয়েছ?

ঠাকুর। আজ্ঞে না, ছোট ছোট কয়েকটা ঝোলে দেওয়া হয়েছে।

নীরুর মা। নিয়ে এস ত গোটা কতক—আর কালিয়ার মাছও খান কতক আন।

দিদি। (লুচি দেওয়ার পর) ঠাকুর, দুখানা গরম দেখে

কচুরি দাও ত। ওলো সুহাসিনী, তুই যেন দই খাস্‌নি, কোলে কচি ছেলে।

সুহাসিনী। কেন মা, ঐ দেখ নবদুর্গা খাচ্ছে, ওরও ত কোলে কচি।

দিদি। ওর যে মেয়েটা—মেয়ে নাড়াতে সব সয়; তোর যে খোকাটি—বেটা ছেলে, সুখী শরীর সর্দ্দি হবে যে।

নীরুর মায়ের নির্দ্দেশ মতে পরিবেশক দিদির পাতে কয়েকখানি মাছ ও একটা বড় মুড়া দিল—পরে বেয়ান, কাদু, কালীকান্তের স্ত্রী, নীরুর মামী প্রভৃতির পাতেও এক একটি মুড়া দেওয়া হইল। শেষে অনেকের পাতে মুড়া অভাবে বড় ল্যাজাও আনাইয়া দেওয়া হইল। আয়োজন প্রচুর, আহারও হইল প্রচুরতর, ফেলাও গেল প্রচুরতম।

দিদি। বেশ রান্না হয়েছে—খুব খেলুম—নাত্নির বিয়ে বটে। রাণি দেত, দই দে আর একটু—চিনিপাতা দই আমি খুব ভাল বাসি। (দই খাইতে খাইতে) আঃ বেশ দইটুকু হয়েছে—একি কুটুম বাড়ীর দই?

নীরুর মা। না, এ আমাদের ঘরের। দিদি আর একটু ক্ষীর নাও, ক্ষীরও নাকি ভাল হয়েছে।

দিদি। (হাত নাড়িয়া) উঁহুঁ না—না না করিস্ কি করিস্ কি, আর কি পেটে স্থান আছে? দই সামগ্রী তাই একটু চেয়ে খেলুম। দেখদেখি আবার ক্ষীর দিলে!

নীরুর মা। আমার মাথা খাও ঐ ক্ষীরটুকু খাও দিদি।

দিদি। (পরণের কাপড় শিথিল করিয়া দিয়া) আমি আবার ফেলা দেখতে পারিনে—মাথার দিব্যি দিস্ কেন, এই খাচ্ছি।

নীরুর খাঃ। আর একটু ক্ষীর নাও বেয়ান।

দিদি। না ভাই আর ব'লো না। বেন্ তুমি কি খেলে? এই যে পাতে সব প'ড়ে আছে। মোণ্ডা মেঠাই সকলি প'ড়ে আছে যে! খাও ভাই সন্দেশটি খাও। নীরু খাবার করেছে বড় সরেস।

নীরুর খাঃ। না বেয়ান আর পেটে ধর'বে না, খুব খাওয়া হয়েছে, ধরে তুলতে হবে—নাতজামাই ত এখনো আসেনি, কে ধ'রে তুলবে তাই ভাবছি।

নীরুর মা। কেন কমলার বর ত এসেছে, ডেকে দেব নাকি?

সকলে হাসিতে লাগিল। তখন সকলে একে একে আচমনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কতকগুলি ছোট ছোট বৌ ও মেয়েরা মিশিয়া "আমরা ঘাটে আচিয়া আসি" বলিয়া খিড়কির পুকুরে গেল।

কালীর স্ত্রী। মাসিমা, আসুন খিড়কির বাগান দেখবেন, বড় সুন্দর।

রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট দরজা আছে তাহা দিয়া খিড়কির বাগানে যাইতে হয়, অনেক সেই দিকে ছুটিল। এদিকে দাসীরা পাতা কুড়াইতে আসিয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

দাসী। হ্যাঁলা কামিনী, সব পাতাগুলোর মিষ্টি তুই নিবি নাকি? আর কারুকে নিতে নেই—না?

কামিনী। ঐ যে অত রয়েছে তুমি নাওনা—এই খানআষ্টেক পাতা আমি নিচ্ছি বইত নয়।

শুনিতে শুনিতে আমি খিড়কির বাগানে গেলাম। বাহিরে

অনেক কাঙ্গালী আঁচল পাতিয়া বসিয়া আছে—ভুক্তাবশিষ্ট লইবে। কাক, কুকুর, চীল ও কাঙ্গালী মিলিয়া বেশ একটি কলরব তুলিয়াছে।

বাস্তবিক খিড়কির বাগানটি ভারি সুন্দর। একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর, পুকুরের জল স্বচ্ছ যেন তলাটি পর্য্যন্ত দেখা যায়; ঘাটে চাতাল ও বসিবার জন্ত দুই দিকে উঁচু পৈঠা। দুটো বড় বড় বকুল গাছের ছায়ায় ঘাটটি যেমন স্নিগ্ধ তেমনি মনোরম। বাগানে অসংখ্য গোলাপ গাছ, এখনও বেশী ফুল ফুটে নাই, ২।১০টি যাহা ফুটিয়াছে তাহতেই বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে—শরৎকালে যখন ফুল ফোটার সময় হইবে তখন না জানি কি শোভাই হইবে। সকলে ঘাটে হাত মুখ ধুইতে ও গল্প করিতে লাগিল। বুঝিলাম একটু ফাঁকা স্থান পাইয়া তাহাদের বড় আনন্দ হইয়াছে। তারপর গোলাপ তুলিতে গিয়া কেহ কাপড় ছিঁড়িয়া বকুনি খাইল, কেহ হাতে কাটা বিধাইল, কেহ বকুল ফুল কুড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ বাগানে বেড়াইয়া আবার সকলে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া একটি ঘরে সকলে বসিয়া পান খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিল। একটা রমণী নিজের মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে তোর কানের এয়ারিং কই? যাঃ সর্ব্বনাশ কর্‌লি! ওমা কি হবে! সর্ব্বনাশী, সর্ব্বনাশ ক'রলি, কোথা ফেলে দিলি? এত ক'রে শাসিয়ে আন্‌লুম—'গয়না যেন হারায় না—'আলবড্ডে মেয়ে এসেই গয়না হারালে! হায় হায় কি হবে গো—কোথায় প'ড়্‌লো—সে—

মেয়ে। (অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে) আমি ত মা তখনি ব'লে-

ছিলুম যে কাণ প'রবো না, ওর এয়ারিংগুলো বড্ড প'রে যায়।

মেয়ের মা। (মুখ খিচাইয়া) কাণ এখন পর্‌বে না ত পর্‌বে কবে?. কাণ প'রলেই হারাতে হবে, সাবধান ক'রতে নেই? (সকলের দিকে চাহিয়া) দেখ ভাই, এমন হতভাগা দুরন্ত মেয়ে যদি আর দুটি আছে! এই এক বছর বে হয়েছে, সৃষ্টির গয়না ভেঙ্গে ছিঁড়ে হারিয়ে ত ছ-নয় ছয় ক'রে দিলে। কি ক'রবো মা, এই আবার এক ভরি সোণা গুণগার দিতে হবে! আঃ হতভাগি করলি কি?

ভর্ৎসনায় মেয়ে কাঁদিতে লাগিল। বাড়ীর সকলে গহনার সন্ধান করিতে লাগিল এবং "মেয়েকে ব'কলে আর কি হবে, চুপ কর, আহা কাঁদছে" বলিয়া মেয়েকে ও মাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। আমি বলিলাম "দেখ, হয় ত ঘাটে আঁচাতে গিয়ে ফেলে আস্‌তে পারে, সেইখানে একবার দেখে এস'ত!" বাস্তবিক সেইখানেই পাওয়া গেল। মেয়েটি যখন গোলাপফুল তুলিবার জন্য টানাটানি করিতেছিল, সেই সময় পড়িয়া গিয়াছে। এয়ারিং পাইয়া মেয়ে ও তাহার মা শান্ত হইতে না হইতে ঘরের আর একপাশে গোলযোগ উঠিল "ছেলের হাতের বালা কই?" একটি এক বৎসরের শিশুকে দাসীর কোলে দিয়া তাহার মা আহারে বসিয়াছিল—দাসী ছেলে লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, দাসীর পিছন হইতে এক হাতের বালা কে ছেলের হাত হইতে খুলিয়া লইয়াছে। আপশোষ, হা হুতাশ, দাসীকে তিরস্কার, ছেলের মায়ের প্রতি ভর্ৎসনা চূড়ান্ত রকম হইলে পর গোলমাল

থামিল—কিন্তু সকলেরই মনে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া রহিল।

রাণী। আসুন মাসিমা, আমাদের পাতা হয়েছে। আপনার সকাল সকাল খাওয়া অভ্যাস, আমাদের পাল্লায় প'ড়ে কেবল কষ্ট পাচ্ছেন। গহনা হারান' নিয়ে আরো দু'ঘণ্টা দেরি হ'য়ে গেল।

নীরুর মা। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের ছোট নেই বড় নেই গহনা প'রতেই হবে। সাহেবদের বেশ, পোষাকেরই জাঁক জমক, অত গহনা পরার ঘটা নেই। কচি ছেলেদের গহনা পরান' ত একেবারেই নেই।

রাণী। তারা দিন রাত্তির দাস দাসীর কাছে থাকে, কত চাকর দাসী নিত্যি আসছে নিত্যি যাচ্ছে - এক গা গয়না পরান' থাকলে কোনদিন কার গলা টিপে দিত তার ঠিক কি। আহা এই মাসখানেক হবে আমাদের পাড়ার একটি ছেলের গলায় একটু ভরি দুয়েকের হারের জন্তে ছেলেটাকে একটা চাকরে মেরে ফেলে পুকুরে গুঁজড়ে রেখেছিল। কত থানা পুলিশ হ'ল শেষে কি হ'ল ব'লতে পারিনে। আহা ছেলে ত গেল! কাদুর ছেলেরা এক গা গহনা প'রে থাকে, আমি ভয়ে মরি!

আমরা আহারে বসিলাম। নীরুর মা বেদানা ও একটু দুধ খাইলেন—বেচারীকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখাইতেছিল—কোন কায করিতে হইতেছে না বটে কিন্তু এই যে একটু আধটু ঘোরাঘুরি, তাহাও তাহার পক্ষে অন্যায় হইতেছে। কি করিবেন—শুইয়া থাকিলে সকলে নিন্দা করিবে!

নীরুর মা। ছোট দিদি আজ থাকবে ত?

আমি। না দিদি, আজ যাই, আবার বিয়ের দিন আস্‌বো—কিছু মনে ক'রো না ভাই আর কিছুর জন্য নয়—ছেলেটা বড় মা মা করে। ওর জ্ঞানে আমাকেই চেনে, আমার কাছছাড়া কখনো হয়নি; যা স্কুল আপিসে আমায় ছেড়ে থাকে, নইলে বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে মায়ে পোয়ে একত্রেই থাকি। আমি রাঁধি সে গল্প করে, আমি আমসত্ত্ব দিই সে কাগ তাড়ায়, সে ব'সে পড়ে আমি তাকে বাতাস করি বা না হয় সেই ঘরে ব'সেই সুপুরি কাটি, ডাল বাছি—এমনি ক'রেই কাটাই।

নীরুর মা। আহা তা বই কি! ঐ টুকু যে সব। ওর মুখ চেয়েই যে জীবনধারণ। তা এস দিদি বিয়ের দিন, সে দিন কলকাতার অর্দ্ধেক মেয়েছেলে জড় হবে। রাণী, হ্যাঁরে ছেলেরা কই এল না? সেই যা সকালে শ্যামাকান্ত এসেছে, আর সব কই?

রাণী। ও মেজকাকীমা, তারা আজ খুব ঠকেছে—নীরু যখন পাকা দেখতে যাবার জন্যে তাদের নিতে গেল তখন কি কেউ বাড়ী ছিল? তারা আপনারা রেঁধে বেড়ে খাবে ব'লে বাজার ক'রতে গেছে, কেবল শ্যামাকান্ত ছিল, সেই এসেছে!

নীরুর মা। এ বে যে ছয়্‌কোটের হ'চ্ছে, ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলে হয়। নগদ টাকা দিতে হবে ব'লে নীরু ত সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছিল; সে বলে, 'ও প্রথা ভাল নয়, আমি ওতে প্রশ্রয় দিব না। আমার পছন্দ হ'য়ে থাকে, আমি যা দেব তাইতে সন্তুষ্ট হ'য়ে আমার মেয়েটি নিয়ে যান্‌, আমি নগদ টাকা দেব না।' বুড়' ত রেগে গেল, তারপর আবার বুঝি গিন্নি তাড়া দিয়েছে, তাই আমার ভাইয়ের কাছে ঘটক পাঠিয়ে

কত মিনতি করেছে; দাদা এসে নীরুর হাতে ধ'রে গায়ে হাত বুলিয়ে রাজি করিয়েছেন—তবুও নীরু বলেছে সভায় নগদ টাকা ঢেলে দেবে না, আগে পাঠিয়ে দেবে। তারা বলে সে ত ভাল কথা। বুড়োর টাকা আছে, কিন্তু কিছু কৃপণ—এ পক্ষের স্ত্রী কিন্তু, তেমনি—দুহাতে খরচ ক'রছে—টাকার শোকে বুড়' বাঁচলে হয়!

রাণী। আহা দেখ কাকীমা, তাঁর হ'ল উপার্জ্জনের পয়সা কত কষ্ট ক'রে তবে হ'য়েছে, তাঁর ত মায়া হবেই—এ পক্ষের স্ত্রীর কি বল! বাপ মায়ে ধনের লোভে বুড়র হাতে দিয়েছে, উনিও কাজেই ধনের সুখ মনের সাধে মিটিয়ে নিচ্ছেন। সময় কালের স্ত্রী যেমন স্বামীর দরদ বোঝে দোজবরেতে বলে নাকি তেমন হয় না।

আহারান্তে রাণী বলিলেন, "ঝি চাকররা খেতে ব'সেছে, চলুন তাদের একবার দেখে আপনাকে মেজকাকীমার বাড়ী ঘর দেখাই।"

উঠানে রকে দালানে, চাকর দাসী মালী বাজন্দর ধোপা নাপিত প্রভৃতি আশ্রিত ভৃত্যাদি সকলে আহারে বসিয়াছে, সেখানে দিদি, নীরুর স্ত্রী, নীরুর শাশুড়ী প্রভৃতি দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমরাও গিয়া জুটিলাম। রাণী দইয়ের হাঁড়ি হাতে লইয়া পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইল।

নীরুর মা। এস আমরা দোতলায় যাই, আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে।

দিদি, আমি ও নীরুর মা, এই তিন জনে উপরে গেলাম, সেখানে কালীকান্তের স্ত্রী, কানু ও আরও কতকগুলি রমণী ঘরে

ঘরে ঘুরিতেছিল। নীরুর মা কালীকান্তের স্ত্রীকে বলিলেন, "বড় বৌমা, ছেলেরা কখন আসবে ব'লতে পার?" বড় বৌমা বলিল, "তারা ত আসবে না।"

নীরুর মা। সে কি আসবে না কি?

কালীর স্ত্রী। তারা যে মাংস টাংস কত কি বাজার ক'রে এনেছে, তাদের রান্না বান্না হবে; এখানের নিমন্ত্রণ শুনে হায় হায় ক'রতে লাগলো; কিন্তু আসবার যো নাই, জনকতক বন্ধুকে যে খেতে ব'লেছ! তারা বলেছে কাল ভোরে আসবে আর বর ক'নে বিদায় হ'লে তবে যাবে।

দিদি। আমারও পোড়া মন, আমি যদি কাল রাত্তিরে বলি যে নীরুর মেয়ের বিয়ে ঠিক হ'য়েছে, তাহলে তারা ত আজ ভোরে আপনারা এসে হাজির হয়! মেজকাকীর বাড়ী কি তারা নেমন্তন্নর ওয়াস্তা রাখে? সে ছোটর বাড়ী—নেমন্তন্ন না হ'লে যায় না, আর সেখানে এত আবদারও ক'রে না।

নীরুর মা। ছোট বৌ বিধবা হয়ে পর্য্যন্ত বাপের বাড়ী থাকতেন তারপর এখন ছেলেগুলি মাথাধরা হ'তে বেরিয়ে বাড়ী ক'রেছেন; তাঁকে ওরা অত চেনে না, আমি ওদের হাতে ক'রে মানুষ করেছি, আমার কাছে সমীহ কি! রাণী ত আমার ঘরেই শুতো, আমার ঘরেই খেতো। নীরু আর রাণী এক বছরের ছোট বড়; নীরু হ'তে রাণীর একটু একটু হিংসা হ'য়েছিল, রাণী ক'রতো কি, হ'ল নীরুর ক'ড়ে আঙ্গুল কামড়ে দিলে, নয় ত চিমটি কেটে দিলে, নয় ত কাঁথাখানা উঠানে ফেলে দিলে—এমনি ক'রতো, আবার কত আদরও ক'রতো। একত্রে খেলাধূলা—নীরু রাণীকে বড় ভালবাসে, মায় পেটের বোনকেও

কেউ এর চেয়ে ভালবাসতে পারবে না। ঐ দেখ আমাদের ছোট বৌ আর তার বৌ আর নাতি নাত্নি এল। যাই ভাই একবার নীচে যাই।

দিদি। ছোট বৌয়ের আক্কেল দেখ। সন্ধ্যা জ্বেলে এখন নেমন্তন্ন খেতে এলেন। আর আমরা বেড়াই।

দিদি। (অন্য ঘরে গিয়া) এ ঘরে কে শোয় মেজবৌমা?

"এ ঘরে আমি শুই" বলিয়া মেজবৌমা (নীরুর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী) উত্তর দিল। ঘরে একজোড়া খাট, কড়িকাঠ হইতে মশারী ঝুলিতেছে; মশারীর ভিতর পাখা। পরিষ্কার বিছানা—প্রস্তুতই আছে। একটি আয়না-টেবিল, তাহাতে নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য—একটি আন্‌লাতে কয়েকখানি শাড়ী কোঁচান' আছে, জ্যাকেট ও সেমিজ ২।১টি ঝুলিতেছে, গোটা দুই কামিজও ঝুলিতেছে—একটি বড় আলমারী ঝক্‌ঝক্ করিতেছে—একটি গ্লাসকেসে দেশী বিলাতী খেল্‌না সাজান'—একটি দেরাজের উপর কতকগুলি ধুতি উড়ানি কোঁচান' রহিয়াছে। এটি নীরুর মেজ ভাইয়ের ঘর, দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একধারে একখানি সোফা ও খানদুই চৌকি—একটি টিপাইও এ ঘরে আছে। দেয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙ্গানো। সে ঘর হইতে নীরুর ঘরে গেলাম। পাশাপাশি দুইটি ঘর—একটিতে খাট বিছানা আলমারী প্রভৃতি প্রায় পূর্ব্বোক্ত ঘরেরই মতন আস্‌বাব পত্র—আর একটিতে নীরুর ছোট ছোট সন্তানেরা থাকে—খুব উঁচু গদিপাতা মেঝেতে বিছানা করা, মশারী ফেলা রহিয়াছে, ছোট ছোট বালিশ পাশ-বালিশ দিয়া প্রত্যেকের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে ঘরে

একটি মাছুরের উপর কাঁথা পাতিয়া একটি ৪।৫ মাসের শিশু কোলে করিয়া একজন দাসী বসিয়া আছে।

দাসী। মাসিমা, বৌদিদি কোথা গা? আমি যে খোকাকে আর রাখতে পারছিনে। একবার যদি এসে দুধ দিয়ে যান তবে আবার কতক্ষণ থাকে। লক্ষী ছেলে ব'লতে হবে—সেই যে বেলা ৯টার সময় বৌদিদি নেবে গেছেন—আর দেখা নেই।

নীরুর মামী। ওমা তুই খেতে যাস্‌নি? সবাই যে ব'সেছে।

দাসী। থাক্‌ মা, আমার খাওয়ার জন্যে কি। দেখ বাছার মুখ দেখ—দেখ দেখ ঠোঁট ফোলাচ্ছে দেখ, মার মুখ দেখতে পাচ্ছে না ব'লে ঠোট ফোলাচ্ছে দেখ—ও ধন ও মাণিক কেন যাদু, নিশ্বেস ফেল কেন ধন?

বলিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিল। নীরুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি আসিয়া ছেলে লইয়া বলিল, "যাও যাও ঝি, তুমি এইবার ব'সগে; ছোটকাকীমার বাড়ীর ঝি আর তুমি, এই বাকি আছে আর সবার হ'য়েছে। রান্নাঘরের রকে তোমাদের পাতা ক'রে দিয়ে এসেছি, ঠাকুরঝি আছেন তোমাদের সব দেবেন। যাও যাও, ওসব এখন গোছান' গাছান' মাজা ধোয়া থাক্‌, কামিনী এসে ক'রবে এখন।"

দাসী। আমার জন্যে কি বৌদিদি, কাজের বাড়ী বেলা ত হবেই—ছেলে যে মারা প'ড়লো।

নীরুর স্ত্রী। কেন, গাইদুধ খাওয়াওনি?

দাসী। না হলে কি রাখতে পারতুম? কিন্তু একদিনে অত গাইদুধ খেলে অসুখ হবে যে।

নীরুর স্ত্রী। কি ক'রবো বল, একটার পর একটা কায—যাও এখন তুমি যাও, কামিনীকে পাঠিয়ে দিয়ো।

ঝি চলিয়া গেল। নীরুর স্ত্রী ছেলে শান্ত করিয়া ছেলে ঘুমাইতেই কাঁথায় শোয়াইয়া একটি নেটের ঢাকা চাপা দিল। কামিনীকে ঘরের কায করিতে বলিয়া আমাদের অন্যান্য ঘরে লইয়া গেল। সকল ঘরগুলিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটি ঘর বসিবার। নানা গঠনের চেয়ার সোফা ফুলদানী ছবি দিয়া ঘরটি সাজান'। ঘরে একটি হারমোনিয়মও আছে। নীরুর মামী বলিলেন, "নীরুর সঙ্গে অনেক সাহেব সুবোর ভাব আছে কিনা, তাহাদের মেমেরা সব বৌমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসেন, তাই এই ঘর সাহেবি ধরণে সাজান। দেখো না কত মেম আসবে বিয়ের দিন। আমাদের বৌমারা সবাই বেশ ইংরাজী কথা কইতে, গান বাজনা ক'রতে জানেন। ঐ ছবিখানা বড় বৌমার হাতের, ঐ বালিশটা মেজ বৌমা ক'রেছেন, ঐ টিপাই ঢাকা বড় নাত্নির হাতের।"

সে ঘরের সব দেখিয়া শুনিয়া বারান্দার এক পাশে একটি ছোট ঘরে গেলাম, তাহাতে দুইটি ছোট ছোট উনান। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ঘরে বুঝি ছেলেদের দুধ জ্বাল হয়? ওমা একি! বারান্দায় যে শিল নোড়া খুন্তি চাটু, এক সংসারের জিনিষ সব রয়েছে।"

নীরুর মামী। এ বৌমাদের ঘর সংসার তা বুঝি জান না? বৌমারা যে ভিন্ন!

আমি। সে আবার কি রকম?

বৌমারা হাসিতেছে।

নীরুর মামী। এই দেখ বৌমাদের ভাণ্ডার। দেখাও না গো।

মেজ বৌমা। এখন ছোঁবার যো নেই, আমাদের যে ভাত-খেগো কাপড়।

নীরুর মামী। বটে—আবার এত বিচার!

নীরুর স্ত্রী। বিচার না ক'রলে ত মা আমাদের হাতে খাবেন না।

নীরুর মামী। তবে শোন ছোট্‌ঠাকুরঝি বলি—ঠাকুরঝি বলেন কি, যে এখনকার মেয়েরা খালি লেখাপড়া শেখে, ঘর-কন্নার কায শেখে না, এটা ভাল নয়; তাই তিনি করেন কি, ছোট ছোট বৌঝিয়েদের হপ্তায় তিনদিন ক'রে রাঁধতে হবে নিয়ম ক'রে দিয়েছেন—গৃহস্থের সকলের রান্না নয়, নিজেদের মতন। একদিন সকালে রাঁধে, একদিন বিকেলের জলখাবার করে, একদিন রাত্রের খাবার করে, ক'রে আপনারা খায়, যেদিন ভাল হয় শাশুড়ী দেওরকে আদর ক'রে খাওয়ায়। এই যে ত্নটো জালের আল্‌মারী দেখছ, এর একটায় চাল ডাল ঘি ময়দা তেল নুন চিনি মস্‌লা সব আছে—আর একটায় তরি তরকারী ফল জলখাবারের সন্দেশ টন্দেশ, মিছরি, বারলি, সাবু, এরারুট এই সব থাকে। ঐ দেখ ঐ তাকে সব পাথরের বাসন, ঐ দেখ ঐ তাকে কাঁশা পিতলের বাসন। ঐ বৌদের শিল নোড়া, যে দিন যা রাঁধতে ইচ্ছা হবে, আপনারা তার মতন মস্‌লা টস্‌লা বেটে ঘসে নেবে। আপনারা রাঁধবে, আপনারা খাবে—সেই সেই দিন সেই সেই বেলা তারা হেঁসেলের রান্না কিছুই পাবে না।

দিদি। মেজ বৌ বিধবা মানুষ, সে ঐ পুঁটে পুঁটে বৌগুলো নাত্নি গুলোর হাতে খায়?

নীরুর মামী। ঠাকুরঝি বলেন যে তা না খেলে ওদের যত্ন আর উৎসাহ হবে কেন? ওরা আবার আচার বিচার শিখবে কেন? হয় ত এঁটো হাতটাই কাপড়ে দিলে, নয় ত আঁশ হাতটাই ভাঁড়ারে দিলে—সব রকম শিক্ষা দরকার। তা সত্যি বৌয়েদের এমন আচার বিচার আর ওরা এমন পরিষ্কার যে ওদের হাতে খেতে ভক্তি হয়। ঐ দেখ ওদের রাঁধবার কাপড় সব কাচা কোঁচান রয়েছে। ওরা দুজন ক'রে এক একদিন রাঁধে একজন রাঁধে, একজন যোগাড় দেয়। জল পর্য্যন্ত তুলে আন্‌তে হয়—ঐ যে কতটুকু কলসী দেখ না। কুটুনো বাটনা চালধোয়া এই সবই ওরা নিয়ম ক'রে করে। আট বছরের হ'লেই রাঁধতে হয়। ঐ যে বারান্দায় ক্ষুদে উনুনটি—ঐটি অ্যাপ্রেন্টিসদের; ঐতে হাত পাকলে তবে ঘরে ঢুক্‌তে পায়।

নীরুর মা। (আসিয়া) কি ভাই, আমার ছেলেমানুষি দেখ্‌ছ?

আমি। ছেলেমানুষি কি ভাই—এতো তুমি বেশ ব্যবস্থা ক'রেছ।

নীরুর মা। কি করি, আমি দেখলুম নীরু তো সাহেব হ'য়েছে, মেয়েদের বৌদের ইংরাজী শেখার জন্য একজন মেম রেখে দিয়েছে, হপ্তায় তিনদিন ক'রে মেম এসে তাদের শেলাই ইংরাজী আর হারমোনিয়াম শেখায়। আমিও হপ্তায় তিনদিন তাদের ঘরকন্না শেখাবার ব্যবস্থা ক'রলুম। আবার এটাও ত দেখতে হবে যে ওদের চাপাচাপি বোধ না হয়। ওরা পোড়া ঝোড়া

যা দেয় আমি আহ্লাদ ক'রে খাই ব'লে ওদের বড় আনন্দ হয়। আমি ওদের রান্নার কাছে গিয়ে কখনো টিক্‌টিক্ করিনে, যা ইচ্ছে নিজেরা করুক। কি দিয়ে কি রাঁধতে হবে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, আবার রান্নার বইগুলোও কিনে দিয়েছি তাতেই কায চ'লে যায়। এখন আমার মেজ বৌমা আর সেজ বৌমা রাঁধতে পারেন।

আমি। বড় বৌমা রাঁধেন না?

নীরুর মা। তিনি খুব ভাল রাঁধতে পারেন কিন্তু কখন রাঁধবেন? তাঁর ছেলেতে মেয়েতে, ব'লতে নেই, মা ষষ্ঠী বাঁচিয়ে রাখুন, দশটি—সকলের নাম ধ'রে কেমন আছিস জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর শুনতেই তাঁর দিন কাবার—তিনি রাঁধবেন কখন! মেজ বৌমা সেজ বৌমাকেও আর নিয়মে রাঁধতে হয় না, তাঁরা এখন আউট—পাশ হ'য়ে বেরিয়েছেন—ছোট ছোটরা রাঁধে। আপনারা ডাল ভিজোয়, ডাল বাটে, বড়ি দেয়, জাঁতায় ডাল ভাঙ্গে। মাসকাবারি এলেই আমি কিছু কিছু জিনিস ওদের ফেলে দিই, ওরা ওদের ভাঁড়ারে ঝেড়ে বেচে তোলে।

আমি। বেশ দিদি, বেশ কর। এতে ওদের শিক্ষাও হয় মনও প্রফুল্ল থাকে—সকলে মিলে মিশে কায করে তাতে একটা পারিবারিক আত্মীয়তাও থাকে।

নীরুর মা। এখন আমার ভাঁড়ারের কায আমার সঙ্গে মেজ বৌমা ও সেজ বৌমা করেন; সংসারের সব ওঁরাই দেখেন।

আমি। মেজদিদি, তোমার ছেলেরা কি সকলেই উপার্জ্জন ক'রতে শিখেছে?

নীরুর মা। পড়া সবারই শেষ হ''য়েছে, ছোট এইবার বি, এল্, দিবে—কিন্তু রোজগার ভাই সব নীরুর, নীরু হ'তেই যা দেখছ সব। ওরা এখনও বিশেষ কিছু আনৃতে পারে না—মেজটির ওকালতীতে বিশেষ কিছু হ'ল না,—সে মুন্সেফীতে নাম লিখিয়েছে—সেজটি ডাক্তার—নটি ইঞ্জিনিয়ার, এই নতুন চাকরি হ'য়েছে। নীরুর ইচ্ছা ছোটকে বিলাতে পাঠায়—তা দেখি কি হয়, সে যা ব'লবে তাই হবে।

দিদি। এই যে ছোট বৌ, খাওয়া হ'ল? (তাহারা প্রণাম করায়) বেটা দুটি বেঁচে থাক্, গতর সুখে থাক্। হ্যাঁলা, একেবারে সন্ধ্যা জ্বেলে কি আস্তে হয়? ছেলেরা এসেছে?

রাণীর সহিত তাহার ছোট কাকী ও তাঁহার বধূ প্রভৃতি আসিয়া একে একে আমাদের প্রণাম করিতে লাগিল।

ছোট বৌ। ঘর সংসার গুছিয়ে তবে ত আসা, এই ক'রতে ক'রতেই বেলা গেল। ছেলেরা বৌয়েরা সবাই এসেছে। তুমি কখন এলে?

দিদি। আমি কোন্ ভোরে এসেছি, এসে গায়ে হলুদ দিলুম—ঘর সংসার ত সবারই বারমাস আছে, তা ব'লে কি আপনার জনকে ভুলে থাকৃবো? থাকিস্ ত সেই কাছাকাছি, একদিন বেড়াতেও কি যেতে নেই? এই দেখ্ আমার ছোট বোন এসেছে দেখ্।

আমি প্রণাম করিতে গেলাম, তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া আমার দুই হাত ধরিলেন। দিদির ছোট যা মোটা সোটা, রং ময়লা, একটিও দাঁত নাই, বয়স কত অনুমান করা যায় না।

দিদি। তা ও তোকে প্রণাম ক'রতে পারে, তুই ওর চেয়ে বড়; ও আমার কালীকান্তের বয়সি, কালীকান্ত তোর চেয়ে ঢের ছোট। কালীকান্ত যখন এক বছরের তখন তোর বে হয়।

কালীর স্ত্রী। মেজ কাকীমা, এইবার আমাদের বিদায় করুন, সেখানে আবার যজ্ঞি ফেঁদে সব ব'সে আছে, কি যে ক'রছে তাই ভাবছি। তারা যে দিন রেঁধে বেড়ে খেতে যায়, আমার ভয় করে। বাজারে যাবার সময় ব'লে যাবে—তোমাদের কিছু আমরা চাইনে, সব কিনে আনবো—রান্না চড়িয়ে পাঁচশবার আমার কাছে আসবে—তেজপাতা দাও—একবার এল' পাঁচ-ফোড়ন দাও—আবার এল' ঘি দাও কম হ'চ্ছে—আবার এল' লঙ্কা দাও—এই কাণ্ড ক'রবে। ও শনিবারে করেছে কি—পোলাওটা ধরিয়ে ফেলেছে—রাত তখন দশটা বাজে, বিজয় ঠাকুরপো এল'—বৌদিদি শোন, খান দশবার' লুচি দিতে পার? —আমি বল্লুম, কেন?—না পোলাওটা একটু ধ'রেও গেছে বটে, গ'লেও গেছে বটে, সেটা তেমন মুখরোচক হয়নি, তা মাংস আমাদের যথেষ্ট আছে তাতেই পেট ভ'রবে, তোমরা যেমন ভাতের সঙ্গে তরকারী দাও, আমরা তেমনি মাংসের সঙ্গে লুচি খাব, ২।১০ খানা হ'লেই হবে। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, তোমরা ক'জন? বল্লে, বেশী নয়, এই জন ষোল। আমি বল্লুম, জন ষোলয় আট দশখানা লুচি খাবে কি ক'রে? বল্লে, ও ঠিক হবে তুমি দাওনা—বলে আরো কত বক্তৃতা ক'রলে—আমি বল্লুম, চল নীচে যাই দেখি কি ক'রতে পারি, তোমার বক্তৃতা রাখ। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি যে ভাতটি সবে ফুটে উঠেছে—মেয়েরা

পান্তা খেতে চেয়েছিল তাই এক হাঁড়ি ভাত রেঁধে রাখতে দেওয়া হ'য়েছিল। ঠাকুরকে বল্লুম, ঠাকুর, ঐ আধকাঁচা ভাতের ফেন গালো, আমি আসছি। ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে চাটি ছোট এলাচ, বড় এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, জাফরাণ, আধসের দুধ, আধসের মাখম মারা ঘি নিয়ে এসে ঠাকুরকে বল্লুম, দাও ঘি ভাত ক'রে দাও। ঠাকুর ডেকচিতে ক'রে ঘি আর সেই ভাত আর মশ্‌লা চড়িয়ে দিলে, জাফরাণ বেটে দুধে গুলে ছেড়ে দিয়ে নুন দিয়ে দমে বসালে। জলখাবারের জন্যে বাদাম পেস্তা ছাড়ান ছিল তাও দেওয়া হ'ল—২০ মিনিটের মধ্যে খাসা ঘি-ভাত তৈরি হ'য়ে গেল। ঠাকুরপো এতক্ষণ চোরের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, মুখে বাক্যি নেই, দেখ্‌ছে আমি কি করি, যেমন হাঁড়ি নাবলো আর হুরে ক'রে লাফিয়ে বাহিরে গেল। বামন ঠাকুর হাঁড়ি শুদ্ধ দিয়ে এল' তখন সব ভোজনে ব'সলো।

রাণী। খাচ্ছে আর 'জয় অন্নপূর্ণার জয়' ব'লে চেঁচাচ্ছে—তার পর দিন কয় ভাইয়ে ফুলের মালা, তোড়া, নিয়ে এসে বৌকে পূজো ক'রবে—সেই ফুল দিয়ে বৌকে ভূষিত ক'রলে, পায়ে চন্দন মাখালে, শাঁখ বাজালে, কত নকল যে ক'রলে!

কালীর স্ত্রী। তাই ব'লছি আজ যাই, বেলাও গেছে, আবার নন্দাই ছুটি আসবে।

নবদুর্গা। (মায়ের সন্ধানে আসিয়া) হ্যাঁগা, আমার মা কই? এই যে—ওমা বাড়ী যাবে না? ছোট কাকা কি ব'লে দিলে মনে নেই? এইবেলা চল তারা যে ব'সে থাক্‌বে।

কালীর স্ত্রী। কি ব'লে দিলে? আমি ত শুনিনি!

নবদুর্গা। বেশ ত তুমি! ব'লে দিলে যে, আজ আমরা

শুধু মাংসই রাঁধবো তোমারা লুচি কচুরি পাঁপরভাজা সন্দেশ এই সব নিয়ে এস, সকাল ক'রে এস। আবার বল্লে, চিনিপাতা দই এন', ভবানীপুরের দই খুব ভাল হয়।

কালীর স্ত্রী। আমি খালি দইয়ের কথা শুনেছি। দেখলে মেজ কাকীমা, ঐ দেখ ওরা কি তোমাকে অমনি ছাড়বে—চল আমাদের বিদায় কর। সবগুলি গুনে গেঁথে গাড়ীতে উঠতেই একটি ঘণ্টা যাবে। ন'ঠাকুরঝি তুই ভাই সবাইকে জড় ক'রে খিড়কির কাছে নিয়ে দাঁড়া, আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি। মাসীমা চলুন।

বড় বৌমা সকলের কাছে বিদায় লইয়া খাবার লইতে গেল —রাণী ও নীরুর মা সঙ্গে গেলেন। কান্থ ছেলেদের সন্ধান করিতে লাগিল—তাহাদের পাওয়া যায় ত তাহাদের জুতা পাওয়া যায় না—জুতা পাওয়া যায় ত ধুতি পাওয়া যায়—ধুতি মিলিল তো কোট কই? যখন আসিয়াছিল, জামা ধুতি জুতা সব পরিয়া আসিয়াছিল যাইবার সময় কাহারও খালি গা, ধুতিপরা—কাহারও শুধু কোট গায়ে, ধুতি পুঁটুলিতে চলিল—কাহারও শুধু জুতা ও মোজা পায়ে আছে, বাকি সমস্তই পুঁটুলি জাত হইল—কোন মেয়ে একটা ফ্রক্ পরিয়াছে, কেহ একখানা শাড়ী। যাহোক কোনমতে তাহাদের সংগ্রহ করিয়া একে একে গাড়ীতে উঠান' হইল। মস্ত এক চেঙ্গারি খাবার, ক্ষীর দই সন্দেশ লইয়া একজন চাকর গাড়ীর ছাদে উঠিল—বেটা-ছেলেরা খাবে বই ত নয় সুতরাং কোন আচার বিচারের আবশ্যকতা ছিল না। দাসদাসী দরওয়ান সকলেই নূতন রং করা বস্ত্র বক্‌সিস্ পাইয়াছে—সকলেরই হাসিমুখ। তিনখানি গাড়ী পূর্ণ

করিয়া আমরা ফিরিয়া চলিলাম। দিদি ও রাণী সেখানে রহিলেন। বিবাহের দিন যাইবার জন্ত সকলে আমাদের অনেক অনুরোধ করিলেন।

তখন সন্ধ্যাকাল, সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে, আমরা গড়ের মাঠ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বড় বড় জুড়ি গাড়ীতে সাহেব মেম হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে—কলিকাতায় এত সাহেব মেম আছে? আর ঐশ্বর্য্যও কি সব তাদের? বড় বড় জুড়িতে কেবলই ত সাহেব মেম! মধ্যে দু'একখানা গাড়ীতে বাঙ্গালী কিম্বা মাড়য়োরী দেখিলাম। যেমন অন্ধকার হইতে লাগিল অমনি গ্যাসের আলো জ্বলিয়া সহর আলোকিত করিল—পথে আলো, দোকানে আলো, বাড়ীতে আলো,—আলোয় আলোয় সাহেবদের বাড়ীগুলি যেন হাসিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম। ছোটছেলেরা চ্যাঁ ভ্যাঁ লাগাইয়া দিল—যাহারা গিয়াছিল, তাহারা ঘুমাইতে চায়—যাহারা ঘরে ছিল, মাতাদের দেখিয়া তাহাদের অভিমান উথলিয়া উঠিল, "আমাকে নিয়ে গেলিনে কেন? তুই কেন নিয়ে গেলিনে?" বলিয়া বায়না ধরিল। প্রথমে তাহাদের মা হাসিল, একটু আদরও করিল, ক্রমে ছেলের স্পর্দ্ধা বাড়িতে চলিল, কেহ মাকে মারে, "কেন নিয়ে গেলিনে"—কেহ মাথার কাপড় খুলিয়া দেয়, "কেন নিয়ে গেলিনে"—তখন তাহাদের মায়েরাও নিজমূর্ত্তি ধরিল, চড় কিল বসাইয়া দিল। তাহাদের ক্রন্দনের রোলে বাহির হইতে হরকান্ত আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ তাই ত বলি—চণ্ডীরা বাড়ী এসেছেন! না হ'লে এত সোরগোল কিসের! এখন

বৌদিদি ছেলে ঠেঙ্গান স্থগিত কর—আমাদের উপায় কি ক'রে এসেছ বলদেখি ?"

কালীর স্ত্রী। (একটা বেত দেখাইয়া) ছেলে ঠেঙ্গান' হ'য়ে গেছে, এখন গরু ঠেঙ্গাব' তাই পাঁচনবাড়ী সংগ্রহ ক'রেছি।

হরকান্ত। না না, সে ত অন্নপূর্ণার কায নয়—শাস্ত্রে লেখে অন্নপূর্ণা অন্নদান করেন। পাঁচনবাড়ী শ্রীকৃষ্ণের দরকার, আমরা বরং শ্রীকৃষ্ণের জাতি আমাদের হাতে লাঠি সোঁটা মানায় ভাল তোমরা হ'লে সাক্ষাৎ ভগবতী আর তুমি ত দেবী অন্নপূর্ণা—দাও বৌদিদি কি এনেছ, পেট জ্বলে যাচ্ছে!

আমি। কেন? তোমরা বিকেলে চপ্ কট্‌লেট্ খাও নাই?

হরকান্ত। আর মাসীমা, ভাগ্যলক্ষ্মী কি সব সময়েই সদয় থাকেন? আজকের কেমন অযাত্রায় বাজার যাওয়া গেল, আর পাঁচমিনিট পরে গেলে নীরুদার বাড়ী খেয়ে খেয়ে পেট ফেটে যেত। অদৃষ্টের ফের! বিজয়দা রান্নার ফন্দি তুল্লেন! অত বেলায় ভাল মাংস টাংস কিছু পাওয়াও গেল না, চপ্‌গুলো ভাজতে গিয়ে ছেড়ে ছেড়ে গেল, কট্‌লেটগুলো চুঁয়ে গেল—তাই ত অন্নপূর্ণার অর্চ্চনা ক'রতে এসেছি।

বিজয়। (আসিয়া) হরা, আমাদের ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছিস্ নাকি? খবর নিতে এলি—বৌদিদি এসেছেন কিনা আর এইখানেই জমে গেছিস্—খাচ্ছিস্ বুঝি?

কালীর স্ত্রী। এস না, তোমাকেও খাওয়াচ্ছি ভাল ক'রে! (বলিয়া বেত দেখাইল)।

বিজয়। ও হরাকে দাও বৌদিদি, ওটা অতিশয় নির্লজ্জ,

একপেট খেয়েও খাওয়ার নিন্দা ক'রছে। পিসিমার ভয় হয়েছে নিশ্চয় যে আজ তাঁর গোপালের কি দশা হ'ল! না পিসিমা ভয় পেয়ো না, যে দুএকখানা ভাল ছিল তা তাঁকেই দিয়েছি।

দেখি গণেশ হাসিতে হাসিতে একটি ছোটছেলের হাত ধরিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বিজয় বলিল, "এই নাও পিসিমা তোমার ছেলে, আমার কথার সত্যি মিথ্যা জেনে নাও—দেখদেখি গণেশদা, আজ একটু বাড়ী বাড়ী মনে হ'চ্ছে না?"

গণেশ। আমাকে এই ছেলেটি যে ডেকে আন্‌লে।

বিজয়। আমি ডেকে আনতে বলে দিলুম যে। জামাইয়ের মত বাইরে থাক কেন?

আমি। তোমরা বৌদিদির কাছে যে সুখাদ্যের সন্ধান পেয়েছ তাতে ভাইটিকে মনে প'ড়বারই কথা বটে! বৌমা, ও ভাল খাবারটি বাছা তোমার পুরানো দেওরদের দাও, নূতন দেওরকে মা, ২।১ খানা লুচি কচুরি দিলেই হবে।

বিজয়। পিসিমার বেশ বিচার যাহোক! কোথায় বৌকে শাসন ক'রবেন—না তাকে প্রশ্রয় দেওয়া—একে কলিকালের মেয়ে, তাতে: শাশুড়ীর আদর—আজ কপালে অনেক কষ্ট আছে!—

কালীর ছেলে। (আসিয়া) ছোটকাকা, কি ক'রছো? বাহিরে সবাই যে ছটফট ক'রছেন—ব'লছেন যে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের জল আনার মত, যে যায় সেই যে ফেরে না।

কালীকান্তের স্ত্রী ঝোড়াশুদ্ধ খাবার বাহির করিয়া আনিল। বিজয় বলিল, "নিজের ছেলেকে দেখেই অন্নপূর্ণার অন্ন উথ্‌লে

উঠলো। দাঁড়া বাবা, আজ তুই খানিকক্ষণ সাম্‌নে দাঁড়া—আর কি কি আছে সব আগে বের হোক্ তবে যাস্।"

কালীর ছেলে। বিজয় কাকা মাংস চড়িয়ে এসেছ তা মনে আছে? কাউকে যে হাত দিতে বারণ ক'রে এসেছ—সে এতক্ষণ ধোঁয়া উড়ছে।

"তাই ত বটে—দেখিস বাপ, ছেলেকে বঞ্চিত করিসনে, যা যোগাড় হয় সব বাহিরে আনিস" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

গণেশ। (কাছে আসিয়া) মা এস', আমার ঘর দেখবে এস'।

এ বেলা গণেশের মুখ প্রসন্ন। গণেশের ঘরে গিয়া দেখি, যোড়া খাট পাতা হইয়াছে, কয়েকখানি চেয়ার, একখানি সোফা বারান্দায় ২।৩ খানি ইজিচেয়ার; টেবিলের উপর দোয়াত কলম চিঠির কাগজ; একটি সেল্‌ফ, তাহাতে কয়েকখানি বই সাজান; একটি ফুলদানী, তাহাতে একটি ফুলের তোড়া; দেওয়ালের গায়ে একটি আন্‌লা, তার পাশের দেয়ালে একখানি আয়না ও একটি ব্র্যাকেট, তাহাতে চিরুনি ব্রাস্ সমস্ত সাজান; একপাশে গণেশের ট্রাঙ্ক।

আমি। এ সব কি রে? তোর ঘর এমন ক'রে কে সাজালে? এত আসবাব পেলি কোথা? বেশ হয়েছে! কেবল একটি জিনিসের মাত্র অভাব আছে!

গণেশ। মা, বিজয় খুব বুদ্ধিমান—এক মুহূর্ত্তে বুঝে নিয়েছে, কি হ'লে আমি সন্তুষ্ট হই। আজ এইসব আসবাবের কতক কিনে আন্‌লে কতক বাড়ী থেকে গুছিয়ে গাছিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে ঘর সাজিয়ে আমাকে এনে দেখালে। দেখ মা, কলম

পোঁছাটি, কাগজ চাপাটি পর্য্যন্ত সব এনেছে। বিজয় যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি লোককে যত্ন ক'র্‌তে! বড়দাদা তাই জন্যে আমাদের ভার বিজয়ের উপর দিয়েছেন। শুনলুম বড়দাদা বিজয়কে খুব ভালবাসেন।

বিজয় ডাকিল, "গণেশদা, গণেশদা কোথায় গেলে? এদিকে যে সব ফুরিয়ে গেল।" "যাই" বলিয়া গণেশ সাড়া দিয়া বলিল, "মা, তোমার সন্ধ্যাবন্দনা হয় নাই? যাও সেরে স্থরে নাওগে, আমিও খেয়ে আসি—অনেক গল্প আছে। আজ ত আর তোমার দিদির "স্নেহের ক্রোড়" নেই, কাযেই আমি দয়া ক'রে তোমাকে স্থান দিলে তবে তুমি আজ রাতে শুতে পাবে। কেমন জব্দ মা!"

সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া দোতলায় যাইয়া দেখিলাম বাহিরে ছেলেদের আহার শেষ হইয়াছে, জামাই দুটি বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে। তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া আমি গণেশের উদ্দেশে চলিয়া গেলাম। জামাইদের লইয়া মেয়েরা বৌয়েরা রহস্যালাপ করিতেছে, আমি থাকিলে তাহাদের সঙ্কোচ বোধ হইবে।

গণেশ তখনো ঘরে আসে নাই, আমি দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। বড় শ্রান্ত বোধ হইতেছিল। কয়দিন হইতেই কলিকাতা আসিবার জন্য জিনিস পত্র গোছান' গাছান' প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমের সহিত মনের মধ্যে একটা উদ্বেগও ছিল, আসিয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম পাই নাই, কয়েকদিনের পর আজ এই একটু শ্রান্তিদূর করিবার নিরিবিলি অবসর পাইয়াছি। শ্রাবণের শেষ, দুইদিন বৃষ্টি হয় নাই; শুক্লপক্ষের নবমীর চাঁদ ঘুমন্ত জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিয়াছে, আমি অলস নেত্রে বাগানের দিকে

চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে গণেশ আসিয়াই আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল ও আমার হাত লইয়া নিজের মাথায় রাখিয়া বলিল, "মা কি ভাবছ ?"—

আমি। কিছু নয় বাবা—

গণেশ। তবে অমন ক'রে ব'সে আছ কেন ? তোমার মুখ শুখিয়ে গেছে—

আমি। (গণেশের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) না বাপ্ কিছু নয়, একলাটি ব'সে আছি তাই। ক'দিনের গোলমালে অমন একটু শুক্‌নো দেখায়—দেখ্‌দেখি তোর কি শ্রী হ'য়ে গেছে—রং কালী ঢেলে দেছে, রোগা হ'য়ে গেছিস্—

গণেশ। আর চোখের কোল ব'সে গেছে, গাল চড়িয়ে গেছে, আর কি কি হ'য়েছে ব'লে ফেল! আমার তুমি সব দেখ নিজের কিছু দেখতে পাওনা।

আমি। বল্ তোর কি কথা আছে বল্।

গণেশ। আগে তুমি কি দেখলে টেথ্‌লে বল', শেষে আমার কথা ব'লবো এখন।—

আমি। দিদির মেজযায়ের বাড়ী গিয়েছিলুম, তাঁর নাত্নির বিয়ে আজ গায়ে হলুদ কিনা—তাঁরা বেশ লোক, খুব আদর যত্ন ক'রলেন—ঘরদ্বার বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—খাবার ক'রেছেন অঢেল—যদিও আমার অতটা করা বাজে খরচ ব'লে মনে হয়, কিন্তু শুনলুম যে আজকাল সর্ব্বত্রই ঐ নিয়ম, একজন যদি না করেন তবে নিন্দা হবে।

গণেশ। কি কি খাবার হ'য়েছিল মা বল।

আমি। কত নাম ক'রবো—ভাত ছিল, তার সঙ্গে তিন

রকম ডাল, ভাজা, চচ্চড়ি, শুক্তনি, ঘণ্ট, ডাল্‌না, অম্বল সমস্ত—আবার পোলাও কালিয়া—আবার লুচি কচুরি—ক্ষীর দই ছিল, পরমান্নও ছিল। সেকালে আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে যদি ভাতের যজ্ঞি হ'ত—ভাত তরকারী মাছ, এ সব হ'ল, শেষকালে দই সন্দেশ অথবা জিলিপি অথবা পান্তুয়া যা হোক্ এক রকম মিষ্টি—বেশী হ'ল ত, দুরকম মিষ্টি আর পরমান্ন। যদি লুচির যজ্ঞি হ'ল, লুচি ছোকা পটল অথবা বেগুনভাজা হয় ত একটা শাক ভাজা, ক্ষীর দই ৪।৫ রকম মিষ্টান্ন—এই হ'য়ে গেল। আরও উৎকৃষ্ট হ'ল ত কচুরি পাঁপরভাজা—এই পর্য্যন্ত। এখনকার লোকে তেমন খেতে পারে না, কিন্তু খাবার আড়ম্বর খুব বেড়ে গেছে দেখছি।

গণেশ। আর কি দেখলে বল—সুন্দর সুন্দর অবিবাহিতা মেয়ে দেখলে না?

আমি। (হাসিয়া) একটাও না—যে মেয়েটির বিয়ে হ'চ্ছে সেটি বেশ দেখতে, তা বই আর ত একটাও ভাল দেখলুম না।

গণেশ। হাসছ' কি—তুমি ত ঐ লোভেই গেছ্‌লে! আজ পাঁচ বছর ধ'রে তোমার ত আর কোন কায নেই, কেবল কার ঘরে সুন্দর মেয়ে আছে এই সন্ধানে আছ। তোমাকে বাড়ী থেকে টেনে বের করা যায় না, আজ এক কথায় যে তুমি নিমন্ত্রণে দৌড়লে, আমি বুঝি আর তোমার মতলব বুঝতে পারিনি! দেখ মা, কেমন ধরা প'ড়েছো!

আমি। (হাসিয়া) আমি ধরা পড়ি আর না পড়ি তুই ত ধরা পড়লি? তোর এখন সদাই বৌয়ের চিন্তা।—তাইত, কোথায় একটি ভাল মেয়ে পাই! শুধু রূপ দেখলেই ত হবে না, গুন

থাকা চাই আগে। পশ্চিমে সব সুন্দর দেখে দেখে চোক এমন হ'য়ে গেছে যে এদেশে যা দেখি তাই কেমন কাল' কাল' ছোট ছোট ব'লে মনে হয়।

গণেশ। মা দেখেছ, এখানকার গরু ছাগল পর্য্যন্ত কেমন ছোট ছোট আর নির্জ্জীব রকম? সাধারণ মানুষের রংও ময়লা আর লম্বায়ও খাটো। তাই ত মা তবে ত বড় চিন্তার বিষয়— বৌ কোথায় পাওয়া যায়!

আমি। আচ্ছা আচ্ছা তখন দেখা যাবে বৌ কোথায় পাওয়া যায়। তোর ত সে ভাবনা নয়, সে ভাবনা আমার। সুন্দর না পাই না পাব', আমি কাল' বৌই ক'রবো—তোর কি? তোকে আমি যা দেব তাই তুই নিবি।

গণেশ। এই ত মা, এই জন্তেই ত অবাধ্য ছেলে হ'তে হয়। আমি ত বলি, কালই কি সুন্দরই কি—বৌ মোটেই দরকার নেই—বেশ মায়ে পোয়ে সুখে আছি, আবার এর মধ্যে পরের মেয়ে এসে যদি ঠিক না মিশে যায়, তবেই এই সুখটুকু হারাতে হবে—কেন এ ঝঞ্ঝাটে যাওয়া?

আমি। তোর পুরানো কথা রাখ্—বল নতুন কি কথা আছে বল্।

গণেশ। তুমি ত মা কিছুই বল্লে না—আর কি দেখলে বল —কত লোক এসেছিল, কার সঙ্গে আলাপ হ'ল—সব বল আগে।

আমি। এসেছিল অনেক, আমি কি সবাইকে চিনি? গায়ে হলুদ খুব দিয়েছে, ঘি ময়দা তরকারী পর্য্যন্ত—এত আড়ম্বর ক'রে এ সব পাঠান কেন নিয়ম হ'য়েছে তা বুঝতে পারি না—

কেবল লাভের মধ্যে উভয় পক্ষের লোকজন বিদায় ক'র্‌তে আর তাদের খাওয়াতে যে খরচ হয় তাতে আর একটা বিয়ে দেওয়া যায়। গায়ে হলুদে তাঁরা যা দিয়েছেন এঁদের আবার ফুলশয্যায় তাই দিতেই হবে। এদের বাড়ীই দেখে এলুম নীরু ব'লে দিলে, যে সব জিনিস নষ্ট হবার নয় তা অমনি রে'খে দাও, ফুলশয্যায় যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেবল লোকজনের লাভ বই আর কি। আর কি দেখলুম?—বাগানটি বেশ। আর সব বৌ ঝি কত রকমের কাপড় গয়না প'রে এসেছে, তার মধ্যে আবার গয়না হারালো, এই সব গোলমাল। আমি আর ব'কৃতে পারিনে, পরশু ত তুই বিয়েতে যাবি, দেখিস সব।

গণেশ। আচ্ছা এবার আমার কথা বলি—পিসিমার বাড়ী গেছলুম, তাঁর সঙ্গে দেখাও ক'রে এসেছি।

আমি। পিসিমা কি বল্লেন? তোকে দেখে কাঁদতে লাগলেন?

গণেশ। সে কি কান্না! কত আদর ক'রলেন—ছেড়ে দিতে কি চান। অত বড় মস্ত বাড়ী কেহ কোথাও নাই, কেবল গোলা পায়রাগুলো ঝটপট্ ক'রছে বক্ বকম্ ক'রছে—দেউড়ীতে দরওয়ানগুলো ব'সে ব'সে সিদ্ধি ঘুটছে। পিসিমার সমস্ত কথার মধ্যেই, তাঁর কেউ নেই ভাবটা ফুটে উঠে। কে একজন শ্যামসুন্দর আছেন—বোধহয় পিসিমার পুষ্যিপুত্র—বল্লেন, শ্যামসুন্দরকে নিয়েই আছি। কাল ভোরেই মা গাড়ী আসবে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে। দরওয়ান আজ এসে বাড়ী দেখে গেছে।

আমি। কালই যেতে হবে?

গণেশ। হ্যাঁ মা। পিসিমা বল্লেন, যে আমি আর থাকৃতে পারছিনে, এখনি বৌকে আন'। যখন শুন্‌লেন তুমি ভবানী-পুরে গিয়েছ তখন কালকের জন্য ব্যবস্থা হ'ল। মা, পিসিমা ব'লছেন যে তাঁর বারবাড়ীর দোতলা সমস্ত প'ড়ে আছে, সেই-খানে গিয়ে আমাদের থাকৃতে।

আমি। না বাবা, এখানে যখন এসে নেবেছি তখন একে-বারে বাস উঠিয়ে যাওয়া কি হয়? দেখ' এঁরা কত যত্ন ক'র-ছেন, তবে মাঝে মাঝে গিয়ে ২।৪ দিন থাকা যাবে। কাল না হয় সেইখানেই থাকবো, সেইখান থেকে পরশু ভবানীপুরে যাব'। চল্ বাবা, মাটিতে শুয়ে আছিস্, বিছানায় শুইগে।

মায়ে পোয়ে অনেকক্ষণ গল্প করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। গণেশ ডাকিতেছে, "মা জাগো—বেলা হ'য়েছে। জাগিয়া দেখি বেশ বেলা হইয়াছে, এক ঘুমে রাত কাটিয়া গিয়াছে।

গণেশ। মা, সকাল সকাল স্নানাহ্নিক ক'রে নাও, গাড়ী এল' ব'লে।

প্রকাণ্ড একটা ফটকের কাছে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতে, ৩।৪ জন দরওয়ান উঠিয়া দাঁড়াইল, একজন ত্রস্তে আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া মস্ত সেলাম করিল, একজন ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরপানে চলিয়া গেল। একটি ছেলে—বয়স ১৫।১৬—আসিয়া পথ দেখাইয়া আমাদের লইয়া চলিল।

বাড়ীটা চক্‌মিলান', একদিকে মস্ত ঠাকুর দালান, উঠানে অনেক লোক রহিয়াছে, বাঁশ দিয়া একটা মাচা বাঁধা হইতেছে। বারান্দায় উঠিতেই ঘোমটায় মুখ ঢাকা একটি বিধবা রমণী আসিয়া আমার এক হাত ও গণেশের এক হাত ধরিলেন—

অনুমানে বুঝিলাম তাঁহার হাত কাঁপিতেছে; তিনি যেন ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন—ছেলেটি বলিল, "দিদিমা উপরে চলুন।" সকলে দোতলায় গেলাম। "বৌ, সেই দেখা আর এই দেখা" বলিয়া ঠাকুরঝি কাঁদিয়া ফেলিলেন। গণেশ তাঁহাকে ধরিয়া দোতলার বারান্দায় বসাইল, আমিও বসিলাম—চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গণেশও সেইখানে বসিয়া রহিল, তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আর ২।৩ টি রমণী সেখানে আসিলেন—একজন ঠাকুরঝিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ছোট বৌ, কেঁদ'না—বাপের বংশধর এসেছে কোলে কর।" ঠাকুরঝি গণেশকে কোলে করিবার জন্য টানাটানি করাতে গণেশ তাঁহার কোলের কাছে সরিয়া গিয়া "থাক্ এইখানে বসি" বলিল। ঠাকুরঝি "চুপ কর বাপ্, কেঁদনা ধন" বলিয়া যত গণেশের চক্ষু মুছাইয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার নিজের চোখের জল তত হু হু করিয়া পড়িতে লাগিল। ঠাকুরঝি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি কি তখন জানি যে বাবাকে দাদাকে মাকে আর দেখতে পাব না, আমি তাহলে বাবার মার সেবা ভাল ক'রে ক'রতুম, দাদাকে প্রাণভরে দেখে নিতুম। এমন ভাই কি কারো হয়! আমরা দুবছরের ছোট বড় ছিলুম, কিন্তু একদিনের তরে আমাদের ভাই বোন্‌কে কেউ ঝগড়া ক'রতে দেখে নাই। সেই সোণার প্রতিমা বৌয়ের এমন দশা হ'য়েছে!" ঠাকুরঝি এই প্রকার যত বিলাপ করেন, গণেশের চক্ষে তত দর দর ধারে জল পড়িতে থাকে; তাহার রোদন দেখিয়া ঠাকুরঝি ক্রমে শান্ত হইলেন,

তিনি কেবল গণেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দেখিয়া যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না।

ঠাকুরঝি। জান বৌ, আমার ছেলে মেয়ে কেউ নেই—এখন শ্যামসুন্দর আমার সর্ব্বস্ব।

আমি। শ্যামসুন্দর কই?

ঠাকুরঝি। বাড়ীর ভিতর আছেন, দেখাব এখন—ঐ যে তাঁর রাসমঞ্চ তৈরি হ'চ্ছে।

বুঝিলাম শ্যামসুন্দর তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। অত বড় বাড়ী, বড় বড় ঘর সব শূন্য; ঘরগুলির দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ধুলাও ঝাড়া হইয়াছে, তথাপি তেমন পরিষ্কার নহে। ঘরে ঘরে ঘেরাটোপমোড়া বড় বড় ঝাড় ঝুলিতেছে, ছবি আয়নাগুলাও ঘেরাটোপ মোড়া ছিল, বোধ হয় আজ খুলিয়া দেওয়া রহিয়াছে, কেন না সেগুলি বারান্দার এক পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। উঠানে রাসমঞ্চ প্রস্তুত হইতেছে, বাঁশ বাখারি সোলা ও কাগজের ফুল প্রস্তুত হইতেছে—এই পূর্ণিমায় রাস।

ঠাকুরঝিরা বনেদী ঘর, তাহার উপর আমার নন্দাই আবার বিশেষ ধনী ছিলেন; তাঁহার সন্তানাদি নাই, এমন কি সহোদর ভাই বা ভগ্নী কেহ জীবিত নাই। একজন দূর সম্পর্কের বিধবা যা তাঁহার সন্তানাদিসহ ঠাকুরঝির বাড়ী বাস করেন; তিনি তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ঠাকুরঝি। বাবা, উঠে ঘরে বোস'—সোণার যাদু কি ধুলোয় ব'সতে আছে? উঠে বস' বাপ।

গণেশের হাত ধরিয়া আমার হাত ধরিয়া ঠাকুরঝি উঠাই-

লেন। একটী ঘরের জানালা হইতে অতিথিশালা দেখা যায়—ঠাকুরঝি বলিলেন, "শ্যামসুন্দরের ভোগ হ'লে আমি এইখানে এসে বসি, অতিথিরা প্রসাদ পায় তাই ব'সে ব'সে দেখি। এস' বৌ, গণেশ এস' বাবা, বাড়ীর ভিতর যাই। (যাইতে যাইতে) বৌ, এই দেখ এই সব ঘর দোর সবই শূন্য প'ড়ে আছে, গণেশ এসে কেন থাকুক না? আমি দশদিন তাকে দেখে প্রাণ জুড়াই। বৌ ব'লবো কি, গণেশ এসে আমার শ্যামসুন্দরের সেবার ত্রুটি হ'চ্ছে, (করযোড়ে) হে ঠাকুর অপরাধ মার্জ্জনা ক'রো—আমি থেকে থেকে শ্যামের মুখ ভুলে যাচ্ছি, গণেশের মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ছে। হ্যাঁ বৌ, গণেশের চেহারায় দাদার আদল আসে না?"

আমি। হ্যাঁ ঠাকুরঝি অনেকেই তাই ব'লে বটে, তবে তাঁর নাক আরও ধারালো ছিল। ঠাকুরঝি, আমি তোমার বাড়ীর ঠিকানা ভাল জানতুম না তাই দিদির বাড়ী এসে উঠেছি—সেখানকার বাস একেবারে উঠিয়ে আসা যায় না—তবে তোমার কাছে থাকবো বই কি।

ঠাকুরঝি। কি পাপের মন! আজ কেবল মনে হ'চ্ছে গণেশের বিয়ে দিই, বৌ আসুক—সংসার ধর্ম্ম মনে প'ড়ছে। চল বাবা জল খাবে চল।

আমি। চল আগে শ্যামসুন্দরকে প্রণাম ক'রে আসি, তার পর জল খাবে।

ঠাকুরঝি সানন্দে "এস এস" বলিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। একটি খুব বড় ঘর, তাহাতে রৌপ্য সিংহাসনে কালো পাথরের শ্যামসুন্দর বামে স্বর্ণময়ী রাধারাণী। শ্যামসুন্দর এক

হাত আন্দাজ উচ্চ, রাধারাণী একটু ছোট। মাথায় সোণার মুকুট হইতে পায়ে সোণার মল পর্য্যন্ত, সর্ব্বালঙ্কারে বিগ্রহমূর্ত্তি শোভিত। পূজার উপকরণ সমস্তই সজ্জিত রহিয়াছে, সমস্তই রৌপ্যময়—এখনি পুরোহিত মহাশয় আসিবেন।

গণেশ। আমি কি পিসিমা পূজা দেখতে পারি?

ঠাকুরঝি। (সোৎসাহে) কেন পারবে না! বোস' বাবা বোস'।

একজন আসন আনিয়া দিল, গণেশ বসিল। পুরোহিত মহাশয় আসিলেন, পূজা আরম্ভ হইল। ঠাকুরঝি ধুপ ধুনা পোড়াইতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে শাঁখ ও ঘণ্টার শব্দ হইতে লাগিল; পুষ্প চন্দন ও ধুপ ধুনার গন্ধে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণ পূজা গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন—এ যেন তাঁহারি অঙ্গের সৌরভ। পূজা অন্তে ঠাকুরঝি উঠিয়া পাশের একটি ছোট ঘর দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ ঠাকুরের শয়ন ঘর।" আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহাতে একখানি ছোট (বিগ্রহের উপযুক্ত) রৌপ্যময় খাট, জরীর কাজ করা মশারী, মখমলের বিছানা—ঘরের একধারে একটি গ্লাস্‌কেস তাহাতে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়োয়া অলঙ্কার, হীরার মুকুট, মুক্তার মালা ও বিস্তর রূপার বাসন সাজান' রহিয়াছে।

ঠাকুরঝি। এই সব দিয়ে শ্যামসুন্দরের উৎসবের দিনে ঠাকুরের সাজ হয়।

গণেশ। পিসিমা, রাত্রে এ ঘরে কে থাকে?

ঠাকুরঝি। শ্যামসুন্দর থাকেন।

গণেশ। এত বহুমূল্যের অলঙ্কার রয়েছে, কেহ পাহারা থাকে না?

ঠাকুরঝি। পাহারা কি দরকার? শ্যামসুন্দর নিজের জিনিস নিজেই পাহারা দেন; তাঁর জিনিষ চুরি করে এত বড় স্পর্দ্ধা কার!

বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। শ্যামসুন্দরের উপর তাঁহার যে আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস আছে তাহা বেশ জানা গেল। এই বিশ্বাস না থাকিলে আজ এই অভাগিনী নারী কি লইয়া জীবন ধারণ করিত!—পুরোহিত ডাকিয়া বলিলেন, "মা, ঠাকুরের জলযোগ হইয়াছে, এবার আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করুন—আমি একটু ঘুরিয়া আসি, সময়ে আসিয়া ভোগ নিবেদন করিব।" পুরোহিত নিজে কিছু জলযোগ করিয়া চলিয়া গেলেন—আমাদের পরিচয় পাইয়া বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্যামাসুন্দরকে যে মোহরটি দিয়া প্রণাম করিয়াছি, তিনি তাহা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে আরও আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গেলেন।

ঠাকুরঝি আমাদের জলখাবার দিলেন—ফল মেওয়া ক্ষীরের মিষ্টান্ন প্রচুর—অল্প অল্প কিছু খাইয়া ঠাকুরঝির শয়নঘরে গেলাম। সে ঘরেও বহুমূল্য খাট, পরিষ্কার বিছানা, ঠাকুর জামাইয়ের ও তাঁহার শিশু পুত্রের অয়েল পেণ্টিং, বড় বড় আয়না, লোহার সিন্দুক প্রভৃতি আসবাব। মেঝে একটি ছোট গদিপাতা বিছানা, ঠাকুরঝি ঐ বিছানায় গণেশকে বসাইলেন।

ঠাকুর ঝি। এই ঘর আমার শোবার ঘর, কিন্তু এখন আর

আমি শুই না, অমনি সাজান থাকে। আমি এখন শ্যামসুন্দরের পাশের ঘরে শুই। এ বিছানায় আট বছর কেউ বসেনি—আজ গণেশ ব'সেছে।

গণেশ। (উঠিয়া বিছানার পাশে বসিয়া) পিসিমা, আমি এতে বসিবার যোগ্য নহি—এ পিসে মহাশয়ের আসন—তিনি ত দেবতা ছিলেন!

ঠাকুরঝি। না বাবা বোস্, তোকে বসিয়ে আমার প্রাণ যে ঠাণ্ডা হ'চ্ছে! উঠে ব'স বাবা উঠে ব'স। বৌ, বল্‌না ভাই, বাবার কথা মার কথা দাদার কথা বল্‌না ভাই। আমি ভাই ছেলেবেলা লিখিতে প'ড়তে শিখি নাই, আবার আমার শ্বশুর-বাড়ীর এমন নিয়ম ছিল, যে মেয়েরা কাগজ কলমের দিকে যেতে পারবে না তাই কখনো একখানা চিঠি পাইওনি লিখতেও পারিনি; তাঁর কাছে চিঠি আসতো তিনি প'ড়ে শোনাতেন। বাবা আমাকে আশীর্ব্বাদ জানাতেন আমিও প্রণাম জানাতে ব'লে দিতুম। তারপর প্রায় এক সময়েই বাপ আর তিনি গেলেন, তার আগেই মা ভাই গেছলেন—সব ফুরোলো! এক-রকম চিঠির পাট উঠে গেল। শ্যামসুন্দর দয়া ক'রেছেন তাই তাঁর সেবায় মন নিবিষ্ট ক'রে রয়েছি—ত্রিসংসারে আপনার জন যে কেউ আছে বা কখনো ছিল তা সব ভুলে গেছি—কাল গণেশের চাঁদমুখ দেখে সবাইকে মনে প'ড়েছে। আমার নাতী কাল এসে বল্লে, 'দিদিমা, একটি বাবু এসেছেন, বল্লেন যে জিজ্ঞাসা ক'রে এস, মুলতানে কি তাঁর কেহ আছে? আমি মুলতান থেকে এসেছি।' আমার বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠলো, মাথাটা ঘুরে গেল—কেন, আবার কি সংবাদ দেয়! সাম্‌নে

নিয়ে বল্লুম যে, ‘ব’ল্‌গে সেখানে আমার ভাইপো থাকে তার নাম গণেশ। সে কেমন আছে—উনি কি তাকে চেনেন?” নাতী এসে বল্লে, ‘দিদিমা, তাঁর নামই গণেশ, আমি তাঁকে উপরে এনে বসিয়েছি’। আমি ছুটে গেলুম—দেখেই চিনলুম—দাদার সেই মুখ বসান রয়েছে—ওকি চিনিয়ে দিতে হয়! প্রাণ আপনি চিনে নিলে! বাবাকে ত ব’লতে গেলে কখনো দেখিনি। আমার জন্ম হ’তেই বাবা বিদেশে যান—কতদিন পরে ফিরেন, তখন আমি শ্বশুরবাড়ি থাকি; শ্বশুররা বড়লোক, কখনো পাঠাতেন না, বাবা এসে কত পায়ে ধ’রে নিয়ে যান। দাদার বে হ’বে হ’বে ক’রেও বটে, আর বাপ মা ভাই পশ্চিমে চ’লে যাবেন ব’লেও বটে, ৬ মাস বাপের বাড়ী থাকি—নইলে বিয়ে হ’য়ে দুই বছর পরে যে ঘর ক’রতে আসি, আর পাঠান নাই।

আমি। এঁরা কি সুন্দরী ব’লে গরীবের ঘর থেকে তোমাকে এনেছিলেন?

ঠাকুরঝি। সুন্দরী ব’লে নয়, কুলের মিল হ’ল ব’লে। বাবা যে মুখ্যি কুলীন—এঁরাও তাই। এঁদের ঘর পাওয়া যায় না।

আমি। ঠাকুরঝি দেশে যাবে?

ঠাকুরঝি। যাব। জন্মস্থান দেখতে এত ইচ্ছা করে ভাই! এক একবার মনে হয় ছুটে যাই, আবার ভাবি কার কাছেই বা যাব! কিন্তু কবে তোমরা যাবে? রাসের আগে আমি তোমাদের ছেড়ে দেব না। গণেশ বাবা, কাপড় চোপড় কিছু আননি কেন? দুচার দিনও ত থাকবে? বৌয়ের কি, একখানা থান বইত নয়, সে হ’য়ে যাবে—কিন্তু তুমি বাবা আজ খাওয়া দাওয়ার পর একবার গিয়ে তোমার কিছু কাপড় চোপড় এনো।

আমি। কিন্তু কাল যে একবার আমাকে যেতে হবে, ভবানীপুরে যাব। আর দিদিকে ব'লে তবে এসে রাস পর্য্যন্ত থাকবো; দিদিত আজ বাড়ী নেই, তাঁকে যে ব'লে আসা হয়নি।

ঠাকুরঝি। এতদিন যে দেখি নাই, বেশ ছিলাম—আর যে ছাড়তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না ভাই! বেলা হ'য়ে গেল, দেখি শ্যামসুন্দরের ভোগ দেওয়া হ'ল কি না। গণেশকে ভাত দিতে বলি।

দেখিয়া আসিয়া ঠাকুরঝি গণেশকে ও আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। গণেশের ভাত দেওয়া হইয়াছে—ভোজনপাত্র রূপার।

গণেশ। এই কি শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পিসিমা?

ঠাকুরঝি। না বাবা, শ্যামসুন্দরের ভোগ নিরামিষ। ঐ তাঁর ভোগ দেওয়া হ'চ্ছে, প্রসাদ দেবে এখন তুমি ব'স এসে। আমাদের এ বাড়ীতে মাংস রান্না পর্য্যন্ত হয় না, পাশের গোলাবাড়ীতে রাত্রে তোমার জন্য মাংস রাঁধতে ব'লে দিয়েছি, তুমি বারবাড়ীতে খেয়ো এখন—এ বেলা মাছ ভাত খাও।

গণেশ। কেন পিসিমা আমার জন্য এত আয়োজন? মাকে জিজ্ঞাসা করুন আমি মাছ মাংস ভাল বাসিনে। আমার জন্যে যদি বিশেষ ক'রে কিছু করেন তবে আমি এখানে একদিনও থাকবো না।

ঠাকুরঝি। কেন থাকবে না? তোমার জন্যে বিশেষ আয়োজন ক'রে যদি আমার সুখ হয়, কেন তুমি তা ক'রতে দিবে না? স্বামী পুত্রকে সেবা যত্ন করাই আমাদের কাজ, সে

ধনে আমি বঞ্চিত—শ্যামসুন্দরই তাঁদের স্থান অধিকার ক'রেছেন, তাই প্রাণধারণ ক'রে আছি—আজ যদি আদরের ধন তিনি এনে দিলেন, আদর ক'রবো না? সে দেশে কই মাছ পাওয়া যায় না, ভাজা মাছটি খাও, বড় চিঙ্গড়িও পাওয়া যায় না—না? চিঙ্গড়ির মুড়োটি পাতে তুলে নাও।

পুরোহিত ও তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ, ঠাকুরের ভোগ লইয়া আসিয়া এক পাশে রাখিলেন, ঠাকুরঝি তাঁহা হইতে কিছু কিছু গণেশকে দিলেন। গণেশের আহার হইলে আমরা ভোজনে বসিলাম। একথানি ছোট কালো পাথরে সামান্য কিছু প্রসাদী অন্ন ব্যঞ্জন ঠাকুরঝি নিজের জন্য উঠাইয়া লইলেন, বাকি সমস্তই আমাকে ধরিয়া দিলেন। ঠাকুরঝির নাতী আসিয়া গণেশকে বলিল, "একটি বাবু আপনাকে ডাকছেন" গণেশ দেখিয়া আসিয়া বলিল, "মা, বিজয় এসেছে, বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে—যাব?" আমি বলিলাম, "তোমার ইচ্ছা হয় যাও।"

গণেশ। পিসিমা যাব কি? অমনি কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে আসবো।

অনুমতি পাইয়া গণেশ চলিয়া গেল। ঠাকুরঝির মা ও তাঁহার বিধবা মেয়েও আমাদের সহিত আহারে বসিলেন। ভোগের প্রচুর সামগ্রী আমাকে দেওয়া হইয়াছিল, আমি সকলের সহিত ভাগ-বাঁটোয়ারী করিয়া লইলাম। ঠাকুরঝির মা বেশ মানুষ। পুত্র কন্যা লইয়া ঠাকুরঝির আশ্রয়ে আছেন; কন্যাটি, বিধবা, তাহার ঐ একটি সন্তান—ঠাকুরঝির নাতী। সে সকলের অপেক্ষা ঠাকুরঝির অনুগত বেশী। মায়ের বড় ছেলেটির বিবাহ দিয়াছেন, বৌ বাপের বাড়ী আছে, রাসের

দিন নিকট—আজ তাহাকে আনিতে লোক যাইবে। অন্তঃপুরে এই কয়জনে বাস করেন, বাহিরে আম্‌লা কর্ম্মচারীরা একতলায় থাকে, দোতলা বন্ধই থাকে। কার্ণিশে অসংখ্য পায়রা বাসা করিয়াছে, তাহাদের জন্ম প্রতিদিন এক মণ করিয়া দানা বরাদ্দ আছে. দুই বেলা ছাতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ঠাকুরঝি দুইবেলা ছাতে তাহাদের খাওয়া দেখিতে যান। একটা জানালা দিয়া খিড়কির বাগান পুকুর দেখিতে পাইলাম। বড় বড় গাছ বিস্তর, তাহার তলায় তলায় বড় বড় গরু ১০।১২টি তাহাদের ছোট বড় বাছুর ২০।২২টি বাঁধা আছে; ৩।৪টি কচি বাছুর ছাড়া আছে, তাহারা ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পুকুরটি বিশেষ বড় নয়, গাছের পাতা পড়িয়া অপরিষ্কার হইয়া আছে। একধারে ফুলের গাছ, অসংখ্য দোপাটি ফুল ফুটিয়া আছে—একধারে বিচালীর গাদা, সেইখানেই ২।৩ খানি বিচালী-কাটা বঁটি ও কাটা খড়ের রাশি রহিয়াছে; ৮।১০টা বড় বড় ঝোড়া ইতস্ততঃ ছড়ান আছে; ঘুঁটে ও গোবরের স্তূপের অভাব নাই। আমি দেখিতেছি—ঠাকুরঝি আমার পাশে আসিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ শ্যামের গরু বাছুর—ভোগের জলপানীর যত খাবার সব ঘরেই হয়—ঐ ফুলে শ্যামের পূজা হয়। আমি ভাই সব গাইগুলির সেবা ক'রতে পারিনে—ঐ যে শাদা গাইটি, ওঁর নাম ভগবতী—ঐটির সেবা করি, এখনকার মধ্যে ঐ বুড়' গাই—অর্দ্ধেক ছানা পোনা ওঁরই। আমি ভোরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ওঁর শিংএ আর খুরে তেল হলুদ দিয়ে চান করিয়ে দিই, তারপর গাটি পুঁছিয়ে চন্দন সিন্দুর পরিয়ে দিয়ে প্রণাম ক'রে বাহিরে এনে বাঁধি, বেঁধে একটি জাব দিই—উনি জাব

খেতে থাকেন, আর আমি গোহাল মুক্ত ক'রে ঘরটি বেশ ক'রে ধুয়ে মুছে, ঘরে ধূনো জ্বালিয়ে দিয়ে বাছুর ছেড়ে দিই —দিয়ে গাই দুহে দিই—সেই দুধের ক্ষীরে শ্যামের বাল্যভোগ হয়। শ্যামের প্রসাদ একটু আধটু যা অবশিষ্ট থাকে তা ওঁকেই দেওয়া হয়। উনি সাক্ষাৎ ভগবতী। ঐ দেখ আমাকে দেখতে পেয়ে কেমন চেয়ে আছেন। কেন মা ভগবতী, কি মা?

গরুটি বাস্তবিক আমাদের দিকে চাহিয়াছিল, "ভগবতী" বলিতেই হাম্বা রবে সাড়া দিল। ঠাকুরঝি বলিলেন, "গরু বাছুর সবাই আমাকে চেনে, গোলা পায়রাগুলোও আমাকে ভয় করে না। এক একটা হাত থেকে মটর খেয়ে যায়।"

আমরা বিশ্রমার্থে একটি ঘরে বসিলে, ঠাকুরঝির ভাশুরের সেই বিধবা মেয়ে নিস্তারিণী আসিয়া ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খুলিয়া তাঁহার চুল এলাইয়া দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "কি ক'রেছ কাকীমা, সেই ভোরে স্নান ক'রে যে ঝুঁটি বেঁধে রেখেছ। আর খোলনি, ভিজে জব্ জব্ ক'রছে যে!"

আমি। বাপ্‌রে! ঠাকুরঝি এখনো এত চুল আছে? চুলের রাশ যে!

নিস্তার। কেমন কালো ও কোঁকড়া দেখুন—এখনো হাঁটুর কাছে পড়ে, আগে চ'লে গেলে চুলের ডগা মাটিতে ছুঁয়ে যেত; এমনি যুত কে এখনো এত অযত্নে এতগুলি আছে। দিনের মধ্যে সাতবার কাটতে যান; আমি অনেক মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছি। যেদিন না শুখিয়ে দিব, সেদিন আর চুল এলোনো হবে না, উনি অমনি বাঁধা রইলেন—তার পর ভিজে মাথায় থেকে সর্দ্দি হয়।

ঠাকুরঝি। তুই আপদ রাখিয়েছিস কেন? ওগুলো গেলে আমি বেঁচে যাই। এবার আর শুনছিনে—পেরাগে এক-বার যেতে পারলে হয়! বৌ এবার তোমার সঙ্গে যাব, তীর্থ-গুলি করিয়ে দিয়ো; পূর্ব্বজন্মের বিস্তর পাপে এ জন্মে সকলেতে বঞ্চিত হয়ে আছি, ইহজন্মের কাজগুলি করিয়ে দিয়ো।

আমি। ঠাকুরঝি তোমার কি কোন তীর্থ হয় নাই?

নিস্তার। কাকীমা কি সে রকম মেয়েমানুষ যে হেথা সেথা ঘুরে বেড়াবেন? এত যে বয়স হ'য়েছে, মাথার উপর কেউ যে নেই, তবু দেখুন না, ঘোমটা একটু দেওয়া আছেই, ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কন্, গলার স্বর যেন বন্ধ হ'য়ে গেছে—আমার মা যতক্ষণে যা বলেন তাই করেন, ওঁকে তীর্থ ক'রতে নিয়ে যাবে কে বলুন? আর যাহোক কাকামহাশয়ের অত বড় নামটা আছে, যার তার সঙ্গে য়েতে পারেন কি?

ঠাকুরঝি। বৌ, এবার আমি তোমার সঙ্গে যাবই; গণেশ আমাকে সকল তীর্থ করাবে।

আমি। বেশ ত, দিদিও ব'লছিলেন যে আমাদের সঙ্গে যাবেন; দিদি খুব পাকা মেয়ে মানুষ, দুবার ক'রে তাঁর সকল তীর্থ ঘোরা হ'য়ে গেছে, এইবার গেলে তিনবার হবে।

ঠাকুরঝি। (আগ্রহে আমার হাত ধরিয়া) তোমার পায়ে ধরি বৌ আমায় নিয়ে যেয়ো—বেশ হবে, দিদি সঙ্গে থাকলে আর ভাবনা কি!

ঠাকুরঝির মা। ছোট বৌ, আমিও কিন্তু যাব ভাই, এই সঙ্গে না হ'লে আর আমার হবে না।

ঠাকুরঝি। তুমি গেলে চ'লবে কেন দিদি? ছেলেমানুষ

বৌটি আছে, শ্যামসুন্দরের সেবা আছে, পাছে তাঁর সেবার ত্রুটি হয় তাই জন্যেই ত এতদিন তীর্থে যেতে চাড় করিনি—তুমি গেলে আর আমার যাওয়া হয় না।

মা। আরে দেশ থেকে ছোটখুড়িকে এনে রেখে যাব, তিনিই শ্যামের সেবা ক'রবেন—তিনি প্রাচীন মানুষ দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁর ছেদ্ধা ভক্তি খুব—আর বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

ঠাকুরঝি। তবে বৌ সেই কথাই রইলো—যাতে আমার ইহকালের কাজ হয় তা ক'রবে। গণেশের বিয়েটি শীঘ্র দাও ভাই, বৌয়ের মুখ দেখে জন্মসার্থক করি। দেখ বৌ, গণেশের বিয়ে কিন্তু এ বাড়ী থেকে দিতে হবে। এস' তোমায় দেখাই, গণেশের বৌয়ের জন্যে আমি সব গহনা ঠিক ক'রে রেখেছি; তুমি বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে যে চিঠি দিয়েছিলে সেই চিঠি পেয়েই আমি ধীরে ধীরে সব গোছাচ্ছি।

ঠাকুরঝির আদেশে নিস্তারিণী লোহার সিন্ধুক হইতে গহনার বাক্স বাহির করিল। তিনটা বাক্স—একটা বাক্স খুলিয়া দেখাইলেন—হীরা মতির বিস্তর অলঙ্কার—একে একে সমস্ত দেখান' হইলে, সে বাক্স বন্ধ করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, মানুষের শরীরের কথা বলা যায় না, যদি আমি নিজহাতে বৌমাকে এই সকল গয়না না পরাঁতে পারি—বলা রইলো—এ সমস্ত তার। আর এই হ'লদে বাক্সের গহনা (বলিয়া বাক্স খুলিতে খুলিতে) —এ সব আমার নাতীর বৌ হ'লে পাবে (নিস্তারের ছেলের বৌ)।" সে বাক্সর অলঙ্কারও সমস্ত একে একে দেখাইলেন। নিস্তারিণী সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিল—

সে দুঃখিনী বিধবা, ঠাকুরঝির আশ্রিতা, কিন্তু এতটা আশা করে নাই! তারপর তৃতীয় বাক্সটি দেখাইয়া বলিলেন, "এটি আজ আর খুলিব না, এতে যা আছে তার বিলি করাই আছে। এর ভিতর লেখন আছে।"

আমি। ঠাকুরঝি, পুষ্যিপুত্র নিলে না কেন ভাই? এত সম্পত্তি ছকড়া নকড়া হ'য়ে যাবে যে!

ঠাকুরঝি। কেন ভাই, শ্যামসুন্দরই ত আমার পুষ্যিপুত্র। যখন তাঁকে সকলে পুষ্যিপুত্র নেবার জন্য পেড়াপিড়ি ক'রলেন, তিনি শ্যামসুন্দরকে এনে প্রতিষ্ঠা ক'রলেন, আমাকে বল্লেন যে, 'শ্যামসুন্দরই তোমার পুত্র, তাঁর সেবা ক'রেই সুখী হবে, অন্য সন্তানের মত তিনি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবেন না।' তিনি ব'লতেন, 'বিশ্বপতি আমার অন্তরে সদা সর্ব্বদা বিরাজ ক'রবেন ব'লে আমার সন্তানকে কেড়ে নিয়েছেন, আমাদের উপর তাঁর বড় কৃপা, এটি তুমি সর্ব্বদা মনে রেখো, তাঁর কাযের উপর হাত দেওয়া আমাদের উচিত নয়—পরের ছেলে ঘরে এনে কি তাঁকে ভুলে থাকবো?'—আমার শ্বশুর আমাকে যৌতুকে যে তালুক দিয়েছিলেন' সেইটি বাদে তাঁর সমস্তই শ্যামসুন্দরের নামে। শ্যামসুন্দরের ভোগের প্রসাদ যাতে দশজনে পায় সে ব্যবস্থা আছে। তাঁর সেবা ক'রেই মনে শান্তি পেয়েছি—তবে রক্তমাংসের শরীর, এক একবার আপনার জনকে দেখতে, তাদের নিয়ে সাধ আহ্লাদ ক'রতে ইচ্ছা হয়—তোমাকে পেয়ে বৌ আজ কত কথা কইলুম। আমি বৌমানুষ, এত কথা কখনো ভরসা ক'রে কারো সঙ্গে কইনি। আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী নিস্তার আর দিদি—নিস্তার না থাকলে বোধ হয়

এতদিনে ম'রে যেতুম, পেটের মেয়ে থাকলেও এর চেয়ে আমাকে বেশী যত্ন ক'রতো না! আমি আর ওর কি ক'রবো, যাতে ওকে কথনো পয়সার কষ্ট না পেতে হয় তা ক'রবো।

ঠাকুরঝির যা। আরও কি ক'রতে হয় বোন্? জান বৌ, হতভাগীর যথন কপাল পুড়লো, ১৫ বছর বয়স, কোলে ১ বছরের ছেলে—ব'ল্লে তুমি বিশ্বাস ক'রবে না, ৬ মাস না যেতে যেতে সেই সোমত্ত মেয়েকে ভাশুর আর দেওর হাত ধরে এক বস্ত্রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলে! সন্ধ্যেকালে পথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, ওদের একটা বাগ্দীর মেয়ে দাসী ছিল, সেই দয়া ভেবে চুপি চুপি আমার কাছে দিয়ে গেল। হাতে দুগাছি সোণার বালা ছিল, তাও হাত থেকে টেনে খুলে নিয়েছে। তিন কোশ পথ হেঁটে মেয়ে আমার ১০টা রাত্রে আমার কাছে এসে কেঁদে প'ড়লো! আমি তথন দেশেই থাকি, একজন লোক সঙ্গে দিয়ে ছেলেকে তারপরদিন সকালে নিস্তারের ভাশুরের কাছে পাঠালুম। ঘেন্নার কথা কি ব'লবো দিদি—গিয়ে দাঁড়াবা মাত্রই চণ্ডাল বল্লে কি, 'বোনের সন্ধানে এসেছ? সে আমাদের কুলে কালী দিয়ে গেছে, তোমরা আমাদের সাম্‌নে এস' না'। ছেলে ত কচি ছেলে, কাঁদতে কাঁদতে চ'লে এল' একটা কথা কইতে পারলে না। আমাদের আর কে আছে—দেওরের —তোমার নন্দাইয়ের কাছে এসে সব কথা বল্লুম—তিনি বল্লেন, 'ওদের সঙ্গে মাম্‌লা মকর্দ্দমা ক'রে তোমরা পারবে না, ওরা পাপিষ্ঠ চণ্ডালের অধম, সহজে যে দেবে অথবা কাকুতি মিনতিতে যে দয়া ক'রবে তা বোধ হয় না—তোমরা আমার কাছে থাক; তোমাদের সব ভার আমার। ঐ ছেলে যদি বাঁচে তবে বড় হ'য়ে

সে তার পৈতৃক সম্পত্তি বুঝে নেবে—আমি এক রকম সংসার ত্যাগী হ'য়েছি, মাম্‌লা মকর্দ্দমার তদ্বির আমার দ্বারায় হবে না।" সেই পর্য্যন্ত এখানে আছি—তোমার নন্দাই আমাদের এত ক'রেছেন যে মার পেটের ভাইও কারো এত ক'রে না। —আর তোমার ননদের গুণের কথা কত কইব—নিজে ত দেখতেই পাচ্ছ! ওঁদের কল্যাণেই আমার ছেলেটি উকিল হ'য়েছে, দুপয়সা আনতে শিখেছে—এখন যাতে ভাগে তার বাপের ধন ফিরে পায় সেই চেষ্টা ক'রছে।

গণেশ। (বিজয়কে টানিয়া আনিতে আনিতে) মা দেখ, বিজয় আসতে চাচ্ছে না।

আমি। কেন বিজয় এস' এস', লজ্জা কি?

বিজয়। না লজ্জা কি! আমি বুঝি লজ্জা ক'রছি? আমি ব'লছিলুম যে, বাড়ী যাই বেলা গেল।

গণেশ। বাঃ তা আমি ছাড়বো কেন? মা দেখ, কত বাজার ক'রে এনেছি।

একজন ভৃত্য অন্তঃপুরের দ্বারের কাছে কতকগুলি জিনিস রাখিয়া চলিয়া গেল। বিজয় ও গণেশ তাহা লইয়া আসিল। ভৃত্যেরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পায় না, সেই পূর্ব্ব প্রথাই এখনো ঠাকুরঝি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তবে কতকটা শিথিল হইয়াছে সন্দেহ নাই, নইলে ঠাকুরঝি সদরে গিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতেন না বা পুরোহিত মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেন না।

গণেশ। পিসিমা, বিজয়কে দেখে ঘোমটা টান্‌লে ত চ'লবে না, তাহলে ওঁকে ধ'রে রাখা ভার হবে। এখানকার

চমৎকার ক্ষীরের মালপোর লোভ দেখিয়ে তবে ওঁকে এনেছি।

আমি। বিজয়, ঠাকুরঝিকে প্রণাম কর। এটি আমার ভাইপো—লক্ষ্মী ছেলে!

ঠাকুরঝি। (ঘোমটা খাট করিয়া) বেঁচে থাক, রাজা হও—এই যে খাবার আনি বাবা।

গণেশ। পিসিমা তুমি ব'স, দেখনা আমি কি কিনে এনেছি—এই দেখ রূপার পুষ্পপাত্র, এটি শ্যামসুন্দরের জন্যে—একটা রূপার চা খাবার বাসন—এই দেখ একখানি রেকাব—এটা ফুল-দান—কেমন বেশ না? এই দেখ গরদের কাপড় দুখানা—এখানা মার, এখানা তোমার—শাড়ীখানা মাসীমার—আর এই কতকগুলি এনেছি, মা বুঝবেন কাকে কি দিলে ভাল হয়।

আমি। চায়ের বাসন টাসন কার জন্যে এনেছিস? বল্‌না—হাসছিস্‌'যে?

গণেশ। ওটা বিজয়ের জন্য, রেকাবীখানা সেখানকার দিদির জন্য আর ফুলদানীটা হরকান্তর জন্য।

বিজয়। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমি চল্লুম।

গণেশ। (বিজয়ের হাত ধরিয়া) আরে রোস রোস যাবে কোথা? কি বিপদ— হ'য়েছে কি?

বিজয়। কি অন্যায় এর জন্যে এত পয়সা নষ্ট করা! আমি কি তখন জানি যে সদাব্রত ক'রবার জন্যে এ সব কেনা হ'চ্ছে—আমি বলি নিজের জন্যে! নিজের জন্যে কি এনেছ?

গণেশ। নিজের জন্যে কি আনবো—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ যে মসলার বাক্স, ঐটি আমার নিজের। সদাব্রতটা কি দেখলে? মার

কাছে হাজার টাকা ঘুস পেয়েছি, তবে ত বিয়ে ক'রতে রাজী হ'য়েছি! ও টাকায় আমি যা খুসি ক'রতে পারবো মায়ের সঙ্গে কড়ার আছে মশাই! আজ তার ক'টাই যা খরচ হ'য়েছে!

ঠাকুরঝির ইঙ্গিতে নিস্তার এতক্ষণে অনেক প্রকার মিষ্টান্ন ফল প্রভৃতি পাত্রে সাজাইয়া লইয়া আসিল। দাসী দুইখানি আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল, জল দিল।

বিজয়। (খাইতে খাইতে) বাস্তবিক চমৎকার খাবার! ঘরে তৈরি বুঝি?

ঠাকুরঝি। হ্যাঁ বাবা, বাজারের খাবারে ত ভোগ হয় না, —শ্যামসুন্দরের সব গরু আছে কি না—ক্ষীর ছানা ঘরে হয়, তাঁর জলপানিও ঘরেই হয়।

বিজয়। তবেই ত দেখছি গণেশদা আর আমাদের ওদিকে যাচ্ছেন না!

গণেশ। গণেশদা না গেলেন তাতে ক্ষতি কি, বিজয়দা ত আসতে পারেন।

বিজয়। গণেশদা এখানে ত দিব্য জমিয়ে নিয়েছ দেখছি —এখানে আর নতুন নতুন নেই, সরম ভাঙ্গাতেও হ'চ্ছে না— বেশ যাহোক্—কালকের তিনি নও যে!

গণেশ হাহা করিয়া হাসিতেছে ও খাইতেছে।

ঠাকুরঝি। বাবা, আমি আপনার জনের মুখ দেখতে পাই না, তোমরা যদি আস তবে কত সুখী হই—এ তোমার পরের ঘর নয়! বৌ তুমি ভাল ক'রে বল।

আমি। বিজয় আমার তেমন ছেলে নয়—ও অমন মেয়ে মানুষের মত লজ্জায় জড়সড় হয় না। আসবে বই কি!

ঠাকুরঝি। ঐ কীর্ত্তন আরম্ভ হ'য়েছে, শুনবে ত চল।

বাহির বাড়ীর দোতলার বারান্দায় চিক ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সতরঞ্চি পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে—পাড়ার মেয়েরা অনেকে আসিয়া জুটিয়াছেন, বিধবাই অধিকাংশ—কাহারও হাতে মালা, কাহারও ঝুলিতে মালা, সকলেই জপে নিযুক্ত—জপও করিতেছেন গল্পও করিতেছেন, কীর্ত্তনও শুনিতেছেন।

কীর্ত্তন।

শ্যাম, যে ছিল তোমার কণ্ঠের হার
তারে ধূলার পরে লুটালে?
ব্রজে তোমার গরবে যে ছিল গরবী
তার সে গরব টুটালে?
তুমি চলে গেলে রথে রাধা সেই পথে
পরাণখানি দিল বিছিয়ে—
তার মর্ম্মে রথের চাকা, পড়ে গেল আঁকা,
দেখ্‌লে না চেয়ে ছি ছি হে!
মনে ভেবেছিল রাই তোমার সাধ্য নাই
সুখের বৃন্দাবন ছাড়িতে—
ছিঁড়ে রাধার ভুজ ফাঁদ তোমায় শ্যামচাঁদ
পারবে না কেহ কাড়িতে!
আজ মান্‌চি শতবার হার হয়েছে তার
এত গরব তারে সাজে না!
ওগো তোমার পাষাণ প্রাণে প্রেমের কুসুম বাণে
কোন ব্যথা কভু বাজে না!

ওগো আমাদেরি রাধা সেই পড়েছে বাঁধা
তোমায় বাঁধা তার কর্ম্ম নয়!
ব্রজের লীলা শুধুই লীলা এই কি প্রকাশিলা?
ধরা পড়া তোমার ধর্ম্ম নয়!
এখন তোমার মনস্কাম পূর্ণ হল শ্যাম,
দর্প চূর্ণ রাধার হয়েছে!
এখন, আর কি নিতে চাও এবার ক্ষান্ত দাও
প্রাণটুকু কেবল রয়েছে!

গণেশ। মা, কাল সন্ধ্যাবেলা আর পিসিমাকে দেখতে পাইনি কেন?

আমি। তোমার পিসিমা সন্ধ্যা আহ্নিকে নিযুক্ত ছিলেন তাই দেখা পাও নাই।

গণেশ। সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত কি তিনি সন্ধ্যা-বন্দনা করেন? তোমার ত অত দেরি হয় না!

আমি। আমার সন্ধ্যাবন্দনা তপ জপ সবই ত বাবা তুই—ক'রতে হয়, তাই দুটিবেলা অবসর মত একবার ইষ্টমন্ত্র জপ করি—তার ভিতর তুই আবার সাতবার এসে উঁকি মেরে যাস্, কতক্ষণে আমার অর্চ্চনা শেষ হবে। হরি দয়া ক'রে তোকে দিয়েছেন, আমার যতক্ষণ তুই আছিস্, ততক্ষণ এই রকমই হবে। তোমার পিসিমার মায়ায় জড়াবার কেহ নেই, ঘর সংসার সকলি তাঁর মিছে—থাকতে হয় তাই থাকা—যথেষ্ট সময় আছে, পূজা অর্চ্চনা নিয়েই থাকেন।

গণেশ। পিসিমাকে দেখলে বড় শ্রদ্ধা হয়—না মা?

আমি। কেন, তোর হয় নাকি?

গণেশ। হ্যাঁ মা; আমার মনে হয় যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। ঐ শাদা কাপড়খানি পরা, শুধু হাত সুগোল ধব্‌ধবে—ওতে যেন চুড়ি প'রলে, কি পেড়ে কাপড় প'রলে মানায় না।

আমি। আমার মনে হয় শোক দুঃখ তাপ না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না—সুখ সম্পদের গর্ব্বে হিতাহিত বোধ শক্তি কমে যায়!

গণেশ। ঠিক ব'লেছ মা। বাবা যাবার আগে আমি কি রকম দুরন্ত আর আবদারে ছেলে ছিলুম, তোমার মনে নেই? তারপর কি রকম শান্ত হ'য়ে গেলুম!

আমি। সে অমন ছেলেবেলা সবাই দুরন্ত থাকে।

গণেশ। না মা তা নয়, আমার বেশ মনে পড়ে, আমার মনের ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। মরণের হাত যে এড়াবার যো নেই, এটা ছেলেবেলা থেকে আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধে আছে!

আহারান্তে দুপুরবেলা আজ ঠাকুরঝির গাড়ীতে মায়ে পোয়ে ভবানীপুরে বিয়ে বাড়ী চলিয়াছি। গাড়ীতে যাইতে যাইতে নানাপ্রকার গল্প হইতেছে—গণেশ মধ্যে মধ্যে চিনাইয়া দিতেছে—এই গোলদীঘী, এই হাঁসপাতাল, এই ধর্ম্মতলা, ঐ গড়ের মাঠ, ঐ যাদুঘর ইত্যাদি—দেখিতে দেখিতে নীরুর বাড়ী গাড়ী পৌছিল। আজ রাত্রেই ফিরিয়া যাইবার জন্য ঠাকুরঝি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন এবং নিজের গাড়ীতে করিয়া পাঠাইয়াছেন; ঐ গাড়ী ভবানীপুরেই থাকিবে, বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়া গেলে আমাদের লইয়া ফিরিয়া যাইবে।

"নীরে ত বাড়ী সাজাতেই ব্যস্ত, এদিকে কি যে হ'চ্ছে সে

খোঁজ নেই। এমন ঘরেও মানুষে কুটুম্বিতা ক'রতে চায়! আবার একখানা কি ফ্যাকড়া তুলেছে আর কি, নইলে ১০টার সময় অধিবাস নিয়ে মানুষ গেছে, আর ১২টা বেজে গেল এখনো নান্দিমুখের অনুমতি এল' না! ক'নে শুখিয়ে যে মারা প'ড়তে ব'সলো!"

বিবাহের দিন ভবানীপুরে গিয়া দেখি যে দিদি রান্নাঘরের রকে বেড়াইতেছেন ও গজ গজ করিয়া বকিতেছেন—নীরুর মা ভাঁড়ার ঘরের চৌকাটের উপর বসিয়া আছেন—অন্যান্য সকলে কাযকর্ম্ম করিতেছেন—কিন্তু সকলেই যেন কেমন মন-মরা, কারো মুখে হাসি নাই!

আমি। (সকলকে প্রণাম করিয়া ও সকলের প্রণাম গ্রহণ করিয়া) কি দিদি ব'কৃছ কেন—কি হ'য়েছে?

দিদি। নাঃ বড় ভাবনা হয়েছে! এত ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি—নিজেরই সন্তান বল আর দেওরদেরই বল—এমন বেয়াড়া কুটুম্ব ভাই কখনো দেখিনি!

নীরুর মামী। এ সব ভাই গিন্নির কায! শুনলে না, সেই ঝিটা বলে গেল, 'গিন্নিমার কিছু মনে ধরে না'—হয় ত অধিবাসের সামগ্রী মনে ধরেনি! বোস, বামন ঠাকরুণকে পাঠিয়ে দিই; তার বোন সেই বাড়ীতে কায করে, চুপি চুপি তার কাছ থেকে তথ্য জেনে আসবে! কি বল ঠাকুরঝি?

নীরুর মা। যা ভাল হয় কর ভাই, আমার মাথাটা ঝিম্ঝিম্ ক'রছে।

নীরুর মামী চলিয়া গেলেন।

দিদি। মেজ বৌ তুই জল খা—রোগা মানুষ আর এই

ঘুরুনি, এই ভাবনা, শরীরে কত আর সয়! খা তুই জল খা—আমি তোর বড় আমি রইলুম তোর আর থাকতে হবে না।

নীরুর মা। পূর্ব্ব পুরুষ জল পাবেন, আমি আগে থাকৃতে জল খেয়ে ব'স্‌বো তা কি হয়? নান্নিমুখটি হ'য়ে গেলেই আমি জল খেতুম, নীরু তাতেই সকাল সকাল উয্‌যুগ করলে—সবই ত তৈয়ের কেবল অনুমতির অপেক্ষা—থাক্ আর একটু দেখি—

নীরুর মামী। (আসিয়া) বামন ঠাকরুণ জান্‌তে গেছে বরের বাড়ী কি হ'চ্ছে।

দিদি। কালই নীরু যে রেগে উঠেছিল—আমি বলি বিয়ে ভেঙ্গে যায়—কত ক'রে তাকে শান্ত করি!

আমি। নূতন কিছু হ'য়েছে?

দিদি। কাল বরের মা ব'লে পাঠিয়েছিল যে বরকে ডেক্স আলমারী, এই সব দিতে হবে—আরও কত কি, সে সব আমি কোন নামও জানিনে—এই শুনে নীরু আগুন! আবার বরের বাপ ব'লে পাঠালেন, ভাল ক'রে বাড়ী সাজাতে হবে, তাঁর সঙ্গে ঢের বড় বড় লোক আসবেন। এক একটা ফন্দি আস্‌ছেই—বাপরে, এ সেরাজদ্দৌলার নাতীরই বিয়ে, কি তার ঠাকুরদাদারই বিয়ে কে জানে!—

সকলেই কেমন নিরুৎসাহিত—পথপানে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া আছেন, গল্পও ভাল জমিতেছে না—এমন সময় নীরু আসিয়া বলিল, "জেঠাইমা, সব চুপচাপ যে ব'সে আছ—এখনো নান্নিমুখ আরম্ভ হয় নাই? তোমরা বেশ যাহোক্!"

দিদি। তুই এতক্ষণ ছিলি কোথা?

নীরু। আহা, আমাকে দরকার কি? আমি যে ব'লে

গেলুম ধীরেকে দিয়ে নান্নিমুখ করাও। আমি বাজারে গেছলুম— ধীরে গেল কোথায়?

দিদি। ধীরে মাথামুণ্ড ক'রবে কি—? এদিকে আয়, শোন্ বলি—এখনো যে অধিবাসের লোক ফেরেনি, অনুমতি আসে নি।

নীরু। অনুমতি আসেনি? লোক পাঠাওনি কেন?

দিদি। পাঠিয়েছি। ঐ যে বামন ঠাকরুণ আসছে। কি গা মেয়ে কি খবর?

বামন ঠাঃ। ভাল বুঝতে পারলুম না মা, কিন্তু কি যেন একটা হয়েছে বুঝলুম। আমার বোন বল্লে যে গিন্নিমাকে আর কর্ত্তাবাবুতে বকাবকি হ'চ্ছে, কে নাকি গিন্নিমাকে বলেছে যে মেয়ে কুৎসিত, তাই কি বকাবকি হ'চ্ছে—কর্ত্তা নাকি বলেছেন, তুমি যাও আপনি দেখে এস।

নীরু। কি বিপদেই প'ড়েছি গা—যাই ঘটককে ডাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝি। ঐ দেখ কারা এল'—দিদি কোথায়, নাবিয়ে নিয়ে আসুন।

নীরুর মা। আরে এ যে ঐ বরের বাড়ীর ঝি, আরও দুজন মেয়েমানুষ নাব্‌লো—ক'নে দেখতে এল নাকি? যাক্ দেখে যাক। নীরু তুই বাছা একটু সরে যা, আবার গালমন্দ দিয়ে ব'সবি—কোন রকমে এখন শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হ'লে বাঁচি।

নীরু। শুভকর্ম্ম নয়, অশুভ কর্ম্ম বল! দেখছি এ মেয়ের কপালে অনেক কষ্ট আছে!—

দিদি। কি গো বাছা এ'স এ'স, কি মনে ক'রে এমন সময়? এঁরা কে?

বরের বাড়ীর ঝি ও তাহার সহিত আর দুইটি স্ত্রীলোক—একজন সধবা, পরিধানে একখানি গরদের শাড়ী, দুএকখানি অলঙ্কার যাহা অঙ্গে আছে তাহা খুব ভারি বলিয়া বোঝা গেল—আধঘোমটা দেওয়া। আর একজন বিধবা, থান পরা—দাসীর মত নহে, ভদ্রমহিলা বলিয়াই বোধ হইল।

ঝি। (প্রণাম করিয়া) এই মা আপনাদের চরণ দর্শন ক'রতে একবার এলুম, এঁরা আমাদের পাড়ার ব্রাহ্মণের মেয়ে, গিন্নিমায়ের সই। মা, জানিনে কোন আবাগী গিন্নিমাকে ব'লেছে যে মেয়ে নাকি কাল', তাই আমি বল্লুম যে, আচ্ছা কেহ দেখে আসুন। তাই সইকে গিন্নিমা দেখতে পাঠিয়েছেন। মা, একবার বৌকে দেখান যদি—

দিদি। হ্যাঁগা, অধিবাসের লোক এখনো ফির্‌ল' না যে?

ঝি। তারা খাওয়া দাওয়া ক'রে আসছে মা—এই এল' ব'লে।

দিদি। অনুমতি নিয়ে ঘটকও এল' না, এদিকে যে মেয়ে শুখিয়ে মারা পড়ে।

ইতিমধ্যে রাণী ইঁহাদের একটি ঘরে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াছে, তাঁহারা কেহ কথা কহিতেছেন না, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া আছেন। বামন ঠাকরুণ আমাকে চুপি চুপি বলিল—"মাসীমা, ঐ সধবা মোটা মেয়েমানুষটি, ঐ বরের মা, আমি ঠিক চিনেছি, ঐইত গিন্নি নিজে—সই কিসের? আমি যে আমার বোনকে দেখতে ওঁদের বাড়ী যাই—আমিই ত এই মেয়ের কথা ঐ ঝিকে বলি—ও এখন আপনি বাহাদুরী নিতে চায়, আমাকে আমল দেয় না!" নীরুর স্ত্রী মেয়েকে লইয়া আসিল।

রাণী। এই দেখুন সই ক'নে। আপনি যখন বেয়ানের সই তখন আমারও সই।—আহা, বাছা এক'দিনের ধকলে শুখিয়ে গেছে, চোখে কালী ঢেলে দেছে,—এই দেখুন কেমন হাত দুখানি, দেখুন যেমন নরম তেমনি রাঙা।

ঝি। (সোৎসাহে) দেখুন দেখি গিন্নি মা (জিব কাটিয়া) সই মা, এ মেয়ে কি নিন্দের ?

সধবা স্ত্রী। না মেয়ে নিন্দের নয়, বেশ মেয়ে—চল যাই। আসি ভাই—

প্রসন্ন ভাবে সকলে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—জল খাও কি পান খাও বলিবার অবসর ছিল না।

বামন ঠাঃ। দেখলে মা, ঝি গিন্নিমা বলে ডাকলে—ঐ গিন্নি নিজে!

দিদি। ওমা ঐ গিন্নি ? গিন্নি নিজে এল ? ওমা, মান অপমান জ্ঞান নেই! ওমা কি হবে! নতুন কুটুমবাড়ী না ডাকতে এল! বাবা, এখনকার মেয়ে সব কি করে গো! হ'তই না হয় কাল' বৌ, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যেত! গেরস্ত ঘরের মেয়ে গেরস্ত ঘরের বৌ, গুণ থাকলেই সব মানিয়ে যায়।

নীরুর মা। গেরস্ত ঘরের মেয়ে বটে, কিন্তু গেরস্তরা তো নিতে আসেনি—তাঁরা যে বড় লোক, তাই ভাল ক'রে দেখে শুনে নিচ্ছেন।

দিদি। বনেদী ঘর হ'লে এমন ক'রতো না মেজ বৌ—এরা নতুন বড়মানুষ তাই বেশী দেখাতে চায়।

নীরুর মামী। ভদ্র অভদ্র নতুনেও আছে, পুরোনোতেও আছে—যাদের যেমন ব্যাভার!

ধীরু ও পুরোহিত আসিয়া নান্দিমুখ করিতে বসিল।

দিদি। কিরে অনুমতি এসেছে?

ধীরু। হ্যাঁ জেঠাইমা। ঘটক বল্লে যে বাড়ীর ভিতর মেয়েরা কি গণ্ডগোল ক'রেছিলেন তাতেই তার ফিরতে দেরি হ'ল।

নান্দিমুখ, ক'নে নাওয়ান শেষ হইতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বিজয় আসিয়া বলিল, "দিদি, বাড়ী সাজান' দেখবে এস, দেখসে কেমন হয়েছে। 'খুব ভাল করিয়া যেন বাড়ী সাজান' হয়' বরের বাপের এই আদেশে পতাকা পত্র পুষ্পে আমরা কেমন বাড়ী সাজিয়েছি, লক্ষীটি একবার তোমরা দেখে যাও—তবু এত পরিশ্রম সার্থক মনে হবে।"

রাণী। আর দেখা! আমাদের মরবার অবসর নেই, বাড়ী সাজান' দেখবো কি—যাদের জন্যে ক'রেছিস্ তারা দেখলেই শ্রম সার্থক হবে এখন।

বিজয়। তারা না দেখলে কিছু ক্ষতি নেই—ব'লছি তো তোমরা দেখলেই হ'ল।

আমরা দোতলার বারান্দা হইতে বিবাহের সভা দেখিতে পাইলাম। লতায় পাতায় উজ্জ্বল আলোকে যেন ইন্দ্রপুরী বলিয়া মনে হইতেছে। সভার এক দিকে দান সামগ্রী সাজান' আর একদিকে নিমন্ত্রিতদিগের বসিবার স্থান। অনেক সাহেব মেম আসিয়াছে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ত কথাই নাই—সভা পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে মন কাঁদান' সুরে নহবৎ বাজিতেছে, মাঝে মাঝে ধীর গম্ভীর স্বরে ইংরাজি বাজনা বাজিতেছে—সমস্ত প্রস্তুত, বর আসিলেই হয়।

অন্তঃপুরে অধিকাংশ মেয়েরা সুসজ্জিত হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—কেহ কুলো বরণডালা ও শ্রী প্রভৃতি ছাল্‌না তলায় লইয়া রাখিতেছে—কেহ চিতের কাটিতে তুলা জড়াইয়া তাহা তেলে ভিজাইয়া রাখিতেছে—কেহ ধুঁতুরার প্রদীপে তেল সলিতা দিতেছে—কেহ বরের জলখাবার সাজাইতেছে—কেহ ক'নে সাজাইতে ব্যস্ত—কেহ নিজে সাজিতেছে। তেতলার ছাতে পাতা হইতেছে—চাকরেরা গেলাস, খুরি ও পাতা ঝুড়ি করিয়া বহিয়া বহিয়া ছাতে তুলিতেছে—বর আসিলেই বরযাত্রী-দিগকে আহারে বসাইয়া দেওয়া হইবে—তাহা হইলে অধিক রাত্র হইবে না।

দিদি। ৯টার মধ্যে লগ্ন, ৮টা বেজে গেল এখনো বর এল' না,—ঘটার বর, বাজনার সাড়াও যে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁরে মেজ বৌ, আবার কিছু হ'ল নাকি?

মেজ বৌ। (বারান্দায় বসিয়া) কি জানি ভাই, আর ভাবতে পারিনে!

রাণী। (আসিয়া) মা, আবার একটা কি ফন্দি নিয়ে ঘটক এসেছে গো—আমি বারান্দা থেকে দেখে এলুম ঘটককে ঘিরে সব ছেলেরা কি কথা ক'চ্ছে। বর না নিয়ে এমন সময় ঘটক কি ক'রতে এল'? নিশ্চয় আবার কি হ'য়েছে! ঐ যে নীরু আসছে—

নীরু আসিয়াই হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "দিদি, বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এলুম!"

রাণী। কিরে, কি সর্ব্বনেশে কথা বলিস? শুনে ভয়ে গা যে কাঁপে! ন্বান্নিমুখ হ'য়ে গেছে যে!

নীরু। হ্যাঁ সত্যিই ব'লছি। আমারও গা কাঁপছে কিন্তু ভয়ে নয়, রাগে! ঘটক এখন এসে ব'লছে কি যে, গায়ে হলুদের দিন যে হাজার টাকা দিয়েছি, সেটা আমি বরকে আশীর্ব্বাদী দিয়েছি—আজ আড়াই হাজার টাকা পুরোই দিতে হবে—ঐ টাকা বরের বাড়ী পৌঁছে দিলে তবে বর আসবে। আমি ব'লে এসেছি, যে 'যদি আমি ও বরে মেয়ের বিয়ে দিই, তবে আমার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে!'

বলিয়া নীরু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল—আমরা স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে নীরুর মায়ের চোখ দিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে লাগিল—দিদি 'হরি মধুসূদন লজ্জা নিবারণ কর, লজ্জা রক্ষা কর' বলিয়া মাটীতে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, রাণী তাঁহাকে ধরিল।

আমি উঠিয়া নিচে গেলাম—হরকান্ত ও গণেশ ছুটিয়া যাইতেছে, সিঁড়ির ঘরে দেখা পাইলাম।

আমি। গণেশ শোন্, ছুটে কোথা যাচ্ছিস্?

গণেশ। শুনেছ মা কি হ'য়েছে? নীরুদা বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন। বড়দাদা আমাদের ডেকে বল্লেন, যে 'তোরা চট্‌পট্‌ পাতা ক'রে, এ কথা প্রকাশ হবার আগে কন্যাযাত্রীদের খাইয়ে দে'—তাই মা আমরা সব পাতা ক'রছি। বড়দা বল্লেন, 'বিয়ে ত ভেঙ্গে দিলে, কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই ত যে কোন পাত্রের হাতে মেয়ে সমর্পণ ক'রতে হবে নইলে জাত যাবে।' নীরুদা বল্লেন, 'জাত যায় যাক্, আমি ভাল ছেলে না পেলে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিনে'—বলে উপরে চলে গেছেন।

আমি। তুই আমার সঙ্গে উপরে আয়, নীরুকে শান্ত ক'রবি—

গণেশ। আমি মা কি ব'লবো—আমি পারবো না—

আমি। সে মাটিতে প'ড়ে আছে,—আয় না—

গণেশ কতকটা অনিচ্ছায় আমার সহিত উপরে আসিল—দেখিলাম, সকলে তেমনি নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছেন।

আমি। নীরু, ওঠো ত বাবা—

নীরু মুখ তুলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল; আমি আবার তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "নীরু ওঠো।" নীরু উঠিয়া দাঁড়াইল—সে যে কি করিতেছে তাহা যেন বুঝিতেই পারিতেছে না; আমি গুরুজন—উঠিতে অনুরোধ করিলাম—সে উঠিল।—

আমি। (নীরুর হাতে গণেশের হাত দিয়া) নীরু, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে গণেশের হাতে তোমার কন্যাটি সম্প্রদান কর। তোমরা মৌলিক—গণেশের কুলকর্ম্ম হবে না, তার কুল খাট হ'য়ে যাবে বটে, কিন্তু জাত যাবে না—তোমার জাত যেতে ব'সেছে। এখন তোমার মতে যা ভাল হয় কর।

নিরু। মাসীমা, আজ আমার লজ্জা ও অপমানের পরিবর্ত্তে আপনি আমাকে এমন সোণার চাঁদ জামাই দিচ্ছেন—এতে আবার মতামত কি!

এই বলিয়া নীরু দুই হাতে আমার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার চোখের জলে আমার পা ভিজিয়া গেল; অনেকক্ষণ তাহাকে টানিয়া তুলিতে পারিলাম না। দূর হইতে এক একবার বাজনার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল—একজন দাসী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ওগো বর আসছে।"—চুপ্ চুপ্ করিয়াও ইতিমধ্যে দাসীমহলে জানা-

জানি হইয়াছে যে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বর আসিবে না।

রাণী। কাদের বর?

দাসী। ওগো আমাদের বর! ঐ দেখ বরের বাড়ীর ঝি আসছে!—

বরের বাড়ীর ঝি। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বাবু কোথা গা?

নীরু। কেন?

ঐ ঝি। বর আসছে গো—তোমরা সব উয্যুগ কর। মা ঠাকরুণ সব শুনেছেন, তিনি কত্তাবাবুর উপর ভারি রাগ ক'রেছেন, তিনি বল্লেন, অ্যাঁ, কথা দিয়ে এমন কায করা!' তিনি ব'লেছেন যে, 'আমি যদি ঐ মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে না দিই, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।'—ঐ শোন, বাজনা শোনা যাচ্ছে—খবর দিতে আমি ছুটে এসেছি গো, ছুটে এসেছি।

নীরু। (দৃঢ়ভাবে গণেশের হাত ধরিয়া) বাছা, যেমন ছুটে এসেছ, তেমনি ছুটে যাও—বরকে ফিরে নিয়ে যেতে বল। আমার মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে—এই দেখ আমার জামাই! এস বাবা—

সমাপ্ত।